আদর্শ রাজা

পৌরাণিক নাটক

শ্রীরাম রমেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিরচিত

৮নং মহেন্দ্র বসু লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা
"সত্যপ্রিয় সম্মিলন" হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রণাব্দ :—
পৌষ, ১৩৩৯।

নিবেদন

যে মহানুভব চরিত লইয়া প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ সকলেই ভাবে, ভাষায়, দৃশ্য সজ্জায়—কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ সুসজ্জিত করিয়াছেন, আমি সেখানে "ন স্থানং তিলধারণং" দেখিয়া চরণ তলেই নিক্ষেপ করিলাম—যদি পাদবিক্ষেপাবসরে ধূলিরঞ্জিতও হয়----

তদেব সর্ব্বং খলু ভাগ্যমণ্ডিতং;

এও এক দুঃসাহসিক। ইতি

কলিকাতা,
শ্রাবণ, ১৩৩৯ সাল।

গ্রন্থকারস্য

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রিয়ে, অতি দূরে ?

কিম্বা অতীব নিকটে তুমি ?

এই সে আসামী

অতীতের অবাধ্য লেখনী।

কলিকাতা,
শ্রাবণ, ১৩৩১।

রামরমেন্দ্র

পাত্র-পাত্রীগণ।

পুরুষ ঃ—

ব্রহ্মা, ব্রহ্মণ্যদেব, মহাদেব, ইন্দ্র, বরুণ, সপ্তর্ষি, দিব্যপুরুষ, বশিষ্ঠ, বামদেব, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ঋষ্যশৃঙ্গ, ভরদ্বাজ, বটু (তৎপত্নী), অগস্ত্য, দুর্ব্বাসা, চ্যবন, কিরাত (বাল্মীকি), শরভঙ্গ, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণশিশু, দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুমন্ত্র, বিজয়, জনক, পরশুরাম, নাবিক, গুহক, কুশ, লব, চন্দ্রকেতু, যুধাজিৎ, সুবুদ্ধি প্রমুখ অমাত্যগণ, সভাসদ্‌গণ, নাগরিকগণ, গ্রামবাসীগণ, দূত, অন্ধমুনি, রাজগণ, রাবণ, সুবাহু, মারীচ, ত্রিশিরা ও বিরাধ।

স্ত্রী ঃ—

নিয়তি, বনদেবী, রাজ্যলক্ষ্মী, গঙ্গা, কৌশল্যা, কৈকয়ী, সুমিত্রা, সীতা (যোগমায়া), মন্থরা (অপ্সরা), অহল্যা, অন্ধপত্নী, সূর্পণখা, ত্রিজটা ও প্রতিহারী।

আদর্শ রাজা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য। বনভূমি।

সপ্তর্ষি পরিবৃত জনৈক কিরাত।

কিরাত। (বাণ আরোপণান্তে)
করিব কি হত্যা দূর হ'তে?
কিই বা আছে না জানিয়া—
সে কি! কাতরতা!
কিরাত হৃদয়ে কাতরতা?
একি, কার ছবি? মানস নয়নে
কার ছবি? নিজেরই!
কিম্বা পরশক্তি করিয়াছে গ্রাস?
কোথা সেই লোলুপ প্রকৃতি?
শয়ন আগারে পশি
শিশুবক্ষে বসাইয়ে ছুরি,
চুরি করি কাটায়েছি দিন!
কোথা সেই নৃশংসতা?
সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করি
ভস্মীভূত করি গেহ,
গৃহস্থের করিয়াছি নিত্য সর্ব্বনাশ।
কোথা বা সে ভীম মনোরথ?
হাহাকারে গগন বিদীর্ণ হ'লেও
আছাড়িয়া পড়িলেও চরণের তলে,
বিন্দুমাত্র না জাগিত স্পর্শ করুণার!
তবে কি এ ঋষির প্রভাব?

এমন কত যে পান্থ
টেনে ফেলে দিয়েছি কূপেতে,
তার কি ইয়ত্তা আছে? করুণা! করুণা!
নৃশংসতা পাশে করুণা উদ্রেক।

১ম ঋষি। ভদ্র, কেন হেন রুদ্রমূর্ত্তি, কি প্রত্যাশা?

কিরাত। সুবৃহৎ পরিবার, ভরণ কারণ
নিত্য করি সর্ব্বনাশ, দুর্ব্বৃত্ত আচার,
ভ্রূক্ষেপও করি না ভয়ে, অনন্যাধিকারে
আছি বনে কত যে শতাব্দি ধ'রে।

১ম ঋষি। কি প্রত্যাশা, অর্থ?

কিরাত। সর্ব্বনাশ করিলে জিজ্ঞাসি;
দাঁড়াও, জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। (প্রস্থান ও প্রত্যাবর্ত্তন)
ঋষি, আসিলাম জিজ্ঞাসি সবারে
জনে জনে করি প্রশ্ন,
পাপ ভার কেহ নাহি নিল,
স্ত্রী, পুত্র সকলে হাসিল।

১ম ঋষি। এ হাসির অর্থ কি বুঝিলে? উপহাস?

কিরাত। নহে উপহাস, ইহাই সংসার।

১ম ঋষি। কি চাও?

কিরাত। এইই সংসার? এইই সংসার?
চাহিনা সংসারী হ'তে;
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জ্বালার পীড়ন—

১ম ঋষি। আর না হইবে বোধ।

কিরাত। শীত, গ্রীষ্ম অনুভব—

১ম ঋষি। সকলি হইল তিরোহিত।

কিরাত। স্বপ্ন, নিদ্রা—

১ম ঋষি। হবে সমজ্ঞান।

কিরাত। তবে আর নয়, বসিলাম এইখানে।

১ম ঋষি। পরিণাম শুনিলেও ভীতি নাহি হবে ?

কিরাত। না।

১ম ঋষি। শোন হে কিরাতবর, এই
পঞ্চবায়ু—পঞ্চবীজ করিনু রোপণ,
কালে পঞ্চবটী নাম করিবে ধারণ।
তব দেহ বল্মীকে আশ্রয় করি
লভিবে বাল্মীকি নাম জগত প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় দৃশ্য। স্বর্গপথ।

ইন্দ্র। কোন্ দিকে যাই, কোন্ দিকে যাই ?
অসুরের উপদ্রব করিতে দমন,
চতুর্দ্দিকে করিতেছি নিয়ত ধাবন,
হানিতেছি বাণ,
তথাপি—তথাপি কোন না হয় সন্ধান।
মর্ত্ত্যধামে পাঠায়েছি সংবাদ সেতার,
সাহায্যার্থে আসিবারে রাজা দশরথে।
চারিদিকে বিঘ্ন উৎপাদক ধ্বনি,
অত্যাচারে হাহাকারে ছেয়েছে আকাশ।
যজ্ঞাগার হ'তে আজ্য কেড়ে লয়,
তপোবিঘ্নে নিরন্তর ঘটায় বিপদ ;
ঋষিকুল হ'য়েছে আকুল,
ভবিষ্যের অমঙ্গল বৃদ্ধি আশঙ্কায়।
তাঁদেরই যে আজ্যাহুতি
আমার এ রাজ্যভিত্তি রেখেছে সুদৃঢ়,
না রাখি তাঁদের যদি সযত্ন, নির্ভর,

সর্ব্বনাশ আমারি যে হবে,
অনাবৃষ্টি হ'লে লোক ক্ষেপে যাবে,
লোক ক্ষেপে গেলে
অন্ন যাবে, শূন্য হবে বিশ্বের ভাণ্ডার।

(রথোপরি রাজা দশরথের প্রবেশ)

দশরথ। বাণে বাণে বিঘ্ন সব করি বিদূরিত,
নিষ্কণ্টক করিয়ে পদবী,
আসিয়াছি হে রাজন্! সকাশে তোমার,
অন্য যা রয়েছে বাঁকি কার্য্যোদ্ধার হেতু।

ইন্দ্র। এস ভাই, এস হে সুহৃদ মোর,
তব আগমন সাথে
দুটী প্রাণ এক হ'লে
আমি কি বিমুখ রণে অসুর সংহারে?
তুমি কর ঋষিমুখে আজ্যাহুতি দান,
স্বর্গ হ'তে আমি ঢালি বারিধারা।
উভয়ের এই বিনিময়ে
স্বর্গে, মর্ত্ত্যে রেখেছে গড়িয়া
অখণ্ড, অতুলনীয়, উজ্জ্বল গরিমা।

দশরথ। গৌরবের এই অংশ নিতে
দশরথে বন্ধুরূপে কর যে আহ্বান,
প্রতি কার্য্যে তারে যে সহায় কর,
রঘুবংশ সুনামের এই শ্রেষ্ঠ দান।

ইন্দ্র। আজি ভাই, বড়ই বিপন্ন হ'য়ে
করেছি আহ্বান তোমা;
এ সময়ে তুমি যদি না আস সাহার্য্যে,
হয় তো কঠিন হ'ত স্বকার্য্য উদ্ধার।
এই বাহু, কোদণ্ড টঙ্কার

করে যদি অহোরহ বাণ বরিষণ,
কতক্ষণ র'বে দৃপ্ত অসুর উৎপাত ?
ভাই, ভাই, বন্ধু, বন্ধু,
এই দেখ—হয়েছি আহত কত ;
আর যদি আসিতে অধিক
বিলম্ব করিতে তুমি,
হয়তো এ আসন্ন বিপদে
স্বর্গধাম, ইন্দ্রনাম হইত বিলোপ।

দশরথ। আসিবার পথে
যাহা কিছু পেয়েছি জঞ্জাল,
বিঘ্নকারী যে যেখানে ছিল—বিতাড়িত,
বিদূরিত করিয়াছি স্মরণ অতীতে।

ইন্দ্র। তাইতো হয়েছে বক্ষঃ দশহাত ভাই,
তাইতো পেয়েছি লক্ষ্য কর্ত্তব্য সাধনে।
এই ইন্দ্র, দশরথে মিলিত হইয়া
অভীষ্ট কাড়িয়া নিতে, স্থাপিতে শৃঙ্খলা,
ললাটে বিজয় চিহ্ন, শিরে কীর্ত্তিকলা
অংশ কি একাই নেবে শুধু সুরপতি ?
ভাই, ভাই, তোমার তো কোন দোষ নাই,
সর্ব্বত্র রেখেছ শান্তি অখণ্ড প্রতাপে
ভারতে বাঁধিয়া লক্ষ্মী স্বরাষ্ট্র শাসনে
আমি কিন্তু পারি নাই
তোমার সাহায্য বিনা অসুরে দমিতে।
স্বর্গে, মর্ত্ত্যে সমভাবে
তুমিই রেখেছ একা অক্ষত গৌরব,
অযোধ্যার অধিপতি রাজা দশরথ ;
আমি কিন্তু নাম মাত্র বহিয়া এসেছি।
চল যাই উভে রণাঙ্গনে,
স্থাপিয়ে সোদর কীর্ত্তি বিনাশি অসুরে;
দেখাই জগতে

সুরপতি হ'তে শ্রেষ্ঠ অযোধ্যাধিপতি।
এই দশরথ নাম কেন তব জান?
দশদিকে অবারিত গতি,
তাই তব দশরথ নাম।

(ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ)

ব্রহ্মণ্যদেব। সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যা'র স্থল
এই যুগসন্ধিক্ষণ, এ হেন সময়ে
শম, দম, তপঃ ল'য়ে
থাকে যদি সতত ব্রাহ্মণ,
নাহি হয় স্বকার্য্য সাধন।
তাই বিশ্বামিত্রে ব্রহ্মশক্তি দিয়া
ক্ষাত্রতেজে উদ্দীপিত করি,
উদ্বেলিত করি বিশ্ব,
ব্রাহ্মে, ক্ষাত্রে এক ক্ষেত্রে করি সমাবেশ,
সত্ত্ব, রজে দিয়ে হানা
গড়িয়া তুলিব তমো গুণের প্রভাব।
তারপর রজঃতমে দিয়া আলিঙ্গন,
শাশ্বতের স্থান, পীঠ করিয়া সৃজন,
প্রতিষ্ঠা করিতে হবে ব্রহ্মণ্য গৌরব।
বর্ণাশ্রম বাঁধ—ভেসে যদি যায়,
জাতির উত্থান আশা হইবে নিরোধ;
রাম হস্তে হবে তাই শূদ্রকের বধ।
এখন প্রথম কায—নিরীহ বশিষ্ঠ
ব্রাহ্মণের পূর্ণ অবতার,
প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তারে আসরে নামায়ে
বিশ্বামিত্র দীপ্তি গ'ড়ে তুলিতে হইবে।
সমগ্র দেবতাগণ প্রার্থিত হইয়া
স্বর্গভ্রংশে অপ্সরাকে পাঠাতে হয়েছে,

মন্থরার বেশে কূটমন্ত্রণার তরে
কৈকয়ীর দাসীরূপে অযোধ্যানগরে
অনলে ইন্ধন সম জাগায়ে রাখিতে।
এ আহবে দশরথ হইয়া আহত
কৈকয়ী সেবায় হ'লে সন্তুষ্ট পরম,
চাহিয়া লইবে দুটী বর,
উদ্দেশ্যের পথে যাহা হবে দুটী পায়া।
আরও এক কার্য্য—এখনো রয়েছে বাকি,
কুম্ভমুনি পুত্ররূপে লভিব জনম
পুত্র লাভ সনে হবে অন্ধ দুনয়ন;
সেই পুত্রে বধ না করিলে,
না পাইবে অভিশাপ রাজা দশরথ।
যাই, সেথা গিয়া হই অধিষ্ঠিত।

[প্রস্থান]

(সনৃত্যগীত অপ্সরার প্রবেশ)

(গীত)

অপ্সরা। চলেছি হাসিয়া   লইতে বরিয়া
পৃথিবীর মাঝে লভিতে জনম।
মর্ত্ত্যভূমির   অধর চুম্বিয়া
মানবীর বেশ করিয়া ধারণ॥
মরতে পশিয়া এই হাসিরাশি
ছড়াবে অনলশিখা দিশিদিশি
আধারের গুণে বিকাশ মীলন
কখনো সজাগ—কভু অচেতন।
এক হাতে মধু   পরে হলাহল
পরশেই হয় জীবন মরণ॥

তৃতীয় দৃশ্য । বনভূমি ।

অন্ধমুনি ও তৎপত্নী ।

মুনি । প্রিয়ে, প্রবাদ অন্ধের কিবা রাত কিবা দিন ;
সত্য এই কথা, ধ্রুব সত্য এই কথা ।
বাস্তব জগত কিছু না পাই দেখিতে,
ইহজন্ম কিম্বা জন্মান্তর না পারি বুঝিতে,
বেশ আছি, বেশ আছি, গৃহ কিম্বা বন,
উপলব্ধি নাহি হয় কিছু ; গেছে পুত্র
অন্ন আহরণে, কতক্ষণ গেছে, কত
দূরে গেছে, কখন আসিবে ।
আমি মুনি, অন্ধমুনি,
বাহ্যদৃষ্টি পাইয়াছে লোপ, কি
অন্তর্দৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে জাগ্রত ।

পত্নী । তুমি চুপ কর, তুমি চুপ কর ।

মুনি । আমি অন্ধ, আমি অন্ধ, কেন অন্ধ জ্ঞান ?

পত্নী । তুমি চুপ কর, তুমি চুপ কর ।

মুনি । চুপে চুপে সব যেগো চুপ থেকে যায়,
অন্ধকার, অন্ধকার, সব অন্ধকার ।
ব্রাহ্মণ তনয় আমি, ব্রাহ্মণত্বে দিয়ে
হানা, জেনে শুনে জলন্ত অঙ্গারে
করিয়াছি হস্তক্ষেপ ব্রহ্ম অভিশাপে ।
ওহো, মুনি বেশ করেছি ধারণ,
তবে কি গার্হস্থ্যধর্ম্মে হ'য়ে অপারগ ?

পত্নী । তুমি চুপ কর, তুমি চুপ কর ।

মুনি । এই তো ক্ষুধার জ্বালা এখনো রয়েছে,
পাঠায়েছি সুকুমার কুমারে আমার
ফল মূল অন্বেষণে দুরন্ত গহনে ।

পত্নী। তোমার তো কোন দোষ নাই ;
তোমারি সেবার তরে বিশ্বামিত্র বরে
পেয়েছি যে কুমারে আমার।

মুনি। চক্ষুরত্ন হারাইয়ে ?

পত্নী। রত্ন বিনিময়ে পেয়েছি যে রত্ন স্বামী !

মুনি। সাধ্বী তুমি,
করেছ সাধ্বীর কায আত্মাহুতি দিয়ে,
স্বামীরে সর্ব্বস্ব জেনে ভিখারী হ'য়েও।

পত্নী। কে ভিখারী, আমি ? স্বামী যার
রয়েছে সকাশে, পুত্র যার ভারক্ষম—

মুনি। হ্যাঁ, স্বামী বটে, যোগ্য স্বামী বটে,
অন্ধ স্বামী, যোগ্য স্বামী বটে !

কিশোর বালক, বয়সে অপরিণত,
শ্বাপদ সঙ্কুল দুর্দ্দান্ত অরণ্য মাঝে
গেছে সে বহিতে ভার দুর্ভর হ'লেও।
কিন্তু কই, কই সে নন্দন, এখনো তো
ফিরে নাহি এল, ফিরিবার হ'য়েছে সময়,
এখনো তো ফিরে নাহি এল। এখনো তো
কাছে এসে, না ডাকিল বাবা ব'লে মোরে।
সে যে মোর অন্ধের নয়ন,
সে যে মোর অন্তরের অমৃত শলাকা,
তার সে পরশ—সে যে মৃত সঞ্জীবনী ;
সে যদি আর না আসে এখনি

(ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ)

ব্রহ্মণ্যদেব। কেন, এখনি কি তাকে প্রয়োজন ?

মুনি। কে তুমি, কে তুমি,
তারি মত শুনি কণ্ঠস্বর।

ব্রহ্মণ্যদেব। (স্বগতঃ) ভয়ঙ্কর বাঁধিয়াছে রণ,
এ নহে অযোধ্যা মাঝে শুধু,
সমগ্র পৃথিবীব্যাপি মহা আয়োজন ;
আমাকেও হ'তে হবে কঠোর এমন—

মুনি। কই, কই, এখনও দিলে না উত্তর ?

ব্রহ্মণ্যদেব। (স্বগতঃ) ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ,
কর্ম্মফল তোমার ভীষণ,
যদ্যপি কুমারে তব না লই সরায়ে
ভূভার হরণ কার্য্য হয় না সাধন।

মুনি। কে তুমি নির্ম্মম,
বার বার কাতর নয়নে
চাহিতেছি উত্তর তোমার,
তথাপি নীরব কেন ?
তবে কি ঘটেছে কোন অমঙ্গল তার ?

ব্রহ্মণ্যদেব। আনিয়াছি ফলমূল করহ আহার,
গেছে সে অনেক দূর,
যদি বা ফিরিতে হয় বিলম্ব তাহার।

মুনি। করিব আহার,
ফল মূল করিব আহার!
না করিয়া মস্তক চুম্বন,
না করি গ্রহণ ক্রোড়ে,
কেমনে আহার্য্য তুলি মুখে ?
ননীর কুমার, রৌদ্রতাপে শুকায়ে গিয়াছে,
কণ্টকে চরণক্ষত, ক্লান্ত মুখ খানি,
কণ্ঠস্বরে পিতা আমি বুঝিতে তা' পারি।

ব্রহ্মণ্যদেব। নিরীহ ব্রাহ্মণ, প্রতীকার অনিচ্ছুক,
নীরবে সকল সহ্য করে ;
তাই আজ বিশ্বামিত্র বিশ্বপ্রবর্ত্তক
তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব করিয়া অর্জ্জন।

সত্যযুগ সমতীত, ত্রেতার প্রভাব,
পূর্ণ ধর্ম্ম না করে বিরাজ,
এই যুগ ক্ষেপে এ মহা আহবে
আমাকেও অংশ রূপে হ'য়ে অবতার,
লোকচিত্ত আকর্ষণে জন্মাতে হইবে
ক্ষত্রবংশে চারি অংশে ধর্ম্মের রক্ষণে।
এ হেন সময়ে পুত্রবধে
উত্তেজিত না করিলে তোমা
প্রজাসৃষ্টি রাজধর্ম্ম অক্ষত থাকে না,
নাহি পায় অভিশাপ রাজা দশরথ।
(প্রকাশ্যে) বাবা,—

মুনি। এসেছিস্, এসেছিস্ সর্ব্বস্ব আমার ?
আয়, আয়, ক্রোড়ে আয়।
(ব্রহ্মণ্যদেব ক্রোড়ে উপবেশন করিলে, হস্তাবমর্ষণে)
কতদূরে গিয়াছিলি ধন ?
সর্ব্বাঙ্গ যে ধূলি ধূসরিত,
আহা, এ স্থান যে হইয়াছে ক্ষত,
বিঁধেছে কণ্টক বুঝি, বিঁধেছে কণ্টক বুঝি ?

ব্রহ্মণ্যদেব। এ দৃশ্য তো অতি তুচ্ছ.
ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ড ল'য়ে খেলিতে হইলে
কত যে নৃশংস হ'তে হয়।
বশিষ্ঠের শতপুত্রে করেছি নিধন,
বিশ্বামিত্রে ব্রাহ্মণত্ব করেছি অর্পণ,
হয়েছে কি—দণ্ডক অরণ্যে
ধূমপায়ী তপস্বী শূদ্রক
বিশ্বামিত্র হ'তে হবে বলীয়ান,
লোকোত্তর রাম—তারে যদি
অমৃতত্ব না করে প্রদান,
খড়্গস্পর্শে পুনর্জ্জন্মে না করে উদ্ধার,
প্রজারক্ষা সৃষ্টি মূল হয় না পালন।

ঐ আসে রাজা দশরথ,
যাই পলাইয়ে— [প্রস্থান]

(মৃত পুত্র ক্রোড়ে সসুমন্ত্র রাজা দশরথের প্রবেশ)

দশরথ। আমি রাজা দশরথ,
কে বলিবে আমি রাজা দশরথ ?
অত্যাচারী, প্রজাহত্যাকারী,
তপোবন উত্তেজক, বিঘ্ন উৎপাদক।
চিত্তবৃত্তি প্রশমিতে মৃগয়া করিতে
আসিলাম বনে, না হ'ল সন্ধান কিছু ;
হানিলাম শব্দ ভেদি বাণ,
মৃগ্যরূপে বধিলাম ব্রাহ্মণ সন্তানে।
ঐ কি ব্রাহ্মণ, ঐ কি সে ব্রাহ্মণ বসিয়া ?
কেমনে সকাশে যাই—
কেমনে বা দিই পরিচয় ?
সুমন্ত্র ! সুমন্ত্র !

সুমন্ত্র। দিন্, দিন্, বালককে আমার কোলে দিন, আমার কোলে দিন্।

দশরথ। তা হয় না সুমন্ত্র, তা হয় না।

সুমন্ত্র। দিন্—অনেক রাস্তা আসছেন, দিন্—আমার কাছে দিন্।

দশরথ। সুমন্ত্র ! আকাশ তো না ভেঙ্গে পড়িবে ?
পৃথিবী না হবে দ্বিখণ্ডিত ?
দাগা দিয়ে ব্রাহ্মণের মনে
বায়ু সনে মিশে তো যাব না ?
শরাঘাতে পুত্রে তাঁর করেছি নিধন,
এই বার্ত্তা করিলে শ্রবণ,
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে
আসিবে না গ্রাসিতে তো রাজা দশরথে।

সুমন্ত্র। দিন্‌, দিন্‌, এইবার আমার কাছে দিন্‌, এসে তো পৌঁছেছেন, দিন্‌।

দশরথ। (মুনি সমীপে গমন করিয়া) ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ !

মুনি। কে তুমি ?

দশরথ। আমি রাজা দশরথ।

মুনি। তুমি রাজা দশরথ ?
রাজা আসিয়াছে ভিখারী সকাশে ?
ঈশ্বরের অংশে জানি রাজার জনম,
পাদ্য, অর্ঘ্য, অর্পিব আসন
এমন সঙ্গতি তো কিছুই দেখি না।

দশরথ। তার তরে এত কি ভাবনা ?
পাদ্য হবে তপ্ত অশ্রু,
মৃতপুত্রে অর্ঘ্যরূপে করেছি গ্রহণ,
আসন হইতে বাঁকি
মৃত্যু পথ যাত্রী এই পিতৃ-মাতৃ-শব।

মুনি। কি বলিছ—কিছুই বুঝিতে নারি,
তুমি রাজা দশরথ ?

দশরথ। হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, আমি দশরথ ;
করিয়াছি বধ—

মুনি। কি বলিছ, তুমি রাজা দশরথ !
রাজ দরশন সৌভাগ্য অর্জ্জন,
করিব যে—সে শক্তি আমার নাই।
গৃহিনী, গৃহিনী,
রাজা আজ দুয়ারে অতিথি।

দশরথ। ওঃ, তুমি অন্ধ ! বজ্র, বজ্র,

মুনি। বজ্রী সনে সৌহার্দ্দ্য তোমার,
বজ্র কি করিবে তব অযোধ্যাধিপতি ?

দশরথ। করিয়াছি পুত্র হত্যা—

মুনি। কার পুত্র ?

দশরথ। অন্ধের সম্বল—নিরীহ, নিরপরাধ—

মুনি। অ্যাঁ, কি বলিলে, তবে কি আমার পুত্র নাই ?
তবে যে বসিল ক্রোড়ে এই মাত্র আসি,

দশরথ। পুত্র নাই, আর পুত্র নাই ?
একমাত্র সন্তানের জনক জননী,
অনন্য সম্বল, বৃদ্ধ, নিঃসহায়,
ওঃ, কি করেছি ! বল, বল ব্রাহ্মণ !
শরাসনে করি শর আরোপণ
লুপ্ত করি দশরথ নাম,
ইক্ষ্বাকুবংশের গ্লানি, পাপী, নরাধম।

মুনি। আত্মঘাত কি হবে হইয়া,
পুত্র কি আসিবে ফিরে আর।
নরাধম ! তুইও যেমন
পুত্রে মোর করিলি নিধন,
সেই মত পুত্রশেল বক্ষে ধরি
"হা রাম হা রাম" বলি তব মৃত্যু—

দশরথ। ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ !
অভিশাপ দিওনা এমন ;
আগে শোন নিধন কারণ,
হানি শব্দভেদি বাণ
বধেছি সন্তানে তব অজ্ঞাতে, সহসা,
করেছি বালক বধ যাহা অমার্জ্জনীয়।

মুনি। ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণী, পুত্র আর নাই,
রাজা দশরথ প্রজার পালক,
পুত্রে মোর করেছে নিধন
দ্বিতীয় জীবন যাহা অন্তিম আশ্রয়।
গৃহিনী, গৃহিনী,

(ব্রাহ্মণীর দেহে পতিত হইবামাত্র উভয়ে ধরাশায়ী হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে ফল, মূল গুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল)

দশরথ। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!
আর কার কাছে মার্জ্জনা চাহিব,
মার্জ্জনা রহিত স্থানে করেছে প্রয়াণ।
সুমন্ত্র! সুমন্ত্র!
ফিরে যেতে হ'ল সেইই অভিশাপ ল'য়ে।
শীতলতা ব্রাহ্মণের গুণ,
পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাহিলেও
হয়তো পেলেও পেতে পেতাম করুণা;
কিন্তু হ'ল না—হ'ল না তাহা,
ব্রহ্ম অভিশাপ অদৃষ্ট লিখন;
কে করিবে খণ্ডন তাহার।

(পুত্র ক্রোড়ে বসিয়া পড়িলেন)

ওহো, মৃতপুত্র আমারি ক্রোড়েতে,
আত্মপর কোথা ভেদ হেথা?
সুমন্ত্র, সুমন্ত্র, দেখ্ চেয়ে,
কি রত্ন বধিছি—দেখ্ চেয়ে,
ফুটন্ত কমলও বুঝি হয় না এমন!
মুখকান্তি হয় নাই ম্লান, একটুও
হয় নাই ম্লান, রোগে ভুগে মরেনি তো?

সুমন্ত্র। দিন্, দিন্, ওটাকে আমার কাছে দিন্।

দশরথ। না—না, থাক্, সঙ্গে থাক্ মোর;
দাহ হ'লে নষ্ট হ'য়ে যাবে,
চিহ্ন না রহিবে, থাক্—থাক্।

সুমন্ত্র। রাজন্! কর্ত্তব্য এখন শিয়রে দাঁড়ায়ে;
পুরুষের হেন অধীরতা,
হেন আকুলতা সাজে না কখনো।
সামান্ত মানব

সেও করে আত্মার দমন,
চিত্তবৃত্তি নিয়ে যায় অন্য পথে টেনে।

দশরথ। হেথা সামান্য বা অসামান্য নাই ;
অন্তরের ঘন কালো দাগ মুছিবারও নয়,
মিলাইবারও নয় হে সুমন্ত্র ! ইচ্ছা হয়,
একই চিতাপরে করিয়া শয়ন,
বালকের স্মৃতি সনে লুপ্ত করি নাম।

সুমন্ত্র। কিন্তু এতে স্মৃতি তো যাবে না,
দেহ যাবে, স্মৃতি তো যাবে না ;
স্মৃতি ল'য়ে পুনঃ আসিতে হইবে।

দশরথ। জানি তা সুমন্ত্র, কিন্তু সেথা
মায়া নাহি থাকে, পাপ ভোগ হয়
দেহ সাথে সাথে, তাই ক্রোড়ে করি
করিতেছি কথঞ্চিৎ লাঘব এ শোক !
আর কি করিব,
সারি সারি চিতা সজ্জা কর আয়োজন,
পিতা, মাতা, পুত্রে সেথা করায়ে শয়ন
করি এ ব্রাহ্মণ বংশ বিলোপ সাধন !
এ নহে ব্রাহ্মণবংশ লোপ,
রঘুবংশ উচ্ছেদের প্রথম অঙ্কুর।

সুমন্ত্র। মহারাজ, বৃথা এ আতঙ্ক তব।

দশরথ। নহে বৃথা হে সুমন্ত্র !
পাপী মন সর্ব্বদাই থাকে সশঙ্কিত—
ব্রহ্মশাপ এতই ভীষণ ! নারায়ন !
একি তবে স্বহস্তেই স্ববংশ নিধন ?

সুমন্ত্র। স্ববংশ নিধন নয়, স্ববংশ স্থাপন ;
ব্রাহ্মণের বাক্য কভু নিষ্ফল না হয়।

তা'হলে বুঝিতে হবে এই ব্রহ্মশাপে
নিশ্চয় হইবে পুত্র ইক্ষ্বাকুবংশের।

দশরথ। সুমন্ত্র! সুমন্ত্র!

সুমন্ত্র। রাজন্! নহে ইহা দুঃসম্বাদ,
অভিশাপই ভাগ্যবলে আজি আশীর্ব্বাদ,
উচ্ছেদের পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠা ইহাই।

চতুর্থদৃশ্য। রাজকক্ষ।

কৈকয়ী।

কৈকয়ী। রাজশব্দ অতীব কঠোর;
বাহ্য হ'তে দেখে লোক রাজা কত সুখী।
কিন্তু তারা করে না বিচার,
পৃথিবীর ভার শিরে ল'য়ে
কত চিন্তা রাখে তাঁরে ঘিরে।
কিন্তু রাণী নাম আরও সুকঠিন;
কোন কায নিজ হাতে করিতে যাইলে
শত দাস দাসী এসে ছুটে বাধা দেয়
প্রতিপদে আকুল আগ্রহে।
তবে আমি কি ল'য়ে থাকিব? সাজ সজ্জা?
কত আর সাজাইব কৃত্রিমের ভারে?
এযে আরও ভারবোধ হ'তেছে আমার।
উপকরণীয় যাহা প্রয়োজন হ'লে
খুঁজে নাহি নিতে হয়,
এনে দেয় সবে হাতের উপরে সব।

গেছে রাজা মৃগয়া করিতে,
রাজ্য সুশৃঙ্খল, প্রজাগণ সুখী,
সর্ব্বত্র শান্তির ধারা সদা প্রবাহিত ;
হাতে কায নাই, চিত্ত প্রসাধনে তাই
গেছে রাজা মৃগয়া করিতে।
সত্যই তো—আসিবার সময় অতীত,
পুরনারীগণ শঙ্খ ধ্বনি করি
এখনও না জানাল' রাজ আগমন,
এখনও না বাজিল সিংহদ্বারোপরি
অন্তঃপুর প্রবেশের মঙ্গল সূচনা,
সুমধুর নহবৎ চিত্ত আহ্লাদক।
কে আছিস ?

(মন্থরার প্রবেশ)

শীঘ্র যা, বাহিরে সংবাদ দে,
রাজা কেন এখনো না এল।

মন্থরা। রাজা, রাজা,
রাজা যদি না পার রাখিতে,
এই রূপ বৃথাই তোমার।

কৈকয়ী। তুই থাম্, যা। (মন্থরার প্রস্থান)
আজ্ঞা মাত্র ছুটে আসে এই বৃদ্ধা নারী,
চেনেনি নিজেরে কভু
চিনেছে সে শুধুই আমারে।
কিসে আমি সুখী হই,
কিসে হয় মঙ্গল আমার,
নিয়তই সেই ধ্যানে পড়ে আছে দ্বারে।
ওই বাজে নহবৎধ্বনি,
রাজা বুঝি আসিয়া পৌঁছিল।

(মন্থরার পুনঃ প্রবেশ)

মন্থরা। হ্যাঁ, ঐ এল,
কিন্তু এই চাঁদ মুখে না ক'রে আদর
করে যদি কৌশল্যার আঁচল গ্রহণ,
জানিব তখন মন্থরার এত আয়োজন
ব্যর্থ হ'ল—পণ্ড হ'ল সব।

কৈকয়ী। তুই যা।

(মন্থরার প্রস্থান)

তাড়া খেতে খেতে কেটে গেল
বৃদ্ধার জীবন, অপমান
গায়েও পাতে না ; পিত্রালয় দাসী
একছত্র অধিকার তাহারই কেবল,
পাছে বা সেবার অংশ অন্যে কেড়ে লয়।

(রাজা দশরথের প্রবেশ)

দশরথ। রাণি, রাণি,
মৃগ্য এনে তোমারেই দেখাই প্রথম,
কিন্তু আজিকার দুঃসম্বাদ—

কৈকয়ী। পাওনি শীকার,
এ আবার দুঃসম্বাদ কি ?

দশরথ। পাইনি শীকার, পাইনি শীকার ?
ব্যর্থ চিত্তে ফিরে আসে রাজা দশরথ
এ কভু সম্ভব ? রাণি! রাণি!
আজিকার এ শীকার—দেখা তো দূরের
কথা, শুনিলেও সহিতে পারিবে ?

কৈকয়ী। কৈকয়ী কি সঙ্গিনী তোমার,
আনন্দের অংশ নিতে শুধু ?
মৃগ্য কই, মৃগ্য কোথা রাজা ?

দশরথ। মৃগ্যারূপে আনিয়াছি চিতা ভস্ম করে,
জান কি এ চিতা ভস্ম কার ?
শব্দভেদি বাণে বিদ্ধ ব্রাহ্মণ শিশুর।

কৈকয়ী। রাজা! রাজা!

দশরথ। ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না রাণি!
আমি দস্যু, আমি নরঘাতী ;
তোমার মুখের বাণী হয়তো আমারে
দিতে পারে সান্ত্বনা আশ্বাস,
তোমার কোমল স্পর্শ রাখিবারে পারে
আসন্ন বিপদে ধৈর্য্য নিষ্কম্প, সুদৃঢ়!
কিন্তু যেই ব্রহ্মশাপ উন্মাদ বেষ্টনে
চক্ষুর উপরে দেয় বিভীষিকা ঢেলে,
ভবিষ্যের চিত্র আঁকে শূন্য নিরাধার—

কৈকয়ী। কোন ভয় নেই রাজা!
ব্রাহ্মণের ক্রোধ নহে অন্তরভেদক,
চল যাই পদস্পর্শে লভিতে করুণা।

দশরথ। কোথা আর যাবে রাণি!
তাদেরও বধেছি আমি ;
একমাত্র সন্তানের জনক জননী,
অন্ধ সেই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী—
পুত্রের নিধন বার্ত্তা শুনে
প্রাণত্যাগ করিল দুজনে।
ফল মূল পড়ে আছে উভয় পার্শ্বেতে
সে দৃশ্য দেখিতে যদি তুমিও প্রেয়সি!
তুমিও হইয়া যেতে সে দীর্ঘ নিঃশ্বাসে
কৃষ্ণবর্ণা, দগ্ধদেহা, বীভৎসদর্শিনী।

কৈকয়ী। হও নাই ম্লান রাজা, দীর্ঘ নিঃশ্বাসেতে
হয়েছ যা কিছু উষ্ণ উত্তেজনা হেতু।

দশরথ। প্রিয়ে, সত্য এই অনুমান ;

ঝড় ব'য়ে গেলে তরঙ্গ যেমন জাগে,
ধুনারীর তন্তু স্পর্শে তুলা যথা ফোলে,
সেইমত উদ্বেলিত যেন অভ্যন্তর
ঘূর্ণিপাকে সৃষ্টি করি নিবিড় বিষাদ।

কৈকয়ী। তুমি শান্ত হও, কর চিন্তা পরিহার,
চিন্তা হ'তে ঘটে ব্যাধি অতি সুকঠিন।

দশরথ। প্রিয়ে! আমি তো ছাড়িতে চাই,
কিন্তু চিন্তা মোরে ছাড়ে কই?
সে যে মোরে শতরূপে বাঁধিয়া রেখেছে
কঠোর বাগুরাপাশে আবদ্ধ করিয়া।
আরও এক দুশ্চিন্তা ভীষণ
মর্ম্মচ্ছেদি যা অতি দুঃসহ;
কালি প্রাতঃকালে যবে যাব সভাগৃহে
দৃষ্টি মাত্র প্রজাগণ বলিবে ধিক্কারে,
নরঘাতী, শিশুনাশী দস্যু দশরথ।
ওহো, সামান্য যে বনবাসী
রাজা হ'তে সেও কত সুখী।
কৈকয়ি! কৈকয়ি!

কৈকয়ী। স্বামী!

দশরথ। দাম্পত্য বন্ধনই এই সব চেয়ে বড়;
এই স্বামী নাম রাজার আহ্বান হ'তে
কত সুধা, কত প্রীতি ঢেলে দেয় প্রাণে।

কৈকয়ী। তুমি এস, বস এ পালঙ্কে;
দাসী আজি করিবে শুশ্রূষা
স্বামীরূপে পেয়ে আমারি রাজারে।

দশরথ। স্ত্রৈণ ব'লে অপযশ লয়েছি যে শিরে
সে শুধু তোমারি যত্নের ফল প্রিয়ে!
সকলেই কয়,
কৈকয়ীর প্রতি অনুরাগী দশরথ;

কিন্তু এই অনুরাগ—কেন হয়,
কোথা হ'তে আসে, করে না সন্ধান তাঁরা।
আত্ম ভুলে প্রাণদান,
এমন সর্ব্বস্ব ঢেলে স্নেহ অভিযান,
মনে পড়ে সেই ফুল শয্যা রাত,
চোখে চোখে প্রীতির ফোয়ারা,
অঙ্গের সৌরভে দিক্ আমোদিত করা,
বৃদ্ধ কি বালক—কিছুই না হয় বোধ।

কৈকয়ী। (হাসিয়া) এতও রাখিতে পার মনে? (বীজন)

দশরথ। তারপর যৌবনের উদ্দাম প্রবৃত্তি
ক্লান্ত দেহ, বিস্ফারিত ক্লিষ্ট আঁখিতট,
দুরু দুরু কম্পিত অধর, বিস্ময়ে নির্ব্বাক্,
আধবিজড়িত নিঃশ্বাস নিঃসরণ,
জীবিত কি মৃত ভ্রম হ'ত প্রতিক্ষণ।

কৈকয়ী। স্ত্রৈণ বলে রাজা দশরথ,
কিন্তু আমি সকলি তো জানি;
রাজকার্য্য ক'রে
পান নাই কভু অবসর।
(মস্তকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে)
একি, হইয়াছে শোণিত সঞ্চার,
মস্তিষ্ক উত্তপ্ত অতি,
গুরু আশঙ্কার স্থল;
কিন্তু নিবৃত্তই বা করি কেমনে?
পূর্ব্বস্মৃতি এখনি জাগিবে,
সেও আরও ভয়।

দশরথ। কৈকয়ী, কৈকয়ী,
কিন্তু আমি বুঝিতে না পারি
রাণী বলে ডাকিব, কি
ডাকিব কৈকয়ী ব'লে?

কৈকয়ী। কৈকয়ী ব'লেই আমি
করি স্বামী গর্ব্ব অনুভব।

দশরথ। জীবিত ঈশ্বরী,
ধরি ধরি করি চন্দ্রিকা করেতে
রেখে দিই পাশা পাশি পরস্পর দ্বয়ে
তোমার মুখের সনে করিতে তুলনা,
মনে হয়—
মুখখানি কাছে আনা পূর্ণ শশধর।
চূর্ণ সে কুন্তল, ললাট করিয়া স্পর্শ
বায়ুভরে দোলে পুনঃ নিরালম্ব হ'য়ে ;
কোনটী বা ঘর্ম্মেতে জড়িত হ'য়ে
কলঙ্কী যে শশধর সপ্রমাণ করে,
সৌন্দর্য্যের কোনরূপ বিঘ্ন না হ'লেও।

কৈকয়ী। সমাদর কর ব'লে
কেবলই দেখিয়া থাক সৌন্দর্য্য আমার ;
কিন্তু কি এমন আছে যে মুখেতে
সুখ্যাতি যে কর শত মুখে,
চেয়ে থাক অপলকে করুণার্দ্র হ'য়ে,
সে কেবল দাসী প্রতি অগাধ বিশ্বাস,
কৈকয়ীর সৌভাগ্যের শুভ পরিচয়।

দশরথ। প্রিয়ে, মনে পড়ে সেই শুশ্রূষার কথা,
দেবাসুর রণে যবে আহত হইয়ে
হয়েছিনু প্রতিশ্রুত দিতে দুটী বর,
এখনো তো না চাহিলে তাহা।
ভার হ'তে আরও ভার দিতেছ চাপায়ে,
হবে কি তা পরিশোধ কভু এ জীবনে ?

কৈকয়ী। পরিশোধ তরে এমনই কি অধীরতা,
থাক্ না চাপান' কিছু শিরে ;
শির তো অক্ষম নয়।

দশরথ। না, তা নয়।

কৈকয়ী। তা জানি ; রাজ্যভার শিরে ল'য়ে
রাজ্যশ্রীরে বিনা শ্রান্তি রাখিয়াছ ধ'রে,
তিন পত্নী সমভাবে করিয়া বরণ,
সমান আদরে দিয়া সমস্থান,
রেখেছ পুরুষ গর্ব্ব অক্ষত উজ্জ্বল।
ধন্য আমি পেয়ে তব চরণ অমৃত,
নারীত্ব সার্থক্ সদা স্বামীত্বাধিকারে।

দশরথ। কিন্তু প্রিয়ে, পুত্রাভাবে একদিক্
এখনো যে রয়েছে অপূর্ণ ;
পিতৃপুরুষেরা পিণ্ড লোপ ভয়ে
আমারই মুখের দিকে চেয়ে
রয়েছে যে উৎকণ্ঠিত কাতারে কাতারে,
সাশ্রুনেত্রে ভবিষ্যের অঙ্কুর উদ্‌গমে।

কৈকয়ী। পেয়েছ তো তাহারও অঙ্কুর
ব্রহ্ম শিশু বধে স্বামী !

দশরথ। রাণি, রাণি, তোমারও কি এই অভিমত ?

কৈকয়ী। অভিমত শুধু বা আমার কেন,
বিধাতারও এই অভিপ্রায়।

দশরথ। সুমন্ত্র ! সুমন্ত্র !

পঞ্চম দৃশ্য। রাজপথ।

নগরবাসীদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম। দেখ, এর একটা বিহিত কর্‌তে হচ্ছে, রাজা ব'লে যে এমন একটা হত্যাকাণ্ড ক'রে বেমালুম হজম করবে, তা হচ্ছে না।

২য়। হত্যাকাণ্ড ! কোথায় ?

১ম। তুমি বুঝি তাও জান না, সারা রাজ্যময় রাষ্ট্র হ'য়ে গেল যে, রাজা মৃগয়া কর্‌তে গিয়ে এক মুনিবালককে বধ করেছে, তায় আবার সেই মুনি ও মুনিপত্নী অন্ধ।

২য়। হাঁ, হাঁ, আমি দেখেছি, ফের্‌বার সময় রাজা একেবারে কালীমূর্ত্তি, দেহটাকে কে যেন দগ্ধ ক'রে দিয়েছে, দেখ্‌লে চেনা যায় না।

১ম। শুন্‌লুম, পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শোন্‌বামাত্রই অন্ধমুনি, মুনি-পত্নীর বিকট আর্ত্তনাদ, সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ ও মৃত্যু। রাজা ব'লে কি হাতে মাথা কেটে নিয়েছে? জনশক্তি প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে হচ্ছে, এই যথেচ্ছ ব্যবহারকে রোধ কর্‌তে না পার্‌লে কারুরই মঙ্গল নেই।

(তৃতীয়ের প্রবেশ)

৩য়। ওদিকে যে রাজভবনে বিরাট্ পুত্রেষ্টি ব্যাপারের আয়োজন চলেছে হে। বিশ্বামিত্র প্রযোজক হয়ে কোথা থেকে ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক উলঙ্গকে ধ'রে এনে ঋত্বিক্ ক'রে আসনে বসিয়েছে, বশিষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে টেক্কাটেক্কিতে পুত্রলাভ নিশ্চয় হবে ব্যবস্থা ক'রে এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান; রাশি রাশি ঘি পুড়্‌ছে, হোমের গন্ধে পুরুষের পর্য্যন্ত গর্ভধারণের ইচ্ছা হচ্ছে, বন্ধ্যা নারীর তো হবারই কথা। চারিদিকে বিশ্বামিত্রের জয়, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে ঐ পুত্র হবে শব্দটা সকলের পেছনে পেছনে এমন ভাবে ধাওয়া কর্‌ছে—

১ম। ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ভাই! শেষকালে স্ত্রী পুরুষে বিয়োতে আরম্ভ কর্‌লেই রাস্তায় চলা দায় হ'য়ে পড়্‌বে। খাব খাব ক'রে—

২য়। চারদিক্ হাঁত্‌ড়াতে থাক্‌বে; ঠিক।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। পুত্রাভাবে ম্রিয়মান রাজা দশরথ,

শুধু দশরথ কেন,
ইক্ষ্বাকুবংশের যত পূর্ব্ব পুরুষেরা
চেয়ে আছে সাশ্রুনেত্রে
লভিতে অঞ্জলিপূতঃ তৃপ্ত মন্ত্রবারি।
সদা হাস্য মুখরিত পুরবধূগণ,
আনন্দের প্রস্রবণ নন্দন বিহীনে,
সর্ব্ব সুখ সৌভাগ্য মণ্ডিত হ'য়েও
কি যেন অভাবে
চেয়ে আছে উন্মুখ আগ্রহে
অযোধ্যার রাজ্যশ্রীর দিকে করযোড়ে।
পুরবাসী সকলেই পুত্র হোক্ ব'লে
আত্মভুলে করে আশীর্ব্বাদ।
আমি পুরোহিত, আমার ও যে আকিঞ্চন
গ'ড়ে তুলি ভারক্ষম ললিত নায়ক,
দেশের ঈপ্সিত ধন—কাঙ্ক্ষিত সেনানী!
নারায়ন! চক্রপাণি!

৩য়। আপনি! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তবে যে শুন্‌লুম, বিশ্বামিত্র প্রয়োজক হয়ে পুত্রেষ্টি ব্যাপারের আয়োজন কর্‌ছেন।

১ম। না, আপনার যাওয়া হবে না, আমরা আপনাকে কোনমতেই যেতে দেব না। অত্যাচারের একটা বিহিত না ক'রে রাজপক্ষে—

বশিষ্ঠ। অত্যাচার? উত্তেজিত নাগরিকগণ!
অত্যাচার নামে এই অভিযোগ—

১ম। তবে কি মিথ্যা বল্‌তে চান্? অন্ধমুনি কুম্ভের পুত্রকে রাজা বধ করেন নি?

বশিষ্ঠ। বৎসগণ! উত্তেজনা কর পরিহার,
বৃথা ক্রোধ সাজে না কাহারও।
শব্দভেদি বাণে বিদ্ধ ব্রাহ্মণ তনয়,

ইচ্ছাকৃত নয়,
নহে অপরাধী রাজা দশরথ।
শব্দভেদি বাণের চালক
সেই সে অদৃশ্য কর্ম্মী বিশ্ব নিয়ামক।

২য়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতো বল্‌বেই লোক ; সেটাকে যদি চোখে দেখা যেত, তাহ'লে কেউ বল্‌তেই সাহস কর্‌তো না।

বশিষ্ঠ। অন্তরেতে অনুভব কর,
বিবেকে জাগিয়ে তোল, প্রাণ খুলে ডাক,
দেখ হরি এখনি আসিবে
পরিহরি প্রিয়বাস, প্রিয়ার সান্নিধ্য।

২য়। হরি, হরি।

বশিষ্ঠ। তুমিও ডাক ভাই, তুমিও ডাক ;
হিংসা, দ্বেষ ভুলে তুমিও তাঁহারে ডাক,
প্রাণ খুলে ডাক।

১ম। হরি, হরি।

বশিষ্ঠ। এইমত সবে যদি সমাহিত হ'য়ে
আত্মবলি দেয় সেই পরমাত্মা পদে,
ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ড হ'তে হইয়া জাগ্রত
অভীষ্ট অর্পিতে হবে ব্রত উদ্‌যাপিয়া।
এ আকুল প্রাণের আহ্বান
কতক্ষণ রাখিবে অচল ?
হে অচল, সমাধিস্থ রঘু নিকেতন !
হোমাচল শিখা হ'তে
বিষ্ণুমূর্ত্তি করি দরশন,
আসন্ন প্রসব তুমি জানিলাম স্থির।
ভাগ্যবান্ রাজা দশরথ,
ভাগ্যবান্ অযোধ্যার জন সমবায়,
ভাগ্যবান্ ঋষিকুল,
ভাগ্যবান্ এ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ।

(রাজ্যলক্ষ্মীর প্রবেশ)

রাজ্যলক্ষ্মী। আর আমি যে দুর্ভাগ্য ল'য়ে
ভবিষ্যের আশালোপ ভয়ে,
চেয়ে আছি আপনারি করুণা নির্ভরে।
কোন্ সূত্র ধ'রে—রশ্মি নিয়ে
রাখি এ জনতা শান্ত ?

বশিষ্ঠ। না মা, আশঙ্কার স্থল যাহা কিছু ছিল,
সূর্য্যোদয় পূর্ব্বে যথা অরুণ বিকাশ,
জ্যোৎস্না স্পর্শে উছলিত জলধি অন্তর,
সেইমত সত্ত্বাধিক্যে তমের বিনাশে
শুধু হাসি রাশি এসে লইবে বরিয়া
গড়িয়া তুলিবে ক্ষেত্র চিত্তের প্রসার।

৩য়। নে—নে, মুখের দিকে চেয়ে দেখছিস্ কি ? পায়ের কাছ থেকে এক খাম্চা কুড়িয়ে নে। ধূলো সব সোণা হ'য়ে গেল, কুড়িয়ে নে, কুড়িয়ে নে।

রাজ্যলক্ষ্মী। হে বশিষ্ঠ! ত্যাগ অবতার!
হেন ভাগ্য হবে কি আমার,
বিষ্ণু এসে প্রকৃতিরে বিবিধ ভূষণে
সাজাইবে মনোমত পাদ্য, অর্ঘ্য দানে।

বশিষ্ঠ। মাগো! দেখিলাম তাহাই নয়নে,
পূজা নিয়ে নিয়ে—পূজিতে প্রকৃতি সজ্ঘ
বৈকুণ্ঠের অধিপতি বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া,
প্রাণে প্রাণ বাঁধিয়া সবারে,
সবার হৃদয় হ'তে প্রীতি নেবে কেড়ে
লোকোত্তর চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণে।

রাজ্যলক্ষ্মী। জানি হে ব্রাহ্মণ!
আপনার আশীর্ব্বাদ পূত পদধূলি
করিবারে পারে সব অসাধ্য সাধন;

ত্রিভুবনে বশিষ্ঠের তেজস্বী প্রভাব—
কত জন্ম রেখেছে যে ধ'রে
অযোধ্যার রাজবংশে সমুচ্চ শিখরে,
তার কি ইয়ত্তা আছে ?—
তার কি সীমার কভু পরিসীমা হয় ?

বশিষ্ঠ। মা, পাত্রোৎকর্ষ গুণের বিকাশ,
আধারের গুণে আধেয় উন্নত;
সূর্য্যবংশ চিরকাল তেজস্বী প্রধান;
ক্ষমাশীল, ধৈর্য্যবান্,
রাজগর্ব্বে বলীয়ান্,
তাই বশিষ্ঠের মান—এ হেন মর্য্যাদা,
তাই রাজ্যলক্ষ্মী বাঁধা
সতত প্রজার হিতে প্রজাগত প্রাণা।
বুঝিয়াছি মাতা! প্রাণের অভাব,
বৃদ্ধ রাজা—কতকাল আর
রাজ্য রক্ষা, গুরুভার করিবে বহন!
তাই উচাটন মন;
তাই চঞ্চল চরণ, চঞ্চলা হয়েও
আছ—অচঞ্চলা হ'য়ে চিরকাল।

রাজ্যলক্ষ্মী। বশিষ্ঠের সরলতা
রেখেছে যে বেঁধে মোরে কঠিন শৃঙ্খলে;
ভেদ, দণ্ডে ভয় নাহি পাই, ভয় পাই
যত এই সামের প্রয়োগে—
বাধাহীন সকৃত্রিম আড়ম্বর ভারে;
রাজা করে প্রজার পালন,
প্রজা গড়ে রাজার ঐশ্বর্য্য;
রাজা, প্রজা উভয়ের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে
তুমিই যে কর্ম্মময় সাক্ষাৎ বিধাতা।
যতক্ষণ শুভ চিন্তা তব,
ততক্ষণ অচঞ্চলা আমি।

সকলে। জয়, অযোধ্যার রাজ্যলক্ষ্মীর জয়।

রাজ্যলক্ষ্মী। পুত্রগণ! বৎসগণ।
মনে রেখো—আসিতেছে নারায়ন,
জনমত সর্ব্বস্ব মানিয়া
প্রজাতন্ত্র করিতে গঠন।
এ সময়ে প্রয়োজন,
পরস্পরে দিয়া আলিঙ্গন
রাখ গ'ড়ে মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র যাহা।
ধর্ম্ম সেথা হবে ত্যাগ,
কর্ম্ম সেথা একতা বন্ধন,
লক্ষ্য সেথা আত্মত্যাগ, জীবের উন্নতি।
আমাদের শাস্ত্রে বলে আত্মা নাহি মরে,
একই আত্মা ভিন্ন দেহ ধরে।
আশ্চর্য্য দেখিয়া থাকে কেহ,
আশ্চর্য্য বলিয়া থাকে অপরে বা কভু,
আশ্চর্য্য শুনিয়া থাকে কেহ বা বিহ্বলে,
কিন্তু শুনে কেহ নাহি বোঝে!

সকলে। বলুন, বলুন, আমাদের কি কর্‌তে হবে?

রাজ্যলক্ষ্মী। নশ্বর জগতে মন দিয়ে মন নিতে হবে;
আপনার প্রতিবিম্ব আপনি দেখিবে,
হৃদিস্থিত হৃষিকেশে হিরণ্ময় জ্যোতিঃ।

১ম। সত্যই যে অপূর্ব্ব আলোক,
অন্তরেতে অপার আনন্দ।

৩য়। সত্যই যে অপগত ঝটিকা-কুয়াসা।

২য়। সত্যই যে সমাগত হরি।

বশিষ্ঠ। হরি! হরি!

ষষ্ঠ দৃশ্য। কৈলাস।

মহাদেব। করিল উদ্বেল ;
অযোধ্যায় সমস্বরে করে আবাহন,
আমারি অপরমূর্ত্তি বিষ্ণুরে স্মরিয়া
যুগের গঠনকার্য্যে নেতৃত্ব করিতে।
সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার কারণ
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপে
একই কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন বিভক্ত করিয়া
লয়েছিনু ত্রিলোকের ভার। কিন্তু যেই
মন বিচরণ ভূমি, মথিত করিয়া
তাহা, হরি নিল ক্ষমতা আমার
নিবদ্ধ থাকিয়া শুধু পৃথ্বির সহায়ে।
শঙ্কর, সংহারী রূপে এক অবয়বে
ত্যাগে ভোগে থাকিয়া নিশ্চিন্ত,
জীব জগতের মাঝে হইয়া মগন
জীবে শাস্তি করি বিতরণ।
এ হেন সময়ে এই আকর্ষণ,
এই অবতারবাদ—ক্রম বিপর্য্যয়
না জানি কি ঘটাবে প্রলয়।
বাসুকীর উচ্চশির নত হ'য়ে যাবে,
ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িবে,
ভূমিকম্পে অন্তরীক্ষ কাঁপিয়া উঠিবে।
আমারে থাকিতে হবে এত সাবধান,
যাতে না জ্বলিয়া ওঠে ত্রিভুবন খানি।

(ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ)

ব্রহ্মণ্যদেব। সর্ব্ব অন্তর্যামী,
সর্ব্বান্তঃকরণে করি নিভৃতে বিহার,
ল'য়ে সার—জন্মান্তর করি পরিহার,

গর্ব্বক্রোধ শূন্য হ'য়ে মৃত্যু করি জয়,
কৃত্তিবাস—অনিবাস হ'য়ে
শিব ও অশিব দ্বয়ে রাখিয়াছ ধ'রে।
আমি যে চলেছি তব ইঙ্গিত পালিতে,
সাধিতে আপন কর্ম্ম কর্ম্মক্ষেত্র পরে;
সংসারের মোহে আত্মা না করি বিক্রয়,
স্বার্থ আশে যেন আর না পড়িয়া ভ্রমে
লিপ্ত থাকি কামিনী, কাঞ্চনে ;
সূত্রধর! সূত্র ধ'রে রেখো তুমি টেনে।

[পদতলে নত হওন]

মহাদেব। (বাহুপাশে আবেষ্টন করিয়া)
নিজের উপায় তুমি না করিয়া নিজে
চলেছ কি বিশ্বে শুধু প্রজানুরঞ্জনে ?

ব্রহ্মণ্যদেব। ধর এই যজ্ঞ উপবীত ;
যোগ্য করে করিয়া অর্পণ,
ক্ষত্রতেজে সজ্জিত হইয়া
ক্ষত্রবংশে লভিগে জনম।

মহাদেব। না আছে আচার যার, না আছে বিচার
যজ্ঞ উপবীত শোভে কি তাহার করে ?
যেই জন পূজা লয়,
জাতি, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে
বক্ষে তুলে লয় সবে দুহাত প্রসারি,
তার করে এই ভার সমর্পণ—
যেই জন ভুলে থাকে আপনি আপন।

ব্রহ্মণ্যদেব। ভোলানাথ ব'লে তাই থাক তুমি স্থির,
আজও ঘাত প্রতিঘাতে তমের প্রহারে।
যখনই হয়েছে তব চিত্তবিপর্য্যয়,
ঘটেছে প্রলয়—পূর্ব্বাভাষ নিধনের।

ক্ষণিকের সেই উত্তেজনা
প্রবৃত্তির কালস্রোতে মহাকালরূপে
ভ্রাম্যমান মায়াচক্রে
গ'ড়ে তুলে বিরাট বুভুক্ষা,
ব্যাত্তমুখে সৃষ্টি ধ্বংসে উদ্যত হইয়া
পৃথিবীর বক্ষে করে দম্ভ পদাঘাত।
পৃথিবী তা সহিতে পারে না,
তাই শক্তি দিয়ে শক্তি কর ক্রয়
এত তুমি চতুরতাময়।

মহাদেব। চতুরের চূড়ামণি!
তাই করি শক্তি চুরি
আপন প্রভুত্ব তুমি প্রতিষ্ঠিত কর।
বহুরূপে পড়িয়াছ ধরা,
তবুও ছাড়নি স্বীয় চতুরতা;
বরুণে যা করেছ ইঙ্গিত,
মনে কর আমি তাহা বুঝিতে পারিনি?

ব্রহ্মণ্যদেব। (চমকিত হইয়া, সভয়ে)
(স্বগতঃ) শিব! শিব!

মহাদেব। বুঝিয়াছি—ধরারে করিতে মুক্তি,
মুক্তি নিতে ত্বরা,
গোলোকের মায়া ছাড়িতে পারনা; ভাল।

ব্রহ্মণ্যদেব। ভুলে গেছে!
এরি জন্য দিগম্বর,
এরি জন্য না হয় তুলনা—
তোমার ঐশ্বর্য্য সনে ঐশ্বর্য্য কাহারো।

মহাদেব। ব্রহ্মসূত্র গলে—অস্থিমালা বিহ্বলে
ভূত, প্রেত, পিশাচের দলে
সানন্দে করিব যবে তাণ্ডব নর্ত্তন—

ব্রহ্মণ্যদেব। ভালই তো ; ঐরাবত হ'তে নামি
দেবরাজ—পদতলে রাখিয়া মুকুট,
পদধূলি লবে তুলি শিরে ;
এখন তো আমি আগে নিই।

(পদধূলি গ্রহণ)

মহাদেব। ওকি, কর কি, ছি !
বৈষ্ণবীয় যজ্ঞ উপবীতে
হবে যে মর্য্যাদা হানি।

ব্রহ্মণ্যদেব। বিকারে ও অবিকারে আনন্দ যেখানে,
হয়না সেখানে কভু মর্য্যাদার লোপ।

মহাদেব। তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে তা মানো ?
হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ !

ব্রহ্মণ্যদেব। একি হাসি !
এ হাসি কি পাপ বর্দ্ধিত করিতে,
কিম্বা ধুয়ে মুছে নিয়ে যেতে ?
(অনুভবান্তে)
এ হাসি কি এখানে নিবদ্ধ,
কতদূর গেছে, আমারি সুগম হবে পথ।

মহাদেব। পথ সৃষ্টি ক'রে নিয়ে
তবুও এতটা ভয়, এতটা আতঙ্ক !
হ্যাঁ, বিবেকী বটে,
বিচার যে রয়েছে জাগ্রত
অবশ্য মানিতে হবে।

ব্রহ্মণ্যদেব। পথ সৃষ্টি ক'রে নিয়ে
তবুও কি আছে পরিত্রাণ !
শক্তি হ'তে মহাশক্তি,
ভয় হ'তে অতিভয়,
তন্দ্রা হ'তে সুষুপ্তির ক্রোড়।

পাছে পাছে এই আকর্ষণ,
এই গ্রন্থি—মায়া আলিঙ্গন,
করে রোধ গন্তব্যের পথ ;
এরি জন্য সমাগত তোমারি দুয়ারে।

মহাদেব। একি হে দেবার ?
এ যে নিতে হয় করিয়া অর্জ্জন,
এ যে পেতে হয় সর্ব্বস্ব অর্পিয়া।

ব্রহ্মণ্যদেব। তাই সঙ্গলাভে এসেছি কৃতার্থ হ'তে
ল'য়ে যেতে কৃপাবিন্দু সাথে,
সংসারের পথে যাহা অপ্লাব্য তরণী।
তাই এই পুণ্যভূমি, এই পীঠস্থান
পূতস্পর্শে করি অঙ্গ আভরণ,
চলেছি ইঙ্গিত সাধ্য উদ্দিষ্টের বশে।
নাহি জানি জয় পরাজয়,
নাহি জানি কবে হবে কর্ম্ম অবসান,
চলিলাম আশীর্ব্বাদ ল'য়ে,
রেখো কিন্তু সূত্র দৃঢ় ধ'রে। (প্রস্থান)

মহাদেব। দিয়ে গেল ভার, জেনে শুনে
দায়িত্ববিহীন—দিয়ে গেল ভার।
জীবক্ষেত্রে করিয়া বিহার
অলক্ষ্যে হ'ল না কার্য্যোদ্ধার, যেতে হ'ল
মর্ত্ত্যধামে—মূর্ত্তি ধরে ধর্ম্মের স্থাপনে।
একবারও ভাবিল না মনে,
এক অঙ্গে পক্ষাঘাত হ'লে
কত যে সময় লাগে,
কত দিকে টাল দিতে হয় !
একে এই উন্মনা অসীম,
তদুপরি স্থিতির চাঞ্চল্য,
কত আর বহে শির, তাই ধূর্জ্জটীর
জটাপরে অনর্গল বহে স্রোতঃনীর।

ইক্ষাকু বংশেরই পূর্ব্ব পুরুষ
সগর রাজার পুত্র নাম ভগীরথ,
কম্বুকণ্ঠে বহাইল স্রোত
ধরাধামে মন্দাকিনী ভাগিরথী নামে।
সেই বংশে জন্ম লভি লোকোত্তর রাম
বজ্র হতে অতীব কঠোর,
কুসুম কোমল কভু প্রাণ,
কি যে সৃষ্টি—কি যে ভাবধারা
প্রবর্ত্তন করিবে জগতে,
জাতীয়তা ইতিহাসে
লিখিত থাকিবে তাহা প্রত্যগ্র শোণিতে।
এরি জন্ম যুগে যুগে জন্মে অবতার,
মানবের মধ্য দিয়া—নৈতিক গঠন। (প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য। যজ্ঞভূমির এক পার্শ্ব।

বশিষ্ঠ, বামদেব ও ঋষ্যশৃঙ্গ আসীন।

বামদেব। বশিষ্ঠের তপস্যা প্রভাবে
সমাগত ঋষ্যশৃঙ্গ মহান্ ঋত্বিক।
স্ত্রী পুরুষ করে না বিচার,
নাহি আছে ভেদাভেদ জ্ঞান,
মনে হয়—লোকালয় দেখেনি কখনো;
কিম্বা কভু স্বচ্ছ জলে গিয়া
দেখে নাই প্রতিবিম্ব নিজ।
তপোবনে বাস,
পশুসঙ্গে নিয়ত বিহার,

মানুষ দেখিলে বিহ্বলে চাহিয়া থাকে
এক দৃষ্টে সবই মুখে এক রূপ দেখে।
পরস্পরে নাহি করে প্রীতি বিনিময়,
থাকে আত্মলীন, সদা উদাসীন,
কর্ম্ম পেলে লিপ্ত থাকে কর্ম্মেরই সেবায়।
বাহ্যজ্ঞান থাকে না তখন,
অন্তর বাহির এক ক'রে
বুদ্ধি সনে প্রত্যক্ষের ঘটায়ে মিলন,
আহুতি অর্পণ করে জ্বলন্ত অনলে।
সর্ব্বভূকও পেয়ে সুসময়, মূর্ত্তি ধ'রে
প্রভুত্ব বিস্তার করে অভীষ্ট অর্পণে।
তাঁর সেই সাদর গ্রহণ,
ইষ্টসিদ্ধির প্রধান সোপান
প্রত্যক্ষ দেখায়ে দেয় ঔজ্জ্বল্য বিকাশি।
হোতা ও গৃহীতা
তেজস্বিত্বে কেবা সেথা বড়,
স্পর্দ্ধাবশে অলোকত্ব করায়ে জ্ঞাপন,
স্বর্ণময় করি দিক্ সমুদয়,
স্বর্ণময় করি উত্তপ্ত কিরণ,
আসন্ন অভীষ্ট সিদ্ধি করিছে সূচনা।

(দশরথ, কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকয়ীর প্রবেশ)

দশরথ। রাণি, রাণি, মিষ্ট গন্ধে সন্তৃত অঙ্গন;
মুহূর্ত্ত প্রবেশ মাত্র, মনে হ'ল—
এই সশরীরি যজ্ঞ আবাহন
আমারে করিবে খ্যাত পুত্রের জনক।
হে বশিষ্ঠ, কুলগুরু, ধর্ম্মের স্থাপক!
সস্ত্রীক প্রণতি করে দীন দশরথ।
এ সৌগন্ধে রাজ্য ভোগ ছার,
ইচ্ছা হয় পড়ে থাকি হেথা পদতলে।

কত জন্ম জন্মান্তর হ'তে
ইষ্টানুসন্ধানে রত ইক্ষ্বাকুবংশের,
কত ঋণ জালে আবদ্ধ করিয়া
রাখিয়াছ দাসত্বে বাঁধিয়া
অনুগতে, অবনতে, অচ্ছেদ্যশৃঙ্খলে।

বশিষ্ঠ। রাজন্! আজি শেষ দিন,
পূর্ণাহুতি আজি হোমানলে;
ত্যজি মনোরম স্থান বৈষ্ণবীয় ধাম
লোকোত্তর রাম লভিবে জনম
সূর্য্যবংশ করিতে উজ্জ্বল।
যে মহা তপস্বী তব বংশ প্রতিষ্ঠানে
স্বীয় ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রকৃতি বিরুদ্ধ
যাজকের পদে হ'য়ে অধিষ্ঠিত,
মন্ত্রশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া
দিবে পুত্র অপুত্রক রাজা দশরথে—

দশরথ। পুত্র দিলে শুধু চলিবে না,
পুত্র রক্ষা চাই, পুত্র রক্ষা চাই।
ব্রাহ্মণের অভিশাপ রয়েছে ভীষণ,
নিষ্কাসিত খড়্গ সম মস্তক উপরে।
ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! মৃত আত্মা তব
অভিশাপ করুক্ হরণ,
দেখিতে না হয় যেন পুত্রের মরণ।

বশিষ্ঠ। সত্যসন্ধ হে রাজন্!
ব্রাহ্মণের অভিশাপ হবে আশীর্ব্বাদ,
সত্যে যদি রাখ ক'রে পণ।

দশরথ। রাখিব, রাখিব গুরু! রাখিব সত্যেরে।

বশিষ্ঠ। মনে আছে, কৈকয়ীর পাশে
প্রতিশ্রুত দিতে দুটী বর?

দশরথ। কৈকয়ী, কৈকয়ী, চাহ তব বর ;
বল,—অদেয় কি আছে মোর ?

কৈকয়ী। প্রার্থনীয় এমনতো দেখি না।

দশরথ। কৌশল্যা !

কৌশল্যা। পুত্রের জননী হ'তে
কাঙ্ক্ষনীয় কি আছে নারীর ?

দশরথ। সুমিত্রা !

সুমিত্রা। জ্যেষ্ঠ ভগ্নীসম সপত্নী দ্বয়েরে
আজীবন আত্ম ভুলে করিব শুশ্রূষা,
সুমিত্রার এই গর্ব্ব থাক্ চিরকাল।

দশরথ। কৈকয়ী, কৈকয়ী,
কত ঋণে আবদ্ধ করিছ !
করহ স্বীকার,
হ'লে প্রয়োজন চাহিবে তখন ?
চেয়ে দেখ—কি সংসার !
ত্রিবেণীর সংমিশ্রণ !

বশিষ্ঠ। রাজমাতাগণ ! মনে রেখো—
যজ্ঞভূমে এই উচ্চারণ,
ভবিষ্যের সংসার গঠন।
কিন্তু মা কৌশল্যা !
অন্তিম বয়সে সত্য পুত্রই আশ্রয়,
সেই পুত্র হ'তে আরও বড় সত্য—

কৌশল্যা। কি, স্বামী রক্ষা ?

বশিষ্ঠ। উভয়তঃ, ইহ পারত্রিক।

ঋষ্যশৃঙ্গ। পুত্রেষ্টিযাচ্যমানায় রাজ্ঞে দশরথায় চ।
দেহ্যেহি সর্ব্বভুক্ পুত্রং সৃষ্ট্বাত্মানং স্বমায়য়া ॥
ওঁ অগ্নয়ে সৃষ্টিকৃতে স্বাহা !

(দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হইয়া)

দিব্যপুরুষ। রাঘববংশরক্ষার্থমুত্থিতং তেজসাং চরু।
বিষ্ণোরংশস্বরূপং হি তস্মৈ প্রীতো দদাম্যহং ॥

বশিষ্ঠ। লহ রাজা, স্বর্ণ পাত্র করে—

দশরথ। (গ্রহণান্তে) একি জ্যোতিঃ!
একি বিশ্বম্ভর শক্তি নিহিত ইহাতে,
এ যে মূর্ত্ত্য, এ যে জাগ্রত, নিয়ত।
কৌশল্যা, দেবী, অগ্রমহিষী আমার!
ধর তুমি ; একি! এ যে আরও।
কৈকয়ী, প্রিয়সঙ্গিনী আমার!
ধর এ দ্বিতীয় দান।

কৌশল্যা। তুমি ভগ্নী, সম সহোদরা,
তুমি কর অৰ্দ্ধেক গ্রহণ। (সুমিত্রাকে চরু দান)

কৈকয়ী। তুমি যে আমারও বোন্! সম আদরের। (চরু দান)

দশরথ। দশরথ! দশরথ! তুমি মর্ত্ত্যে!

বশিষ্ঠ। রাজা, রাজা, পূর্ব্ব স্মৃতি পড়িছে স্মরণে।

দশরথ। কশ্যপ! কশ্যপ!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য। স্বর্গ পথ।

যোগমায়ার প্রবেশ।

(গীত)

যোগমায়া। চমকে বিজলী শিহরে পরাণ
তথাপি, তথাপি হও আগুয়ান।
যদিও না পাও লক্ষ্য খুঁজিয়া
কিবা পথ অভিযান !!
এখনি ঝরিবে বারি
ধারা রূপে দিয়া সারি,
বায়ু মেঘে কাড়াকাড়ি
কি যেন কি করে সন্ধান।
ওযে প্রকৃতির হাসি প্রকৃতির লীলা
প্রকৃতির মধুদান !!
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সদা বিনিময়,
স্বর্গ মর্ত্ত্য কভু, মর্ত্ত্য স্বর্গ হয় ;
স্বর্গ শূন্য করি চলিয়াছে দেবগণ
বানরের রূপ ধরি পৌলস্ত্য নিধনে
নররূপী নারায়নে সাহায্য করিতে।
ভূভারহরণে হয়—কতদিক্
করিতে বন্ধন, কত মহা আয়োজন,
হাতে ভার যার—জানে সেই তাহা।
আমিও চলেছি আজি মিথিলা নগরে
জনক নন্দিনী হ'তে জনকের গৃহে।
একাধারে রাজা, ঋষি, চির সত্ত্বময়,

নির্ব্বিকার, অগ্নিহোত্র, তথাপি সংসারী ;
তাঁর কন্যা হব আমি
লাঙ্গল ফলক হ'তে জনমি ভূমিতে।

(সন্ত্রস্ত বরুণের প্রবেশ)

ওকি, কে, কে তুমি ?
সঙ্গোপনে কোথা ছুটে যাও ?

বরুণ। হরধনুঃ চুরি করি হরির আদেশে,
তাঁহারি কৃপায় তাহা
যোগ বলে করিয়া প্রেরিত, চলিয়াছি
মিথিলায় পণরূপে করিতে রক্ষিত।

যোগমায়া। হরণেই হরি নাম
কত রূপে কর প্রকটিত ; কভু
ভীম বিশ্বম্ভর, কভু লঘু বায়ুহর।
কভু জগতের আদি, কভু বা অনাদি,
কভু সর্ব্বভূমীশ্বর, কভু বা অনাথ।
বরুণ, বরুণ, জান কি ও ধনুঃ কার ?
ওযে সংহারীর, খাণ্ডবদহন অন্তে
বিশ্রামের তরে
শক্র বধে অবস্থিত সাফল্য ঔদ্যমে।

বরুণ। জানি দেবী, সেই ধনুঃ পরে ক্রুদ্ধ হ'য়ে
হর যদি করে পুনঃ জ্যা-আরোপণ,
ধনুঃও যদ্যপি সেই জ্যা-আকর্ষণে
কর্ক্‌ড় হুঙ্কার ছাড়ে পৃথিবীর পরে,
পৃথিবী যে পরিত্রাহি পরিত্রাহি স্বরে
দ্বিতীয় খাণ্ডবে হবে পরিণত।

যোগমায়া। তাই যোগ বলে করি চুরি,
যোগ বলে করিয়া প্রেষিত.
ধনুর্ভঙ্গ পণে লভ্য এই যোগমায়া।
কি সাধ্য তোমার,

তুমি কর সেই ধনুঃ করে উত্তোলন ?
স্পর্শে যার বীরগণ
চৈতন্য হারায়ে ফেলে তড়িৎ সম্পর্কে।
ধনুর্ভঙ্গ সনে নহে শুধু সীতা লাভ,
সঙ্গে সঙ্গে রাবণের হৃদয় বিদীর্ণ।
নহে সে রাবণ শুধু লঙ্কা অধিপতি,
বিশ্বের দুর্দ্দান্ত বীর—ভীম উপদ্রব।
সেতুবন্ধে কি দেখাবে বীরত্ব বৈভব,
সীতা ত্যাগে যে বীরত্ব ফুটিয়া উঠিবে।

বরুণ। (স্বগত) হইয়াছে কার্য্যোদ্ধার;
চলেছে যে আত্মারে চিনিয়া
এই আশাতীত ফল,
ভূমি স্পর্শে এই জ্ঞান তিরোহিত হবে;
রবে শুধু চিত্তের দৃঢ়তা,
সহিবারে রুদ্ধশ্বাসে
সর্ব্বথা অসহনীয় যা নারী জীবনে।

যোগমায়া। কি বরুণ! নীরব রইলে যে ?

বরুণ। দেখ্‌ছি—লীলাখানাটা, এই আছে—এই নেই—ভাবটা পৃথিবীতে গিয়ে যদি দৃঢ়তা অবলম্বন ক'রে থাকে, ত্রিসীমায় কারুর আসা তো দূরের কথা, চাকায় চ'ড়ে যেতে হবে।

যোগমায়া। তোমার কথা আমি তো বুঝ্‌তে পারলুম না।

বরুণ। বোঝা যাবে জন্ম নিলে।

যোগমায়া। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সব তো বিলীন হ'য়ে যায়।

বরুণ। আবার বিকাশ হ'য়ে পড়ে, যখন যেটা যার সান্নিধ্যে আসে।

যোগমায়া। তাহ'লে আত্মার অলোক অবস্থিতিই জীবন ?

বরুণ। হ্যাঁ, দেহধারণ শুধু অনুসন্ধান, বিচারবুদ্ধির পরিপোষক।

দেহ অন্তে যেটা পাওয়া যায়, সেইটাই সৎ, সেইটাই শাশ্বত, সেইটাই স্থায়ী। জড়জগৎ হইতে জীবজগৎ শ্রেষ্ঠ, জীবজগতের সার মানুষ, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশই অমরত্ব। এই লোকশিক্ষা দেবার জন্যই তিনি জন্মে জন্মে অবতাররূপে মানুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকেন; মানুষই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান; তার স্বচ্ছ হৃদয়ই তাঁর আসন, তাদের বিকশিত সুপ্রবৃত্তিই—উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপাদান, ইহাই স্বর্গের নামান্তর।

যোগমায়া। তাহ'লে মানুষ ইচ্ছা করলেই মর্ত্ত্যকে স্বর্গ করতে পারে!

বরুণ। পারে না? মানুষ কি না পারে, মানুষের অসাধ্য কি আছে মানুষই পাষাণের মধ্যে চৈতন্য সঞ্চার করে; জীবন দিয়ে নয়—জীবন নিয়ে, বিসর্জ্জনে নয়—প্রতিষ্ঠায়।

যোগমায়া। রিপুচয়ে স্ববশে এনে?

বরুণ। হে প্রণম্যা, একি!

যোগমায়া। এ কেন'র উত্তর আজ দেবার নয়, এ শুধু ভাববার—অনুভব করবার। (স্বগতঃ) না জানি লীলাময়—কি লীলাই করছেন, কি লীলাই বা করবেন।

যোগমায়া। কি বরুণ, উদাসীন রইলে যে?

বরুণ। মনে পড়লো—অযোধ্যার কথা, লীলাময় চারি অংশে অবতীর্ণ হ'য়ে শশিকলার মত দিন দিন বর্দ্ধিতাবয়বে দুজনে দুজনের সঙ্গে সমান বন্ধুত্বে দ্বিভাগে বিভক্ত হ'য়ে ভবিষ্যের কি যে যুগতন্ত্র নির্ম্মাণ করছেন।

যোগমায়া। যুগতন্ত্র নির্ম্মাণের কোনরূপ সংবাদ না পেলেও শিশুর হাসিতে, যুবক—যুবতীর অবাধ মিলনে, বৃদ্ধের চিন্তাহীন দিন অতিপাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, অযোধ্যার আকাশে বাতাসে এমন একটা নূতন জাগরণের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে,—

বরুণ। হ্যাঁ,—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের এই পরস্পর আলিঙ্গন, পরস্পর প্রাণপ্রতিষ্ঠা, এর ভেতর এমন একটা অন্তর্নিহিত নিগূঢ় উদ্দেশ্য আভ্যন্তরীণ জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রকে গ'ড়ে তুলছে, সূর্য্যালোক স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সমস্ত জগৎ আলোকিত হ'য়ে ওঠে, সেইরকম বীজবপনমাত্রই সহসা সব উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে।

যোগমায়া। যে চিত্তবৃত্তির সঞ্চিত সমবেত আকর্ষণে সেই অনাদিকেও জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে, তিনিও কি জনতাকে না বুঝিয়ে, না চিনিয়ে গড্ডলিকা প্রবাহেই চলে যাবেন ?

বরুণ। মা! তুমিও কি তর্কে—

যোগমায়া। চল বরুণ! দীর্ঘ পথ আলোচনায় অনেক অবকাশ দেবে।

[উভয়ের প্রস্থান

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। তপস্যায় পথ চলা দায়, তপস্যার
জ্বালায় অস্থির; ঋষি সে গৌতম,
বসেছে সে বিষ্ণু-আরাধনে,
তারও তরে দিতে হ'ল অলোক সামান্যা
সৃজিয়া সুন্দরী কন্যা চিত্ত-বিমোহিনী।
সেরূপ দেখিয়া—কার না জন্মায় লোভ,
সে কি তপোবন যোগ্য? ঋষি ভোগ্য?
ঋষি হাতে পালিত হবার?
লাবণ্য মথিত সেই সৌন্দর্য্যের সার,
ফল, মূল করিবে আহার?
পেয় হবে পঙ্কিল সলিল?
ছিন্নবস্ত্র খণ্ড কণ্টকে সংলগ্ন হবে,
চরণ যুগল ধূলি ধূসরিত হ'বে,
তৈলাভাবে রুক্ষ কেশ দীনতা জানাবে;

তথাপি, তথাপি আমি হতেছি বিস্মিত,
মাধবীর লতাজালে আবৃত শরীরে
সঙ্গোপনে নানাভাবে ইঙ্গিত জানাই,
বারেকও না পাই তবু করুণার কণা—
ক্ষণ দৃষ্টিপাত, ক্ষীণ আশার প্রদীপ।
তপস্বীরা গুণ জানে,
পরোক্ষেতে, প্রলোভনে কিছুতে হ'ল না,
হ'ল মাত্র যাতায়াত সার ;
মনে হয়—ঐশ্বর্য্যেতে অর্পিয়া ধিক্কার
কিছুকাল করি বাস তপস্বীর বেশে।
তথাপিও ছাড়িব না আশ,
যেমন করিয়া হোক্ নিতে হবে বশে।
(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। রাজসভা

দশরথ ও সুমন্ত্র।

দশরথ। সুমন্ত্র! অশ্বিনীকুমার সম
রূপবান্ কুমার দ্বয়েরে
এরি মধ্যে ভালবাসে সর্ব্ব জনপদ।
সর্ব্ববিদ্যা আয়ত্ত করিয়া
সর্ব্বগুণে বিভূষিত হ'য়ে
শস্ত্রে শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কৃতী, পারদর্শী
সুললিত ভাব, সুমধুর ব্যবহার
শোভা পায় কুলোচিত সকল মর্য্যাদা।
বার্দ্ধক্যের পুত্র মোর—অসময় ফল
হয়তো হবে না পুষ্ট সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর,
হয়তো তাহার কীর্ত্তি আসমুদ্র ব্যাপি
আমারে দিবে না প্রীতি সার্থক পিতার,

হয়তো যোগ্যতারূপ অধিকার লভি
না গড়িবে আদর্শ জগত।
অসময়ে, বড় অসময়ে, সুমন্ত্র!
এসেছে সে বড় অসময়ে।

(রাম, লক্ষ্মণ সহ বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। রাজন্! জ্ঞান ও গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র সমান
এ হেন সন্তানে করি সর্ব্ববিদ্যাদান,
বশিষ্ঠের গুরু নাম সার্থক সতত।
পাত্রোৎকর্ষে কৃতিত্বের সাফল্য পরশ
পরশ মণিরই মত সর্ব্বতো উজ্জ্বল।
পরিণত ক্ষত্রগুণ,
তেজোগর্ব্বী, ক্ষমাশীল, সতত সাহসী,
ধৈর্য্যোৎসাহী, সুনিপুণ, ঈশ্বর বিশ্বাসী।

দশরথ। উপযুক্ত গুরুকরে শিষ্যের মর্য্যাদা;
বয়সে কিশোর—রাম ও লক্ষ্মণ
বশিষ্ঠেরও প্রীতি করিবে অর্জ্জন,
শ্রুতি যেথা একমাত্র গুণের পরীক্ষা।

বশিষ্ঠ। এ হেন মেধাবী,
শ্রুতিমাত্র শ্রুতি যার তীক্ষ্ণ প্রতিভায়
বিস্তারে অপূর্ব্ব শোভা নব নবোন্মেষে;
অদ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হেন শাস্ত্রালাপে
বশিষ্ঠের আসেনি গোচরে।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। মহারাজ, সমাগত বিশ্বামিত্র দ্বারে।

দশরথ। বিশ্বামিত্র? সসম্ভ্রমে নিয়ে এস তাঁরে।
গুরুদেব, অগ্রেসরি অভ্যাগতে

যথাযোগ্য কর সম্বর্দ্ধনা,
এ বিষয়ে মূক দশরথ।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। স্বাবলম্বী হে ঋষিপ্রবর!
পদার্পণে রাজা, রাজ্য উভয়ই সার্থক।

বিশ্বামিত্র। মহারাজ? আমি প্রজা, প্রান্ত অধিবাসী,
নিরন্তর থাকি তপে রত;
কিন্তু এক অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের কারণ,
যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণ তরে
প্রার্থী হ'য়ে আসিয়াছি সদনে তোমার।

দশরথ। কি আছে অদেয় মোর,
ঋষি শ্রেষ্ঠে বিশ্বামিত্রে সন্তুষ্ট করিতে?
রাজ্য, প্রাণ, যাহা চান—

বিশ্বামিত্র। ভিক্ষা দাও রামচন্দ্র—

দশরথ। রাক্ষসীয় উপদ্রব করিতে দমন,
রামচন্দ্র অতি শিশু হবে না সক্ষম।

বিশ্বামিত্র। সরুধির অস্থিখণ্ড—
মাংসসহ যজ্ঞস্থলে পড়িবে নিয়ত,
অপহৃত হবে নিত্য উপকরণাদি—

দশরথ। ঋষি, ঋষি, শান্ত হও; বল—
আমি যাই, কিম্বা লক্ষ সেনা সাথে দিই।

বিশ্বামিত্র। মহারাজ!

দশরথ। বৃদ্ধের সম্বল, ঋষি! বৃদ্ধের সম্বল।

বিশ্বামিত্র। কোন কথা শুনিতে চাহি না, দেবে কি না?

দশরথ। না—না, (হস্তদ্বয়ে নিবারণ করিয়া)

বিশ্বামিত্র। দেবে কি না?

দশরথ। শরচালনায়—
এখনো তেমন হয় নি অভ্যস্ত !

বিশ্বামিত্র। মহারাজ !—

দশরথ। হে গুরু বশিষ্ঠ !
বলুন, বলুন, বুঝিয়ে বলুন।

বশিষ্ঠ। বোঝাতে হবে না ঋষিবরে,
বুঝাইতে হইবে তোমায় রাজা ;
অযোগ্যজনের প্রতি ভার সমর্পণ
কভু নাহি করে ঋষিজন।
বহুদিন দেখিয়াছ,
বহুরূপে পেয়েছ প্রমাণ,
তবু যদি নাহি কর প্রণিধান—

দশরথ। ঋষি, ঋষি, বালক, বালক !

বশিষ্ঠ। মহারাজ, ক্ষান্ত হও বৃথা অনুনয়ে,
তেজস্বিতা বয়সের অপেক্ষা করে না।

দশরথ। কতদিন হবে, ঋষি ! কত দিন হবে ?

বশিষ্ঠ। কোন ভয় নাই মহারাজ।

দশরথ। ভয় নাই ?—গুরুদেব ! ভয় নাই ?

বশিষ্ঠ। কোন ভয় নাই।

দশরথ। বৎস !

রাম। (প্রণামান্তে) পিতঃ !

দশরথ। (একদৃষ্টে মুখ প্রতি অবলোকন)

রাম। বুঝেছি সকল।

দশরথ। কি নির্ভীক নিস্পন্দ উত্তর।

রাম। আশীর্ব্বাদ কর পিতঃ। গুরুদেব !
চল ঋষিবর।　　　(অগ্রসর)

দশরথ। তাকি হয়, না লইয়ে মাতৃ-অনুমতি—
স্নমন্ত্র। স্নমন্ত্র! (স্নমন্ত্রের প্রস্থানোদ্যম)

বিশ্বামিত্র। বিলম্বের অবসর নাই।

দশরথ। অস্ত্র আন, শীঘ্র অস্ত্র আন। (স্নমন্ত্রের দ্রুত প্রস্থানোদ্যম)

লক্ষ্মণ। লয়ে এস ধনুঃ, সতূণীর বাণ,
আমিও যাইব রাম সাথে। (স্নমন্ত্রের প্রস্থান)

দশরথ। তা কি হয়, তুই অতি ছোট, তুই থাক্।

লক্ষ্মণ। কিছুতেই শুনিব না ;
সমুদ্রের উচ্ছ্বাস যেমন,
সূর্য্য সনে অরুণ সারথি,
সেই মত রাম সনে লক্ষ্মণের গতি।

বিশ্বামিত্র। দাও রাজা দাও অনুমতি—
(দশরথ বশিষ্ঠের মুখপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন)

দশরথ। রঘুকুল দেবতামণ্ডলী,
পাইয়াছি রঘুবংহ বীর,
বিশ্বভার উদ্বহনে হউক দীক্ষিত।
স্নমন্ত্র! স্নমন্ত্র!
(স্নমন্ত্রের আগমন ও উভয়কে তূণীর পরিধাপন)

রাম। স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী অযোধ্যা!
রামভদ্র পূতস্পর্শে করিছে প্রণাম!

বিশ্বামিত্র। রাজন্! আশীর্ব্বাদমস্তু।
(বিশ্বামিত্রের প্রস্থান, রাম ও লক্ষ্মণের অনুগমন)

দশরথ। স্নমন্ত্র! চলে গেছে,
রাম ও লক্ষ্মণ চলে গেছে চক্ষু অগোচরে,
ব্রাহ্মণের অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে
স্বপ্নে ও জাগ্রতে মোরে জানাইয়া দেয়
এখন হইতে প্রতিদণ্ডে রামের অভাব।

রাজ্যলক্ষ্মী আছে তার দিকে চেয়ে,
তার সেই মিত ভাষা, গজেন্দ্র গমন,
ভাবব্যক্তি অঙ্গ সঞ্চালন,
বিনা স্পর্শে কেড়ে নেয় প্রীতি।

সুমন্ত্র। ন'হ উহা বলাৎকার, উহা আশীর্ব্বাদ ;
বিশ্বামিত্র তেজস্বী তাপস,
আহ্বত সর্ব্বাস্ত্র বিদ্যা করিবে প্রদান
অকপটে মন্ত্রসাধ্য যা কিছু নিজস্ব।
বিদ্যাদান হ'তে ইহা উচ্চে অবস্থিত ;
বিদ্যা হয় দানে বৃদ্ধি,
শস্ত্র বিদ্যা কিন্তু তার ঠিক বিপরীত,—
যদি পারে করিতে আয়ত্ত,
যদি থাকে অপ্রমত্ত।

বশিষ্ঠ। সত্য কথা বলেছ সুমন্ত্র !
এই হেতু বিশ্বামিত্র রাজর্ষি প্রধান ;
তেজস্বিতা, সরলতা,
ক্ষত্রদেহে ব্রাহ্মণের গুণ,
যজ্ঞ বিঘ্ন দূর ছলে যজ্ঞ পূর্ণ করি
ক্ষত্রধর্ম্ম উদ্‌যাপন করিল আপন।
তা না হ'লে যার হাতে অনন্ত ক্ষমতা,
ইচ্ছা যে করিলে পারে আয়ত্ত সকল,
প্রার্থী হ'য়ে এসেছে সে তোমার দুয়ারে
তুচ্ছ শক্তি রাক্ষসেরে করিতে দমন ?

দশরথ। তবে কি এ আগমন রাজ অর্ঘ্য দিতে ?
গুরুদেব ! গুরুদেব !

তৃতীয় দৃশ্য। বনপ্রান্ত।

মারীচ ও সুবাহু।

(গীত)

উভয়ে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!
হাস্‌বো আর কত!
মানুষ হ'য়ে মারবে রাম
আছে রাক্ষস যত !!
সে যে নেহাৎ কচি ছেলে!
আস্‌ছে বনে ঋষির সনে,
গোটা কয়েক আন্‌ছে গুণে,
হাল্কা সোলা ফঙ্গ বেনে
ভোঁতা বাণ কত কেলে!
একটা যদি হাই তুলে দিই
দুটোই ফেলে গিলে !!
মোরা লাগিয়ে দেব ত্রাস
এদিক্ ওদিক্ করবো যখন
হব প্রকাশ—থাক্‌বো গোপন
ভ্যাবা চ্যাকায় মেলিয়ে নয়ন
খুঁজ্‌বি চারি পাশ
আঁৎকে উঠে দাঁড়িয়ে থেকেই
বন্ধ হবে শ্বাস !!
মোরা লাগিয়ে দেব ত্রাস !!

মারীচ। ওরে, শুন্‌ছিস্?

সুবাহু। কি?

মারীচ। দলে দলে বদ্যিগুলো এসে তত ক্ষতি করতে পারে নি, বড় ক্ষতি করছে—এই ঋষির দল।

সুবাহু। ক্ষতি করে নি?

মারীচ। ওরে, ওষুধ যা তা ফেলে গিয়ে বিষগুলোই নিয়ে যাচ্ছে।

সুবাহু। ভূঁয়ের যা তা নিঃশেষ ক'রে নিয়ে গেল, রাখ্‌ছে আর কি ?

মারীচ। আহা, যাক্—যাক্, সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না, যাক্। ঘাঁটুতে ঘাঁটুতে যদি চিন্‌তে পারে। আমাদেরই ভয় হ'য়ে যাচ্ছে, যে রকম দিন দিন নামগুলোও বদ্‌লে যাচ্ছে, শেষে বিশল্যকরণী ব'লে না তেকাঁটাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরি। শুধু কি গাছের, স্থানের পর্য্যন্ত। উত্তরে যেতে যেতে না দক্ষিণে গিয়ে পড়ি।

সুবাহু। তা ঋষিগুলো কি এমন ক্ষতি করেছে ?

মারীচ। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সব আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌ছে, ফল—পাকড়—

সুবাহু। এই ধোঁয়াইতো আমাদের আহার যোগাচ্ছে। সব ছেড়ে এখানেই বা এইছি কেন ?

মারীচ। তোরও যে সাত্ত্বিক ভাব এসে গেল রে, ভ্যালা মোর ভাইরে! তাহ'লে আর আজ থেকে উৎপাত, উপদ্রব কর্‌ছিস্‌নে ?

সুবাহু। সেটা আর ছাড়্‌তে পারি কই, সেটা যে স্বভাব।

মারীচ। ওরে—

সুবাহু। কি রে, কি ?

মারীচ। ওপাশের আকাশটা বোধ হয় খানিকটা চ'সে পড়্‌লো।

সুবাহু। শব্দ শুনেই বল্‌ছিস্ ?

মারীচ। দেখছিস্ নে, সব লাল হয়ে উঠ্‌লো।

(সানুচর তৃতীয় রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষস। ওরে পালা—পালা। এ নয় রঙের খেলা, যত সব রক্ত পান করেছিল, এ তারই উদ্গার। পালা,—পালা।

(অনুচরগণের প্রস্থান)

মারীচ। কিসের উদ্গার ?—কার উদ্গার ?

রাক্ষস। তাড়কার।

মারীচ। তাড়কার!

রাক্ষস। যে যেখানে ছিল—সব ছুটে পালিয়েছে, পালা—পালা।

সুবাহু। এ নয় তাড়কার বধ ভায়া, এ রাক্ষসবংশ নিধনের পালা। এ রক্তের ঢেউ বাইরের নয়, ভেতরকার। শুধু তুমি আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, যারা রক্ত খেয়ে রক্ত হজম করে। এ রক্তিমা নয়, আগুনের হলকা,—রাক্ষসের নগ্নমূর্ত্তি।

পট পরিবর্ত্তন। অপর বন।

(লক্ষ্য সন্ধানোদ্যত রামের প্রবেশ)

রাম। শক্তি সাধ্য সকলি যে নয়,
বুঝিতেছি বিশ্বামিত্র শিষ্যত্ব অর্জ্জনে;
দৃশ্য যাহা শক্তি সাধ্য,
অতিবল বিদ্যা অধিকারে
নববলে বলীয়ান্ দাশরথি রাম।
অন্তরে অনন্ত তৃপ্তি, অগাধ আনন্দ,
বক্ষঃ স্ফীত অলৌকিক বীরত্ব আস্বাদে।
বিশ্বামিত্র অনুগ্রহ এ ভাবে এমন
আমারে লইয়া যাবে কৃতিত্ব শিখরে,
এ যে পাদস্পর্শ মোর ভাগ্য নিয়ন্তার!
রাক্ষসীয় উপদ্রব নিবৃত্ত হয়েছে,
এখনো রয়েছে দুটী—মারীচ, সুবাহু।
একসঙ্গে দুটী তীর করিয়া যোজনা,
করি রোধ দুজনের স্বেচ্ছাচার গতি।

[বাণ নিক্ষেপ]

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। দাদা, বাণাহত হইয়া রাক্ষস এক
পড়িল রক্তাক্ত দেহে রক্ত বমি সনে,
আর্ত্তনাদে দেহত্যাগে ধরণী চুম্বনে।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্র। অন্যটীও সহস্র যোজন দূরে,
নিক্ষিপ্ত সমুদ্রগর্ভে ত্রাহি ত্রাহি স্বরে।

রাম। গুরুদেব! সে শক্তি আমার নয়,
তব দত্ত দৈবশক্তিই কারণ সেখানে।

বিশ্বামিত্র। বৎস, উদ্‌যাপিত যজ্ঞ মোর;
ফল, মূল করিয়া আহার,
রাজোচিত শয়ন বিহারে
এ তাবৎ আপনারে করিয়া বঞ্চিত
আমার যজ্ঞীয় কার্য্যে সাহায্য প্রদানে
আমারে যে কত উচ্চ ঋষিত্ব আখ্যায়
স্থাপিলে প্রত্যক্ষে এসে পূর্ণ অবতারে।
যেইজন ধ্যানে কভু না হয় গোচর,
সেইজন শিক্ষণীয় বিশ্বামিত্র পাশে।
বিশ্বামিত্র সেইদিন সাফল্য লভিবে
যেইদিন জনকের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে
হরধনুঃ করে ধরি শর অরোপিয়া
সমগ্র রাজন্যবর্গ করিবে স্তম্ভিত।
হইয়াছে জনকের সে যজ্ঞ আরম্ভ,
চল—মোরা হই অগ্রসর।

রাম। গুরুদেব!

বিশ্বামিত্র। বিনা নিমন্ত্রণ করিবে গমন,
হতেছে সঙ্কোচ তাই?

লক্ষ্মণ। কি হেতু সঙ্কোচ গুরু,
বীরত্বের পরীক্ষা স্বরূপ
পণ্যরূপে লক্ষ্মী যেথা সদর্পে স্থাপিত।
কত শক্তি ধরে সে জনক,
কত শক্তি ধরে তার
নিমন্ত্রিত সমাগত রাজন্য সমূহ।

বিশ্বামিত্র। বৎস! বর্ষণের পূর্ব্বে গুরু গম্ভীর গর্জ্জন,
নহে সুশোভন।

লক্ষ্মণ। ইহাও তো নহে সুশোভন,
অপদার্থ ভেবে সবে সদর্প আহ্বান।

বিশ্বামিত্র! অতি শিশু, চাপল্য ঘোচেনি। (পৃষ্ঠে ঘন করাঘাত)

রাম। গুরুদেব! প্রতিদ্বন্দী হুঙ্কার শুনিলে,
বীরধর্ম্ম—সিংহ শিশু না থাকে নীরব।

বিশ্বামিত্র। লোকোত্তর চরিত্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য,
হাস্যমুখে ভ্রাতৃসমর্থন! বৎস। ওই গঙ্গা—

রাম। রঘুকুল দেবতা জাহ্নবী!
করিছে প্রণাম রঘুবংশের অঙ্কুর। (সকলের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন পাষাণময়ী অহল্যা।

(বিশ্বামিত্র, রাম, লক্ষ্মণ ও নাবিকের প্রবেশ)

রাম। গুরুদেব! কেবা এই নারী,
শিলারূপা প্রাণময়ী
চির উপবাসী সম নয়ন বিস্ফারি,
নীরব ভাষায় কি যেন বোঝা'তে চায়।

নাবিক। ওরে, সব দেবতা আইছে, গঙ্গাস্নানকালীন দেখ্‌লাম,
গঙ্গাদেবীও যেন এদের মধ্যে আসি কত সব কথা ক'ইছে,
আমিও সঙ্গ নিলাম।

বিশ্বামিত্র। বৎস। তব পদরজঃ করিয়া প্রত্যাশা,
শিলারূপা গৌতমীয়া পত্নী এ অহল্যা
ছদ্মবেশী ইন্দ্রহস্তে প্রধর্ষিতা হ'য়ে,
স্বামীর ক্রোধান্ধশাপে এমন বিকৃতা।

রাম। স্বামীবেশে প্রতারিতা,
বলাৎকারে নির্য্যাতিতা,
তথাপি সে পরিত্যক্তা স্বামীর সকাশে?
সে স্বামী আবার ঋষি, আদর্শ বিশ্বের?

বিশ্বামিত্র। করে নাই পরিত্যাগ ঋষি,
বলেছে সে কামজয়ে
আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিয়ে অপেক্ষা করিতে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা করি জয়,
নিরাপদ করি স্থান সমুদয়,
স্বামীত্বের সর্ব্ববিধ অধিকার দিয়ে
নির্দ্দিষ্টকালের তরে রেখেছে স্বগৃহে।

রাম। কোথা সেই ঋষি?

বিশ্বামিত্র। হিমবান্ মহাদ্রিশিখরে।

রাম। প্রতিবিধিৎসায়?

বিশ্বামিত্র। ঋষি সে সর্ব্বতোভাবে।

রাম। দস্যুর সন্ধান পেয়েও—

বিশ্বামিত্র। শুধু কি সন্ধান, হাতে নাতে ধ'রে।
ভস্মভয়ে সে কুক্কুর
পদানত, সঙ্কুচিত, আশ্রয়ার্থী, দীন।

রাম। তথাপি সে পাপী;
পাপীরে প্রশ্রয় দান—

বিশ্বামিত্র। তথাপি শরণাগত।

রাম। পরনারী স্পর্শ করা শাস্ত্র বিগর্হিত;

তথাপি, তথাপি তুমি জননী আমার, (ভূমি স্পর্শান্তে)
উদ্ধারিতে তব গাত্র করিনু পরশ। (গাত্রস্পর্শ)

অহল্যা। (উদ্ধারান্তে পদানত হইয়া)
একি স্পর্শ চৈতন্যোদ্দীপক !
একি আকর্ষণ, একি দিব্য চক্ষুদান !
একি জন্মান্তর—লোকান্তর ধাম !
স্বামী ! স্বামী !

নাবিক। ওরে, এ কেমন দেবতা রে, পাষাণকেও মানুষ করে, এ কেমন দেবতা রে। আমিও দেবতা হব, সঙ্গ ছাড়্‌ছি নে, সঙ্গ ছাড়্‌ছি নে।

চতুর্থ দৃশ্য। স্বর্গপথ।

ইন্দ্রবেশী নাবিকের প্রবেশ।

নাবিক। মুই আর বইতে পার্‌তেছি না, এমন ধারা জান্‌লে এ পথে কি মু আস্‌তাম? আমার হাল দাঁড় মাঝ পথে যে কনে গেল, দেবতাগুলো ছল করে মোরে ফাঁকি দিয়ে ফাঁদিয়ে এ আমাকে যে কি বানিয়ে গেল, ঠাওর কর্‌তে পারতেছি না। দেব্‌তার সঙ্গ নিয়ে এমন ধারা হবে জান্‌লে আমি কি আমার নাওএর কাজ ছেড়ে পোষাক পর্‌তি আসতাম ?

(নাবিক বেশে ইন্দ্রের প্রবেশ)

দে, দে, আমার হাল দাঁড় দে, দে,—দে।
(হাল দাঁড় আক্রমণ)

ইন্দ্র। নাবিক !

নাবিক। দেখ্‌তিছ কি, মুখের দিকি দেখতিছ কি ? নাবিকের পো তেমন নয়, মু হাল দাঁড় ছাড়্‌তিছি না।

ইন্দ্র। নাবিক!
দুদিনের তরে হাল দাঁড় নিয়ে
যদি শান্তি পাই, তোমারও উচিত নয়
আর্ত্ত দেখে করুণায় বিগলিত হওয়া ?

নাবিক। তোর কি চাই বল্না, মুই জাত দিতি পার্বো না।
(হাত কাড়াকাড়ি)

ইন্দ্র। কত বড় অন্যায় করেছি ;
ছদ্মবেশে পশি—ছদ্মরূপ ধরি
পতি হ'য়ে সতী সনে করি প্রতারণা,
প্রতারণা এখনো ঘোচে না।
প্রতারিত করিতে যাইয়া
প্রতারিত হয়েছি নিজেই।
এক লোভ না ক'রে দমন,
সহস্র লোভের পাত্র বেষ্টিত হ'য়েও
চুম্বনেরও ক্ষমতা দেখি না।

নাবিক। ছাড়—ছাড়, হাল দাঁড় ছাড়।

ইন্দ্র। না নাবিক, এ আদেশ ক'রোনা আমারে,
প্রকৃতির যত্নে গড়া স্বাধীনতা পরে
যেতে দাও কর্ম্মস্রোতে স্বাভাবিক পথে।

নাবিক। তুই হাল দাঁড় ছ'ড়্ না, হাল দাঁড় ছাড়্ না।

ইন্দ্র। কার্য্য ; পাইয়াছি কার্য্যের সন্ধান,
কিছুতেই ছাড়িব না আর।

নাবিক। তুইতো বড় বদ্, জাতিও কাড়ি নিবি দেখ্তিছি।
তবে তো র্যা।　　　　(সকোমরবন্ধে আস্ফালন)

না—না, এ পোষাকির মধ্যে কি আছে, মু এ পোষাক পর্বি না, এ পোষাক পর্বি না। পোষাকিরই মধ্যে কি লুকিয়ে আছে।

ইন্দ্র। নাবিক, কি বলছো ?

নাবিক। না, তোর কোন দোষ নেই, যত দোষ এই পোষাকিরই। এই পোষাকই কাজ করতে দেয় না, করতে গেলেও আর পারে না। হাই তুলতে গিয়েই মুখ খানা—এই ধর্—ধর্—ধর্—ধর্—ধর্ (করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সমবায়ে গণ্ডদ্বয় সজোরে চাপিয়া ধরিয়া, বিকৃতকণ্ঠে) ধর্—ধর্—ধর্।

ইন্দ্র। নাবিক! নাবিক।

নাবিক। তুই দেখিস্ না, তুই আর চোখ মুদ্তে পার্বি না।

ইন্দ্র। না, আর দেখিব না ; পাইয়াছি
কার্য্যভার, শিখিয়াছি দাসত্ব করিতে।

নাবিক। তবে আয়—আয়—আয়—আয়—আয়।
(জলদে ধরিয়া ঢিমে পর্য্যবসান)

পঞ্চম দৃশ্য। রাজকক্ষ।

রাজন্যবর্গ সমাসীন।

শতানন্দ। সমাগত পৃথিবীর সমস্ত নৃপতি
জনকের মহাযজ্ঞে মিথিলা নগরে ;
এত বড় যজ্ঞ অনুষ্ঠান—
সাহস করেনি কেহ কখনো কোথাও।
শক্তি পরীক্ষার শুল্করূপে অবস্থিত
মাহেশ্বর ধনুঃ—যাহা লোকের অসাধ্য।
এই লোকাতিগ শক্তি পরীক্ষায়
সপ্রমাণ হবে কেবা শ্রেষ্ঠ, কেবা জয়ী,
কেবা ধুরন্ধর, ধনুর্দ্ধর পৃথিবীর।
নরপতিমধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজর্ষি জনক,
জনপদ মধ্যে শ্রেষ্ঠ মিথিলা নগর,

নারী মধ্যে শ্রেষ্ঠ সদা অযোনিজা সীতা
উৎপন্ন যা পৃথিবীই স্বমূর্ত্তি ধরিয়া।
এ ধনুতে করিবে যে জ্যা আরোপণ,
লভিবে সে জয়লক্ষ্মী অদ্ভুত জনমা,
পৃথ্বীশ্বর খ্যাতি যাহা অসীম, অনন্ত।
সমবেত হে রাজন্যগণ।
পূর্ব্ব হ'তে রাখি জানাইয়া,
যশোলিপ্সু হ'য়ে এই ধনুঃ উত্তোলনে
স্বীয়শক্তি না বুঝিয়া
উপহাসে অতিলঘু ক'রো না নিজেরে।

১ম রাজা। সকলেই যে বসে রইলে হে! আমরা সব এখানে এসেছি কি কর্‌তে?

২য় রাজা। তুমি জান না—লঙ্কেশ্বর রাবণ একদিন সঙ্গোপনে এই ধনুকের কাছে এসেই চুম্বকের আকর্ষণে পরস্পর এমনি সংযুক্ত হ'য়ে পড়লো যে, রাবণ তাকে ছাড়্‌বার চেষ্টা কর্‌লেও ধনুক আর তাকে ছাড়ে না।

৩য় রাজা। তুমি রাখ, রাখ; তোমার ও আজগুবি গল্প পুঁথিতেই থাক্।

৪র্থ রাজা। এ ধনুঃ কার জান?—মহাদেবের। পূর্ব্বকালে মৃগরূপ ধ'রে যজ্ঞ পালাতে গিয়ে এই ধনুঃ নিক্ষিপ্ত বাণে একেবারে—

৫ম রাজা। মানুষের সাধ্য কি যে এ ধনুঃ তোলে, পাঁচহাজার লোকেও যা নাড়্‌তে পারে না।

৬ষ্ঠ রাজা। জনক রাজা মেয়ের বে' দেবেনা হে। ভেতরে ভেতরে আমাদের এনে অপমান কর্‌বার জন্যই এই অনুষ্ঠান, তা না হ'লে পাঁচহাজার লোকে যা নাড়্‌তে পারে না, তাতে শর সন্ধান করা কি মুখের কথা!

৭ম রাজা। দেখ ভাই, জনকের সুনজরটা কিন্তু আমার ওপরে আছে।

৮ম রাজা। সে খলিফা, রূপ দেখে ভোল্‌বার নয়।

১ম রাজা। ওঠ না হে, একবার দেখেই আসা যাক্।

২য় রাজা। কায নেই ভাই, শেষে কি রাবণের দশা হবে।

৩য় রাজা। পুরুষতো। (কতিপয়ের আসন হইতে উত্থান)

৪র্থ রাজা। পুরুষের বড়াই এখানে না; রাবণ ব'লে পালাতে পেরেছিল, আমরা হ'লে—

শতানন্দ। তবে কি জানিব ব্যর্থ যজ্ঞ আয়োজন?
তবে কি এ স্বর্ণময়ী মালা
দিতে হবে পাষাণের গলে?
তবে কি জানকী—লক্ষ্মীরূপা সনাতনী
চিরতরে থাকিবে কুমারী?
সত্যই কি বীরশূন্যা বসুন্ধরা আজ,
সত্যই কি পণরক্ষা হবে না রাজার,
সত্যই কি নেমিবংশের গরিমা—

(বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

আসুন, আসুন রাজর্ষি!

(জনকের প্রবেশ)

জনক। আসুন তপস্বীশ্রেষ্ঠ, পদস্পর্শে
যজ্ঞস্থান—উদ্ভাসিত অপূর্ব্ব আলোকে।
পাদ্যে, অর্ঘ্যে যথাবিধি করিয়া সন্তোষ,—

বিশ্বামিত্র। স্বতঃই সন্তুষ্ট চিত্ত
জনকের সীমাতীত নম্র ব্যবহারে;
বালকের কৌতুহল অতি
হরধনুঃ করিবে দর্শন,
সাথে সাথে আগমন তাই।

জনক। কেবা এ বালকদ্বয়?

বিশ্বামিত্র। দশরথ পুত্র।

জনক। বাল্যবন্ধু দশরথ পুত্র!
কি নধর সৌম্যমূর্ত্তি, সুললিত জ্যোতিঃ,
ইচ্ছা হয় পণভঙ্গ করি।

রাম। গুরুদেব!

লক্ষ্মণ। নিষ্পলকনেত্রে সবে
চেয়ে আছে এক দৃষ্টে আর্য্য মুখ পানে,
মধুচক্রে লগ্ন যথা মক্ষিকা মণ্ডলী।

বিশ্বামিত্র। বৎস, এই সেই ধনুঃ।

রাম। কি করিতে হবে, গুণ সংযোজন?
(গ্রহণান্তে) কিম্বা শর আরোপণ?

(ধনুর কোট্যগ্রভাগ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া অবনমনোদ্যত হইলে ভীষণ শব্দে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল, জনমণ্ডলী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল, দেবগণ দুন্দুভিধ্বনি, দেববালাগণ পুষ্পবৃষ্টি ও অন্তঃপুর-রমণীগণ গবাক্ষ পথে আশীর্ব্বাদ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে রামচন্দ্র অপ্রস্তুতে মুখপ্রতি চাহিলেন)

বিশ্বামিত্র। কেন হেন অপ্রসন্ন, অপ্রস্তুত ভাব?

রাম। নাহি হ'ল লক্ষ্যের সন্ধান।

৩য় রাজা। দেখ্‌লি, একটা ছোঁড়া এসে ভাঙ্গ্‌লে।

১ম রাজা। আমি তো আগেই উঠ্‌তে বলেছিলুম।

৫ম রাজা। ওহে, ভাঙ্গা ছিল, ভাঙ্গা ছিল।

৬ষ্ঠ রাজা। সব সাজানো।

৪র্থ রাজা। দূর্, বিশ্বামিত্র মন্ত্র বলে ভাঙ্গ্‌লে। নৈলে কাল্‌কের ছোঁড়া—　　　　(উপহাসব্যঞ্জক হাস্য)

শতানন্দ। একি দৈবের প্রেরণা? নেমি! নেমি!

জনক। হে রাজর্ষি! কৃতজ্ঞতা ভাষা করে মূক,
শব্দতত্ত্ব করিয়া মথিত

হেন সার নাহি পাই খুঁজে,
হয় যাহে রাজর্ষির যোগ্য উপচার।
কিন্তু দেব! সঙ্কল্প আমার,
কন্যাদান ধনুর্দ্ধারী করে;
কি আদেশ কিঙ্করের প্রতি?
যেমন করিয়া হোক্ এ দুটী রতন
দিতে হবে স্নেহক্রোড়ে মোর। (পদতলে অবনত)

বিশ্বামিত্র। রাজর্ষি জনক!
ভুলে গেছ এ বিষয়ে পিতা অধিকারী।

জনক। কি উপায়?

বিশ্বামিত্র। দূতমুখে পত্র দ্বারা সংবাদ প্রদান।

জনক। এই দণ্ডে।

শতানন্দ। দূতমুখে?—দূত কি বোঝাবে?
আমি গিয়ে নিয়ে আসি সাথে। (আনন্দ নৃত্য)

জনক। গুরুদেব! হেন ভাগ্য হবে,
শতানন্দ রাজ-পুরোহিত
দূত হ'য়ে যাবে!

বিশ্বামিত্র। দূত কি সামান্য কথা?
দূতই রাজার চক্ষু,
দূতই রাজার বল,
দূতই রাজার প্রতিনিধি,
মন্ত্রী হ'তে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি দূতে অভিহিত।
বায়ুসম বেগগামী রথে
নিয়ে এস এই দণ্ডে রাজা দশরথে—
অবশিষ্ট পুত্রদ্বয় সাথে।
শতানন্দ!
পূর্ণ তুমি সহস্র আনন্দে। (বেগে প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য ।　　　　রাজপথ ।

ধনুঃ ও পরশু হস্তে জামদগ্নি রাম ।

জামদগ্ন্য । বহুদিন পরে পুনঃ
যোদ্ধৃবেশে আসিতে হইল ;
ক্ষত্রবংশ—রাজবংশ
ব্যভিচারে আত্মনাম করি কলঙ্কিত,
বলাৎকারে হোমধেনু করিয়া হরণ,
ব্রাহ্মণত্বে ব্যাঘাত ঘটায়ে, অপমানে
জ্বালিয়াছে যেই কালানল,
তার শিখা ব্যাপ্ত হ'য়ে সমগ্র পৃথিবী,
ক্ষত্রনাশে উদ্যত হয়েছে।
সংখ্যা রূপে পদ্মবীজ রেখেছি শ্রবণে,
পরাক্রান্ত নৃপগণে করেছি নিহত,—
করি পৃথ্বী নিঃক্ষত্রিয় একবিংশ বার—
ছিলাম পরম শান্ত আত্ম নিমগনে ।
মিথিলায় দাশরথি রাম
হরধনুর্ভঙ্গে মোরে,
পুনরায় উদ্দীপিত করিল সে ক্রোধ ;
বহ্নিমুখে বিবিশু পতঙ্গ
আবার শিখেছে পক্ষ করিতে বিস্তার,
আবার পরশু হস্তে ধরিতে হয়েছে,
আবার কার্ম্মুক ল'য়ে ছুটেছি অবাধে ।　　(প্রস্থান)

(ভিন্নমুখে রথারূঢ় দশরথ ও বশিষ্ঠ, পরে রথারূঢ়
রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ ও প্রস্থান, তৎপরে
যুধাজিৎ, ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

যুধাজিৎ । ভরত ! রাজনীতি অতীব জটিল,

মন্ত্রগুপ্তি সর্ব্বাপেক্ষা সুমহৎ কায।
মাতুল আলয়ে থেকে কিছুদিন
অভ্যাস করিয়া লও রাজবিদ্যা—গুরু।

ভরত। কিন্তু আমি বুঝিতে না পারি,
কিবা হেতু প্রবঞ্চিয়া ভ্রাতৃসঙ্ঘ হ'তে
লইতে আগ্রহ তব কেকয় প্রদেশে।

যুধাজিৎ। এ বিষয়ে অগ্রগামী কেকয় প্রদেশ,
মন্ত্রণায় নরনারী অতি সুনিপুণ।
শত্রুঘ্নেরে সাথে ল'য়ে ভালই করেছ,
সহোদর না হোক্, ভাই তো।

ভরত। এই যদি শিক্ষা হয়,
থাক্ তাহা কেকয়ে নিবদ্ধ।
এই বীজ অযোধ্যায় অঙ্কুরিত হ'লে
জন্মভূমি স্মৃতি—যেন মুছে যায়।
শত্রুঘ্ন, ভাই, যায় যাক্ জন্মভূমি,
থাক্ ভ্রাতৃস্নেহ।

শত্রুঘ্ন। দাদা! দাদা!

যুধাজিৎ। এখনো বালক বুদ্ধি!

ভরত। চাহিনা প্রবীণ হ'তে,
থাকি যেন চিরকাল বালকই এমন।

যুধাজিৎ। কেকয়েতে যাবে না তাহ'লে।

ভরত। কথা কওয়া দূরে থাক্,
তব সনে থাকাও পাপের।

(প্রবিষ্টপথে পুনরায় জামদগ্ন্যের প্রবেশ)

জামদগ্ন্য। গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতিক সেনা
মেদিনী মথনে করি ধূমায়িত দিক্,
মেঘাচ্ছন্ন দিন যেন সূর্য্যগতি রোধে;

রথের ঘর্ঘর শব্দ
যেন জলদের সম্ভূত নিনাদ,
করিব কি বাণের সন্ধান ?　না—না,
অলক্ষ্য সংগ্রাম নহে বীরত্ব ব্যঞ্জক,
নহে ধর্ম্মযুদ্ধ, নহে নীতি সমর্থন।
কত বড় অসহিষ্ণু ধৈর্য্য আক্রমণ,
রাম নামে জামদগ্নি বুঝিত সকলে ;
সেই নাম, কীর্ত্তি অপহারী আজি দাশরথি ;
এ কভু ক্ষমার্হ ?　[প্রস্থান]

(ভিন্নমুখে রথারূঢ় দশরথ ও বশিষ্ঠ)

দশরথ। গুরুদেব! দুর্নিমিত্ত সকল সম্মুখে,
কি যেন কি অবিলম্বে ঘটায় বিপদ।

বশিষ্ঠ। আসন্ন ঝটিকা বটে, কিন্তু তা নির্ভয়।

দশরথ। নির্ভয় ?

বশিষ্ঠ। হ্যাঁ, নির্ভয় ; গ্রহ, তারা উচ্চলগ্নে স্থিত।

দশরথ। কি বিপদ ?

বশিষ্ঠ। আসিতেছে জামদগ্ন্য।

দশরথ। জামদগ্ন্য!—কতদূরে ?
রথমুখও ফেরাবার সময় হবে না ?

(জামদগ্ন্যের প্রবেশ)

জামদগ্ন্য। ক্ষত্রগ্লানিরূপে দিয়ে আত্মপরিচয়,
ক্ষত্ররাজশীর্ষ হ'য়ে উড়াও পতাকা ?

দশরথ। অর্ঘ্য, অর্ঘ্য।

জামদগ্ন্য। প্রাণভয়ে ভীত, অতিবৃদ্ধ, পরিত্যাজ্য।

(রথ হইতে অবতরণ করিয়া রামের প্রবেশ)

রাম। আক্রম্যও কি নহে তাঁর যুবক আত্মজ ?

জামদগ্ন্য। সুপ্তসিংহে দণ্ডাঘাতে করিলে জাগ্রত ;
বড় স্পর্দ্ধা—পরাজিত করি নৃপগণে,
পঙ্গু, জীর্ণ, অতি পুরাতন
হৃত সার হরধনুঃ ভেঙ্গে ?
মৃদু বায়ু সেও পারে—
করিবারে উৎপাটিত
নদীবেগে ধৌতমূল তটস্থ দ্রুমেরে।
ক্ষত্রিয়ান্তকারী নাম হবে ব্যর্থ মোর
না করিলে তোমারে বিজয় ;—
সে অগ্নি অগ্নিই নয়, সমুদ্র প্রবেশে
বাড়বাগ্নি নাহি করে যদি প্রজ্জ্বলিত।
এবে এই বৈষ্ণবকার্ম্মুকে
কর শরসহ গুণ আরোপণ,
ন্যাসরূপে এ জীবন রহিল সম্মুখে।
ভীত যদি হ'য়ে থাক পরশু দর্শনে,
বৃথা ধ'রে ধনুঃ এতদিন
করিয়াছ পীড়িত অঙ্গুলি,
ক্ষত্রনামে দিয়া জলাঞ্জলি
বিনয় অঞ্জলি কর, নতুবা—

রাম। কি বলিব, হাসি পায় শুনে ;
ধনুঃ তব করিনু গ্রহণ,
এই উত্তরই যথেষ্ট এখানে।

জামদগ্ন্য। (সচকিতে) একি রূপ, একি দর্শনীয় রূপ ?

রাম। ধরিলাম অব্যর্থ এ বাণে,
এখনও বল—
আক্রমণকারী ব্রাহ্মণ জেনেও
নিরস্ত হব না আমি নির্দয় প্রহারে ;—

আরোপিত শরে—কহ হে ভার্গব!
কোন্ পথ করিব নিরোধ,
সারা জীবনের তপার্জ্জিত ফল, কিম্বা—

জামদগ্ন্য। আমি কি জানিনা রাম! তুমি কোন্ জন;
তথাপি যে করিয়াছি ক্রোধের সৃজন,
দেখিবারে ভূভার হরণে
কত শক্তি আনিয়াছ সাথে?
হইয়াছে আমারও ব্রত উদ্‌যাপন,
পিতৃশত্রুগণে করেছি নিধন,
সসাগরা বসুধারে পাত্রস্থ দে'খিয়া
জয় পরাজয় সবই করিনু অর্পণ,
গর্ব্বজ্ঞানে পরমেষ্টি চরণে তোমার।
সেই পথই মুক্ত রাখ,
রুদ্ধ কর স্বর্গগতি, কোন ক্ষতি নাই।

রাম। তাই হোক্,
ধরায় অমর হ'য়েই থাক চিরকাল।
হে ব্রাহ্মণ, তপোনিধি, পূর্ব্ব অবতার!
ক্ষমা কর ঔদ্ধত্ব আমার;
স্বর্গ হ'তে বড় মর্ত্ত্যভূমি,
যদ্যপি সেথায় হয় স্বর্গের প্রতিষ্ঠা।

জামদগ্ন্য। পদ নিম্নে কেন নারায়ন! বক্ষে এস,
মনে আছে—তপোময় প্রথম জীবন;
যখন সন্তুষ্ট হ'য়ে দিয়ে'ছলে মোরে
তেজোময় স্বীয় শক্তি দীন ভার্গবেরে,
দত্ত অপহারী! সেই শক্তি অপহরি
নিগ্রহের নামে আজি অনুগ্রহ ক'রে,
চির শান্তি দিলে ভার্গবেরে;
এ আমার পরাজয় নয়, ইহাই বিজয় মোর।

দশরথ। (রথ হইতে অবতরণ করিয়া)

গুরুদেব ! হে বশিষ্ঠ ! ছেড়ে দাও,
আমি একবার যাই, ছেড়ে দাও।
(রামকে আকর্ষণ করিয়া) রাম, রাম, এখনো কি
আছিস্ জীবিত ? ভার্গবের সনে রণে
এখনো কি আছিস্ জীবিত।
ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ !
প্রতি দণ্ডে তব অভিশাপ
স্মরণ করায়ে দেয় রামের অভাব।
নেই নেই ক'রে—আবার এই যে প্রাপ্তি,
অন্ধকারে আলোক দর্শন,
দুঃখ মধ্যে সুখের বিকাশ,
মৃত্যু সাথে চৈতন্য উদ্ভব,
নহে অভিশাপ—ইহা আশীর্ব্বাদ।
সুমন্ত্র ! সুমন্ত্র !

বশিষ্ঠ। অবতারে অবতারে এই আলিঙ্গন,
আত্মা হ'তে আত্মার সৃজন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য। উপবন।

সীতা। কালি প্রিয়তম ! জিজ্ঞাসিলে দুটী প্রশ্ন,
দুগ্ধফেননিভ শুভ্র শয্যা পরে বসি
আঁখিতটে আঁখি করি সমাবেশ
হাসি কিম্বা ফুল কিবা রমণীয় ;
দ্বিতীয়—হাসির কোথা বাসস্থান,
নারী আমি, নারিলাম করিতে উত্তর ;
নারীর সে শক্তি নাই,

পুরুষের কাছে নারী এতই অবলা।
কুরঙ্গিনী সম নীরব ভাষায়
রহিলাম তাঁর মুখ পানে চেয়ে,
আকাঙ্ক্ষিত সে প্রশ্নের উত্তরও হ'ল না।
হয়তো বা বাধা পেয়ে সে আবেগে তাঁর,
অন্তরের সপ্রফুল্ল পূর্ণতা উদ্বেল,
উপভোগে যথা তৃপ্তি বিকাশ হ'ল না।
আজি এই প্রস্ফুটিত ফুল রাশি দেখে
হাসিই সুন্দর বেশী করি অনুমান।
ফুলেতে যে থাকে প্রাণ এতই কোমল,
এত ছোট, সীমাবদ্ধ, নির্দ্দিষ্ট, নিয়ত,
এখানেই বুঝি তার পরাজয়।
ফুল থাকে বৃন্তে অবস্থিত,
হাসি কিন্তু শুধু মুখে নয়;
চোখে, ভাবে, ভাষায়, ইঙ্গিতে
প্রত্যেক রোমাঞ্চে তার প্রিয় অনুভূতি।
এই ফুল কত ছোট, কিন্তু কত সহ্য তার;
রৌদ্র, বৃষ্টি অপেক্ষা করে না,
যতক্ষণ থাকে—প্রাণ তুচ্ছ ক'রে থাকে।

(নিঃশব্দে রাম পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন)

রাম। (পশ্চাত হইতে স্কন্ধদেশ অতিক্রমে গ্রীবা উন্নত করিয়া) কি মীমাংসা কর্‌ছো ফুলের সঙ্গে ?

(পার্শ্বস্থিত বৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন)

সীতা। না—না, তুলো না, তুলো না।

রাম। ওরা প্রাণ দিতে জানে।

সীতা। এখনই যে শুকিয়ে যাবে।

রাম। তোমার হাসি বুঝি শুকায় না? নাও, তুমি হাতে নাও, তোমার কোমল হাতে ও শুকাবে না।

(সীতা চকিতের তরে মুখ ফিরাইল)

রাগ !

সীতা। রাগই তো।

রাম। কি বল্‌বো,—ক্রোধ ?

সীতা। কি জানি।

রাম। এই অভিমান যদি না থাকুতো !

সীতা। তুমি ওকে বৃন্তচ্যুত কর্‌লে কেন ?

রাম। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় নি। না কর্‌লে তোমার মুখে এ রক্তিম আভা পেতেম কোথায় ? নারী, কি অমৃতই নিয়ে এসেছ, এর কাছে সুরা ! সুরা কতটুকু মত্ততা দিতে পারে ?

সীতা। আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারলুম না—মাতায় কে ?

রাম। তুমি বুঝতে পার্‌বে না। অনেক জিনিষ আছে এই রকম প্রকৃত আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'য়েছে, মৃগতৃষ্ণায় শুধুই ছুটেছে, একটার পর একটা ধ'রে মাত্রার পর মাত্রা বেড়েই চলেছে।

(সীতা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন)

তুমি আর দাঁড়াতে পার্‌ছো না,—না ?

নিরাশ্রয়া সঙ্গিনী আমার ! আশ্রয় রয়েছে কাছে।

[বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি]

(দূরে নিয়তির সঙ্গীতধ্বনি)

এমন চাঁদের আলো থাকুবে না !
মুখের হাসি মলয় বায়ু
নিদাঘ এলে বইবে না !!

(গীতমধ্যে দেহোপরি লুন্ঠিতা সীতাকে অঙ্কে ধরিয়াই উপবেশন)

সীতা। সাবিত্রিক বলেছিল বাল্যকালে মোরে

হবে তোর বনবাস ; স্বামী সনে হ'লে
বনবাস, স্বর্গবাসও করি না কামনা।
[দুবাহু বেষ্টনে রামের গলদেশ:ধারণ]

(নিয়তির প্রবেশ)

(গীত)

নিয়তি।　　এমন চাঁদের আলো থাকবে না !
মুখের হাসি　　মলয় বায়ু
নিদাঘ এলে বইবে না !!
স্বামীর পরশ এমন মধুর লুটিয়ে পড়িস্ কোলে,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা থাক্‌বে না তোর ভাবের আবেশ হ'লে,
ধরাই হবে শয্যা কোমল
তৃণশস্প স্বভাব সরল
সমান তখন মধু গরল
ভাবের স্রোতে একটানা !
ভৃঙ্গ যেমন কিসলয়ে
লুটিয়ে দিয়ে দেহ খানা !!

রাম। (একদৃষ্টে মুখ প্রতি চাহিয়া) আর জ্ঞান নেই, বাহ্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নেই, আছে কেবল অনুভূতি, আছে কেবল প্রাণ। উঃ, কি সৌন্দর্য্য ! এত সূক্ষ্ম ক'রে দেখ্‌তে দেয় না। ঘুম এত সজাগ, অঙ্গ এত কোমল, দেখ্‌লেও ঘুম ভেঙ্গে যায়।

নিয়তি। কেন, দেখ্‌তে দেয় না জান ? হ'তে পার তুমি মহান্, হ'তে পার তুমি লোকোত্তর, কিন্তু তোমারও সে শক্তি নেই, যখন এই অভাব তোমায় আকুল ক'রে তুলবে।

রাম। নিঃশ্বাসেরও কি মৃদু সঞ্চার ! এত সন্তর্পণ ভাব, পাছে প্রকৃতি ব্যথিত হয় ; নিঃশব্দতাও যেন ইসারায় জানিয়ে দিচ্ছে—ওরে ঘুম ভেঙ্গে যাবে, ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য। সিংহল।

রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। আমারও রাবণ নাম,
আমারও বিহার ক্ষেত্র লোকের হৃদয়;
প্রত্যাখ্যাত, পরাজিত নৃপতিমণ্ডলে
সঞ্চারিত করি আমারও প্রভাব,
দেখিব তোমারে আমি কত শক্তিধর!
তাড়কারে নিহত করেছ,
হরধনুঃ ভেঙ্গেছ অবাধে,
পথিমধ্যে ভার্গবেরে করি পরাজয়
জয়লক্ষ্মী রেখেছ অধীনে।
সীতা মুখে সর্ব্বস্ব অর্পিয়া
দেখিতেছ নিরন্তর সোণার স্বপন!
ভাঙ্গিব সে সুখ সৌধ, উচ্চ গিরি চূড়া
চির স্নেহ দিয়ে মোড়া স্বরগের ছবি।

(মারীচের প্রবেশ)

মারীচ। ওরে বাবারে,
সুবাহুরে এক বাণে নিঃশেষ করেছে,
আমারে দিয়েছে ফেলে সাগরের জলে।

রাবণ। মারীচ!

মারীচ। না—না, আমি পার্‌বো না, আমি পার্‌বো না।

রাবণ। রাক্ষসের নামে দিয়ে ধিক্কার চরম,
স্বীয় অধিকৃত বন ছেড়ে—

মারীচ। ও চুণ কালি থাক্, ও চুণ কালি থাক্।

রাবণ। মায়ামূর্ত্তি ধরি তবু না পারিবে
পাছে পাছে ঘুরিতে তাদের?

মারীচ। পাছে পাছে কি,

বিশ ক্রোশ দূরে থেকেও পারবো না ;
ওরা অনেক দূর থেকে দেখতে পায়,
শুনতে পায়, আমি পারবো না।

রাবণ। অযোধ্যার অন্তঃপুরে আগুন জ্বালাব,
মন্থরার প্রেরণায় বিন্দু বিন্দু করি
বহাব' কৈকয়ীচিত্তে উষ্ণ হিংসা স্রোত ;
প্রতিশ্রুত দশরথ দুটী বর দিতে
কৈকয়ীর মনোরথে ইন্ধন যোগাতে।
রাক্ষসীয় মায়ার প্রভাবে
এ কার্য্য সাধন খুব সহজেই হবে।

মারীচ। কিন্তু দেখো, আগুন জ্বালাতে গিয়ে
নিজে যেন জ্বলিয়া যেও না।

রাবণ। এ নহে মারীচ।

মারীচ। মারীচ সামান্য, তুচ্ছ, নগণ্য, ধিক্কৃত
প্রাণ দিতে সহজেই পারে।

রাবণ। নমুনা তার চূণকালি, না ?

মারীচ। বলিনু সকল কথা সরল বিশ্বাসে,
বিশ্বাস না হয় যদি—

রাবণ। তোমারেও বিশ্বাস হবে না ?
তুমি যে দক্ষিণ হস্ত উদ্দেশ্য সাধনে।
যথাকালে দিব উপদেশ,
হবে না মারীচ হ'তে ব্যর্থ তাহা জানি।

মারীচ। এইটুকুই যথেষ্ট আমার,
অনুগ্রহী আর কি প্রত্যাশা করে ?

রাবণ। অনুগ্রহী না করিতে পারে ;
কিন্তু অনুগ্রহী হ'তে
যেই ভিত্তি দৃঢ় ও নিশ্চল,
যে ঐশ্বর্য্য একমাত্র অনুগ্রহে সাধ্য,

কৃতজ্ঞতা তারে যদি না রাখে বাঁধিয়া
জগতে দুর্ব্বার, কি দিয়ে বাঁধিবে আর।

মারীচ। রক্ষকুলপতি!
এই প্রজাপ্রীতিই সৌভাগ্য প্রজার।

রাবণ। মারীচ, পূর্ব্ব হ'তে বাঁধ না বাঁধিলে,
অন্তরে না করিলে যথা সন্নিবেশ,
শেষরক্ষা হইবে জটিল,
পশ্চাতে পড়িয়া রবে। চল—চল,
পরামর্শ গৃহে চল; না,—না,
পরামর্শ নয়, নিয়োগ—নিয়োগ। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। কক্ষ।

কৈকয়ী ও মন্থরা।

কৈকয়ী। তুই যা, দূর হ'য়ে যা।

মন্থরা। রাম, রাম, মুখেতে কেবলই রাম।

কৈকয়ী। ফের?

মন্থরা। সেটা যে সতীন পুত্র বারেকও না ভাব।

কৈকয়ী। তুই দূর হ'য়ে যা।

মন্থরা। ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো,
হ'য়েই আছি দূর। (প্রস্থান)

কৈকয়ী। সকলেই ভালবাসে রামে!
গুণে কে না ভালবাসে?
ভালবাসা নহে বাহ্য আড়ম্বরে,
ভালবাসা হয় ব্যবহারে;
ভালবাসা ভাষা নয়,
ভালবাসা—ভালবাসা,

হয় সংমন্থনে,—থাকে অবিকারে ;
কন্যা পিতা, পত্নী স্বামী, মাতা পুত্রে যথা।
সম্মুখে আসিয়া যবে মা বলিয়া ডাকে,
উথলিয়া ওঠে স্নেহ,
মনেও না আসে—নহে সে গর্ভজ পুত্র।

(মন্থরার পুনঃ প্রবেশ)

মন্থরা। তুমিও রামের গুণ গাও,
রাম তরে ধরণী ভাসাও,
ভরতকে কে চিনিবে তবে ?
ভরত কি বেণো জলে ভাসিয়া এসেছে ?

কৈকয়ী। তুই যা' সম্মুখ হইতে।

মন্থরা। আমিও কি ভালবাসি না রামেরে,
আমিও কি চাহি তার শত্রুতা করিতে !

(বস্ত্রাঞ্চলে রোদন ও প্রস্থান)

কৈকয়ী। মন্থরা কি দাসী ?
এত বড় হিতৈষিণী মেলে না জগতে,
তথাপি—তথাপি রাম আমারি সন্তান,
আমারি স্বামীর দান। স্বামী ! স্বামী !
কালি রাতে কত যে আবেগ ভরে
বলেছিলে বড় সাধে
যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবে শ্রীরামে,—
কাটাইবে জীবনের অবশিষ্ট কাল
রাজ কার্য্য হ'তে ল'য়ে অবসর।
পুত্র ভারক্ষম,
প্রজাগণ একবাক্যে করে সমর্থন,
অযোধ্যার রাজ্যলক্ষ্মী আকুল আগ্রহে
নীরবে জানায় সেও
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম মনোমত পতি।
কে আছিস্, রাজারে সংবাদ দে।

(মন্থরার পুনঃ প্রবেশ)

মন্থরা। কিন্তু দেখো, ভুলো না সে দুটী বর ;
আমি আজ ঘসে দেব এমন চন্দন,
নিজ হাতে মাখাইয়া দেব। (প্রস্থান)

কৈকয়ী। এরি মধ্যে বালক সে রাম
জ্ঞানে, গুণে, চরিত্র গৌরবে
গড়িয়া তুলেছে যেই মহা প্রতিষ্ঠান,
ভিত্তি তার প্রজাপ্রীতি—রাজ্যের সহায়।
তার সেই সবিনয় নম্র ব্যবহার,
তার সেই মিষ্ট কথা, স্পষ্ট উচ্চারণ,
তার সেই চলন ভঙ্গিমা
লোকোত্তর চরিত্রের বিকাশ ঘটায়,
জানায় অভিন্ন সত্বা রাম ও ভরতে।
মন্থরার ঋণও কভু ভুলিবার নয়,
স্নেহ করে মাতারও অধিক।
এ বয়সে সাজসজ্জা—বড় লজ্জা করে,
পুত্রবধূ ঘরে, ছাড়েও না তো তবু।

(মন্থরার প্রবেশ)

মন্থরা। দিয়েছি সংবাদ, এখনি আসিবে রাজা।
এস প্রসাধন গৃহে, সাজাই যতনে ;
কিন্তু দেখো—মন্থরাকে রেখো মনে।
[উভয়ের প্রস্থান]

(দশরথের প্রবেশ)

দশরথ। কৈকয়ী, কৈকয়ী, কই, কই তুমি ?
বুঝিয়াছি কেন যে আহ্বান তব!
কোন কথা শুনিলে তখনি
বিহিত না হ'লে সহজে নিস্তার নাই।
আজ্ঞামাত্র তব—আমিও সারাটী দিন

নানাদিকে নানালোক করিয়া প্রেরণ,
আহরণ করিয়াছি উপকরণাদি
অভিষেক যোগ্য বারি সপ্তসমুদ্রের।
প্রচারও হয়েছে বার্ত্তা চারিদিকে,
সুসজ্জিতও অযোধ্যা নগরী,
জনস্রোতেও বহিতেছে আনন্দের ঢেউ।
কৈকয়ীর প্রতি কেন যে আসক্তি এত—
এততেও না পারি বোঝা'তে যদি,
আমি আর কি দিয়ে বোঝাব?
কৈকয়ী, কৈকয়ী!		(প্রস্থান)

পটপরিবর্ত্তন।		শয়নকক্ষ।

(শয্যারূঢ়া—কৈকয়ী)

কৈকয়ী। লজ্জা কি করে না?
এ বয়সে এত সজ্জা এখনো মানায়?
মন্থরাকে নিয়ে আর কিছুতে পারি না,
মনে করে এখনো সেই বিয়ের কনেটী,
বাধা দিতে গেলে কেঁদে ফেলে,
সাজিয়েই সুখ তার,
অতি বৃদ্ধা—এই তার ব্যাধি।

পটপরিবর্ত্তন।		পূর্ব্বকক্ষ।

(মন্থরার প্রবেশ)

মন্থরা। মন্থরার এই শেষ,
সব ছেড়ে—কেকয় প্রদেশ থেকে আসা
এইবার বার হ'য়ে যাবে।
লক্ষ্মণ আসুক আগে,
থোতা মুখ ভোঁতা ক'রে দেবে,—

কুঁজ, পিঠ দুইই সোজা হবে ;
তবুও আমার রাণী যদি সুখী হয়।
সারারাত্রি ঘুম নেই, শুনিতেছি
কান পেতে, ঘুরে ঘুরে চারিদিকে,
তবুও আসে না ভেসে একটা কথাও।
এখনও এত লজ্জা, এত শেখালাম—
কিছুই তো বলে না গা! সব বৃথা হবে ?
উঃ, ইচ্ছা হয় মাথা খুঁড়ে মরি।
না—না, মরা তো হবে না,
রাম রাজা হ'লে ভরত ভিখারী হবে,
কৌশল্যাকে সকলেই রাজমাতা ব'লে
রাখিবে মাথায় তুলে, আর—
হাত তোলা হ'য়ে র'বে আমার রাণীমা!
কি ক'রে তা হয়, কি ক'রে বা দেখি ?
কুঁজী কি মরেছে একেবারে!
জ্বালালে, নেহাৎ জ্বালালে দেখি।

(ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ)

যাই, বাইরে গিয়া দেখি।
এদিকে তো সকালও হ'য়ে এল ;
ইচ্ছা হয় মাথা খুঁড়ে মরি।
ইচ্ছা হয়—ছুটে গিয়া এখনি আসনে,
বসাইয়ে দিই আগে ভরতে আমার।
ইচ্ছা হয় আমি ছুঁয়ে আঁদি ক'রে রাখি।

(প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

বাইরে তো হুলুস্থুল কাণ্ড!
কারও চোখে কি ঘুম আছে ?
রাতকে দিন ক'রে ফেলেছে ;
আর এদের কি সাড়া নেই, আঃ কি জ্বালা!
দুদণ্ড আগেই না হয় ওঠ্।

ভরতও এখানে নেই,
তাকে যে সহায় ক'রে
দাঁড়াব কোমর বেঁধে,
তাকে গিয়ে দুটো যে সুবুদ্ধি দেব,
তারও যো নেই, ইচ্ছা হয় মাথা খুঁড়ে মরি।
আহা, সে আমার যেতে চায়নি গো।
ঐ নহবৎ বাজ্‌ছে গো,
সানাইয়ের স্বরও যেন ডেকে ডেকে বলে—
ওরে তোরা ওঠ্, তোরা ওঠ্,
রাম রাজা দেখ্‌বি যদি
ছুটে আয়, ছুটে আয়।
আর এদের এখনো ঘুম ভাঙ্‌লো না॥

(দশরথের প্রবেশ)

দশরথ। তুমি যে দাঁড়ায়ে হেথা অসময়ে ?

মন্থরা। ওমা, রাজা! (সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রদানে)
রাম রাজা হবে
আমি কি থাকিতে পারি বিছানায়।
কতবার ছুটে যাই,
দেখে দেখে আসি, এরি মধ্যে
ঘর বার—কতবার হ'য়ে গেল।
আহা, কি সাজানোই হয়েছে।

দশরথ। সন্তুষ্ট হয়েছ তুমি দেখে ?

মন্থরা। আমি সন্তুষ্ট হব না ;
যাই—যাই, আবার যাই।

(সত্বর পদে প্রস্থান)

দশরথ। বৃদ্ধারও কাযের অন্ত নেই।　　(প্রস্থান)

পটপরিবর্ত্তন। শয়নকক্ষ।

(রামচন্দ্রের প্রবেশ)

রাম। মা!—
প্রাতঃকৃত্য আগে মাতৃ চরণ দর্শন,
সর্ব্বাপেক্ষা আজিকার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মানি।

(শয্যা হইতে অবতরণ করিয়া কৈকয়ীর নিম্নে অবস্থিতি,
পদতলে খড়্গ রাখিয়া)

এই খড়্গ রাজ্য রক্ষার সহায়,
স্পর্শ যদি নাহি করে আগে পদধূলি—

কৈকয়ী। নহে খড়্গ বৎস! রাজ্য রক্ষার সহায়,
তোমার মুখের মিষ্ট বাণীই
রাজ্য রক্ষার সহায়। (খড়্গ দান)

রাম। মা!—

কৈকয়ী। ডাক্, আবার ডাক্।

রাম। মা!
মাতৃস্নেহ রাখে যথা আবৃত করিয়া
সন্তানে স্বাচ্ছন্দ্যগতি সম্পদে বিপদে,
এমন বিরুদ্ধ, অথচ সমৃদ্ধ
একাধারে রক্ষা ও প্রসার,
বিধাতার অলৌকিক দান।
মা! কর অনুমতি—

কৈকয়ী। এস, লহ আশীর্ব্বাদ।

[রামের প্রস্থান, কৈকয়ীর তৎপ্রতি অবলোকন]

(পশ্চাতে মন্থরার প্রবেশ)

মন্থরা। সব ভুলে গেছে,
দেখে শুনে সব ভুলে গেছে;

ইচ্ছা হয়—মাথা খুঁড়ে মরি।
(প্রকাশ্যে) মা!
রাম রাজা হবে আজ অভিষেক তার।

কৈকয়ী। মন্থরা, আনন্দের অংশরূপে
লও এই মুক্তামণি হার।
(হার দিতে গিয়া মন্থরাকে নিম্নদৃষ্টি দেখিয়া)
দাঁড়িয়ে রইলি যে?

মন্থরা। আমি চলে যাব কেকয়ের দেশে।

কৈকয়ী। কেন?

মন্থরা। আমি আর থাকিতে চাহি না।
এত দিন সেবা করে পুরস্কার হার!

কৈকয়ী। মন্থরা! মাতা হ'তে উচ্চ দাবী তোর;
ক্ষমা কর্—পারি নাই বলিতে রাজারে।

মন্থরা। রাণীমার দাসী আমি, আমি হার নেব?
আমি চাই জিৎ,
আমি চাই ভরতেরে করিতে সম্রাট,
আমি চাই রাজমাতা এই রাণীমারে।

কৈকয়ী। তুই যতই কর্, যতই বোঝা,
ভরত হবে না রাজা রাম বর্ত্তমানে।

মন্থরা। কি কারণে চাই তবে বনবাস তার?
ইচ্ছা হয় মাথা খুঁড়ে মরি।
হ'লে পরে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা,
তখন ফিরিলে রাম
ভরতের নাহি হবে ক্ষতি।
প্রজা সব র'বে অনুরাগী, মন্ত্রিদল
বশীভূত, রাজকোষ করায়ত্ত, আর
এই রাণীমার জয়; ভেবে দেখ।

(গাহিতে গাহিতে নিয়তির আবির্ভাব)

নিয়তি। (গীত)

ভেসে আসে সুখ ভেসে আসে স্মৃতি
সুপ্ত ছিল যা নিরবধি,
মানবী আকারে আবরি মায়ায়
দেখা দেয় আসি যদি।
নগরের গীতি, আবাহনভুলে
ঘাত প্রতিঘাতে যদি বা বিহ্বলে
ফিরে আসে পুনঃ প্রকৃতি আঁচলে
বনের হারাণো বনের নিধি!
চেয়ে আছে জীব, জড় সমুদয় করুণায় ধ'রে ধৃতি ॥
(অন্তর্ধান)

কৈকয়ী। এ কি, কাহার প্রেরণা?
ডাক্, ডাক্ তুই রাজারে এখনি।

মন্থরা। মনে আছে? আমার মাথা ছুঁয়ে বল্,
আর ভুলিবি না—বল্;
যা বলিবি মনে আছে?

কৈকয়ী। একদিকে মন্থরার প্রিয় আকর্ষণ,
অন্যদিকে মাতৃস্নেহ—অচ্ছেদ্যবন্ধন।

মন্থরা। বল্, এখনও বল্,
আমি ডেকে আনি এখনো রাজারে—বল্।

কৈকয়ী। ডাক্ তুই।

মন্থরা। বিশ্বাস হয় না তোরে আর;
এ কথার হইলে প্রচার,
বলিদান নিশ্চয় আমার।
হোক বলিদান, মন্থরার প্রাণ দিয়ে
তবু চাই ভরতের রাজ সিংহাসন,
তবু চাই রাজমাতা আমার রাণীমা।

কৈকয়ী। শক্তি দাও শক্তিময়ী,

মন্থরা। মনে রেখো সতত ইন্ধন—
সে রাম সতীনপুত্র, তুইরে বিমাতা।

কৈকয়ী। ডাক্ তুই রাজা।

(মন্থরার দ্রুত প্রস্থান)

সত্যই তো, প্রয়োজন কিবা ছার
স্বর্ণ আভরণে। রামচন্দ্র হবে রাজা,
রাজমাতা হইবে কৌশল্যা,
আর আমি স্বর্ণ আভরণে ভুলে
র'ব দ্বারে সুসজ্জিত প্রতিহারী সম।

(কৈকয়ীর পশ্চাতে নিয়তির আবির্ভাব ও
মন্থরার সহিত দশরথের প্রবেশ)

দশরথ। পুনরায় কি হেতু আহ্বান প্রিয়ে?
একি, একি মূর্ত্তি ভীমা ভয়ঙ্করী!

কৈকয়ী। রাজা, মনে আছে প্রতিশ্রুতি?

দশরথ। সে কি প্রিয়ে, যতক্ষণ আছে এ জীবন,
যতক্ষণ আছে অনুভূতি,
যতক্ষণ আছে তিলেক স্পন্দন,
প্রতিশ্রুতি কেমনে ভুলিব?
প্রতিশ্রুতি রক্ষাই যে ইক্ষ্বাকু গৌরব,
তার তরে কেন এত ক্রোধ?
কেনই বা অকারণ
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভূষণ,
যেখানে আদেশ মাত্র অপেক্ষা কৈকয়ী?

কৈকয়ী। এ নহে কৈকয়ী রাজা, মৃত্তিকা প্রতিমা!

দশরথ। কিবা অভিপ্রায় কহ প্রকাশিয়া,
কিবা দুটী অভীপ্সিত বর,
নিঃসঙ্কোচে জানাও এখনি।

নিয়তি। ভরত হইবে রাজা,

কৈকয়ী। ভরত হইবে রাজা।

দশরথ। দ্বিতীয় ?

নিয়তি। রাম যাবে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস।

কৈকয়ী। রাম যাবে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস।

(নিয়তির অন্তর্ধান)

দশরথ। রাক্ষসী, রাক্ষসী ;
না—না, হইতেছে ভুল, শ্রবণ বিকৃত।
কৈকয়ী, কৈকয়ী ! কি চাহিলে যা' দ্বিতীয় ?

মন্থরা। রাম যাবে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস।

দশরথ। এ কি সত্য ?

কৈকয়ী। সত্য রাজা।

দশরথ। না—না, কৈকয়ী ! পরিহাস,—পরিহাস।

কৈকয়ী। নহে পরিহাস রাজা, সত্য ইহা।

দশরথ। উঃ— [পতন ও মূর্চ্ছা]

(সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র। রাণী মা !
বশিষ্ঠাদি প্রযোজকগণ,
অপেক্ষায় রয়েছেন রাজ-অনুমতি।
কার্য্যারম্ভ হ'তে বেশী দেরী হ'লে
বধু সীতা কষ্ট পাবে সমধিক,—
বালিকা বয়স, পূর্ব্বরাত্রি অনাহার—

কৈকয়ী। ক্লান্ত রাজা মূর্চ্ছিত ভূতলে,
অভিষেক বন্ধ কর,
রামেরে পাঠায়ে দাও।

(বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে সুমন্ত্রের প্রস্থান)

বহিতেছে ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত ;

আসিতেছে রাম,
আমিও কি উন্মাদিনী হব!
মাতৃস্নেহে যদি ভুলে যাই?
মনে রেখো—তথাপি বিমাতা তুমি।

(নিয়তির আবির্ভাব ও পট্টবস্ত্রে সুশোভিত রামের প্রবেশ)

পারিব না—পারিব না,
রামচন্দ্রে দেখে—মুখ প্রতি চেয়ে তার,
পারিব না কঠোর নৃশংস হ'তে।

(কৈকয়ী দশরথ শিয়রে উপবিষ্ট, রামচন্দ্রও পদনিম্নে উপবেশন করিলেন)

চতুর্থ দৃশ্য।　　　　　　অভিষেক মণ্ডপ।

বশিষ্ঠ। সুমন্ত্র! বুঝিলে কি কালের ইঙ্গিত?

সুমন্ত্র। সারথি কি বুঝিবে রহস্য,
তা যদি বুঝিবে—সারথি বা হবে কেন?

বশিষ্ঠ। রথী হ'তে সারথি প্রধান,
সারথিরই পৃষ্ঠদেশে রথী অবস্থান।
অভিষেক নিবারণ মূলে কি কারণ,
করেছ কি যথাযথ তথ্যানুসন্ধান?
অনর্থক দোষ দিই কৈকয়ী মাতারে,
এ কলঙ্ক তাঁর শুধু বিমাতা বলিয়া।
কিন্তু ভেবে যদি দেখি একবার,
তাঁর মত ত্যাগী জগতে বিরল।
তিনি বেশই জানেন,
প্রার্থিত এ সিংহাসনে
না বসিবে আত্মজ ভরত;
তিনি বেশই জানেন,

পুত্রশোকে রামের অভাবে
হ'তে হবে স্বামী হারা তাঁকে ;
তিনি বেশই জানেন,
এ কলঙ্ক ঘুচিবে না জীবনে তাঁহার।
তথাপি যে কেন এ দুর্ণাম,
অনুমান—তিনি ভিন্ন সহিবার নাই।

(শ্রীরামচন্দ্রের প্রবেশ)

রাম। সত্য গুরুদেব!
হেন মাতা হয় না কাহারও ;—
বিশ্বের কলঙ্করাশি স্বীয় শিরে ল'য়ে,
আত্মপাতে—আজীবন অশ্রুপাত সাথে
ভবিষ্যের দিকে নাহি চেয়ে,
করিলেন যে প্রতিষ্ঠা অক্ষয্য, শাশ্বত,
জাতীয়তা ইতিহাসে চির সমুজ্জল।

সুমন্ত্র। আবাহন বিনিময়ে দিয়ে বিসর্জ্জন ?

বশিষ্ঠ। নহে ইহা বিসর্জ্জন, ইহাই প্রতিষ্ঠা।

রাম। সুশাসিত রাজ্যভার ভরতে অর্পিয়া,
বনভূমি শাসনের তরে
নিয়োজিত করিলেন মোরে।

বশিষ্ঠ। এ আদেশ কার রঘূত্তম ?

রাম। সম্ভবতঃ পিতারই।

বশিষ্ঠ। পিতৃমুখে শুনেছ এ কথা ?

রাম। তিনি বাক্‌শক্তি রহিত তখন।

বশিষ্ঠ। জ্ঞান ?

রাম। সম্পূর্ণই ছিল।

বশিষ্ঠ। এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

রাম। গুরুদেব!

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

ভাই !

লক্ষ্মণ। শুনেছি সকল, কিন্তু এ সম্ভব নয় ;
যতক্ষণ লক্ষ্মণ জীবিত,
যতক্ষণ করে তার ধনুঃ,
ততক্ষণ পৃষ্ঠরক্ষী কনিষ্ঠ তোমার।

রাম। তা কি হয় ভাই,
পিতৃসত্য রক্ষা তরে চলিয়াছি আমি,
আবার আসিব ফিরে সময়াস্তে পুনঃ ;
তুমি তো অবুঝ নও।

লক্ষ্মণ। অবুঝ না হ'তে পারি,
কিন্তু অত্যাচার সহিতে নারিব ;
হোক্ পিতা, হোক্ মাতা, তথাপি বধিব,
বৈরি যেবা রাম অভিষেকে।

রাম। লক্ষ্মণ, ক্রোধ বর্জ্জনীয় সদা,
ক্রোধ রিপু বড়ই ভীষণ ;
ক্রোধে মোহ, মোহে স্মৃতির বিভ্রম,
স্মৃতি ভ্রংশে বুদ্ধি বিপর্য্যয় ;
প্রয়োজন—আত্মবশে চিত্তের প্রফুল্ল।

বশিষ্ঠ। তথাপি যে অনভ্যস্ত বনবাসে।

(দশরথের প্রবেশ)

দশরথ। কেন যাবি বনবাসে ?
বিমাতা বলিতে পারে,
আমি তো বলিনি তোরে

রাম। পিতা, আপনারই সত্যরক্ষা তরে
নারী ধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন,
আপন জীবন করি কালিমা মণ্ডিত,
মাতা মোরে বলিলেন বজ্রভেদি স্বরে

অসম্ভব—অনুচ্চার্য্য—সহের অতীত,
তখন পিতার ধৈর্য্য কোথা ছিল পিতা ?

দশরথ। তুমিও তো পার পুত্র, পিতারে বধিয়া
আক্রমিতে রাজ্য—সিংহাসন ?

রাম। সত্যভ্রষ্ট করিয়া পিতারে ?

দশরথ। সত্যভ্রষ্ট কেন হব ?
পিতা হ'য়ে পারি দিতে পুত্র নির্ব্বাসন,
আর তুই পারিবি না পিতারে বধিতে ?
বধ কর্, বধ কর্ তুই,
তোরও পৈতৃকরাজ্য, বধ কর্।

রাম। পিতৃবধ, রাজ্যপ্রাপ্তি
তনয়েরই উপযুক্ত বটে।
পিতা, থাকুন নিশ্চিন্তে ;
চতুর্দ্দশবর্ষ অন্তে ফিরিব আবার,
আবার পূজিব তব চরণ কমল।

লক্ষ্মণ। আমি শুনিব না, বধিব বৃদ্ধেরে স্থির।

দশরথ। তাই কর, তাই কর্ তুই।

রাম। লক্ষ্মণ, ভাই, ধৈর্য্য হারিও না,
কোথা হ'তে পেলে এ ভ্রাতৃসম্বন্ধ ?

লক্ষ্মণ। বল—সঙ্গে নেবে মোরে ?

রাম। বনবাস নহে ক্রীড়াভূমি।

বশিষ্ঠ। শুধু কি লক্ষণ যাবে ?
রাজ্যলক্ষ্মী সীতাকেও কে রাখিবে ধ'রে ?

লক্ষ্মণ। শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে
থাকে যদি কিঙ্কর আশ্রয়ে,
হবে নাকি কোন উপকার ?
হে রাঘব! আশ্রিতেরে ক'রো না বর্জ্জন।

রাম। ভ্রাতৃস্নেহ অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতার নিকট।

লক্ষ্মণ। দাও তবে অনুমতি।

রাম। ভাই! (উদাসনেত্রে অবস্থান)

দশরথ। পিতা কি কেহই নয়? রাম,—রাম!
(বাহুপাশে বেষ্টন)

বশিষ্ঠ। পৃথিবী, এখনও ধৈর্য্য ধ'রে?
শুষ্ক ভূমে অশ্রু ব'য়ে যায়,
স্নেহ, মায়া, দয়া, কাতরতা
এক সাথে সব ভেসে যায়।

সুমন্ত্র। সুমন্ত্র!—সুমন্ত্র!
কি দেখিছ এখনো দাঁড়ায়ে?
বাল্যাবধি এই গৃহে হয়েছ পালিত
এই দৃশ্য দেখিতে কি শেষে? (পতন)

বশিষ্ঠ। সুমন্ত্র! সুমন্ত্র! (উত্তোলন)

পঞ্চম দৃশ্য। উপবন।

রাম ও সীতা।

রাম। সীতা, সেই একদিন, আর এই একদিন।

সীতা। রামচন্দ্রে কাতরতা?

রাম। এই লতা সদ্যোজাতা,
সংসার প্রবেশে অভ্রান্ত উন্মুখী,
বাতাহতা হয় যদি—

সীতা। অভিষেক দিনে
একি হেন অমঙ্গল বাণী? স্বামী!

রাম। প্রিয়ে!

সীতা। তুমি কাঁদ্‌ছো?—কাঁপ্‌ছো কেন?

রাম। বজ্রাঘাত—বনবাস
পশে যদি এখনি শ্রবণে,

সীতা। কথা ক'চ্ছ না কেন ?

রাম। সীতা, অভিষেক ! (অর্দ্ধ স্বগতঃ)
সত্যইতো, পট্টবস্ত্র পরিধানে,
কি বুঝিবে অবলা—সরলা।

সীতা। কেন ?

রাম। যাইতেছি আমি বনবাসে।

সীতা। বনবাসে ! মৃগয়া করিতে ?

রাম। মৃগয়াই বটে।

সীতা। যেতে হয় বুঝি ?

রাম। সীতা, পিতৃসত্য পালনের তরে
লইয়াছি চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস।

সীতা। কখন যাবে ?

রাম। মাতৃ আশীর্ব্বাদ নিতে যেটুকু অপেক্ষা।
সীতা, চন্দন পাদপভ্রমে
করেছিলে বিষবৃক্ষে প্রিয় আলিঙ্গন,
সংসার করিতে এসে
দেখিলে অকালে কাল শ্মশানের ছায়া।

সীতা। স্বামী সাথে র'বে পত্নী (স্বামীবক্ষে ঝাঁপাইতে গিয়া)

রাম। (পিছাইয়া) তা হয় না, কিছুতে হয় না।
(সীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিতা হইলেন)
এখনি কি করিলাম বধ ? সীতা ! সীতা !

সীতা। স্বামী, সঙ্গে নাও,—
এখনো রয়েছে প্রাণ, এখনো শুনাও,
সত্য হোক্ ব্রাহ্মণ বচন।

রাম। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে

সাক্ষী রাখি হুতাশন
তোমারে যে করেছি গ্রহণ, প্রিয়তমে!
আজি এই কালচক্র বিভীষিকা দেখে
করি যদি তোমারে বর্জ্জন,
পরলোক আসিবে না গ্রাসিতে কি ছুটে?
এস প্রিয়ে! (বাহুপাশে উত্তোলন)

সীতা। পাইলাম নূতন জীবন,
সাবিত্রীই কি রেখেছিল শুধু সত্যবানে,
শ্রীরামে কি দেখে নাই কেহ?
দাম্পত্য অনন্যসঙ্গী, প্রেম অনশ্বর।
স্বামী, স্বামী!

(কৌশল্যার প্রবেশ)

কৌশল্যা। তবে যাহা শুনিলাম সে কি সত্য—
পুত্র মোর নির্ব্বাসিত, যাবে বনবাসে?
পুত্র, পুত্র!

রাম। (সচকিতে) সীতা, মাতা—
(সপ্রভিতে সীতা অবগুণ্ঠনবতী)
এসেছ জননী!—আশীর্ব্বাদ চাহে পুত্র
গর্ভে ধ'রে উপকার পাও বা না পাও,
তথাপি সে করে দাবী—চাহে আশীর্ব্বাদ।

কৌশল্যা। পুত্র! মাতৃ-আশীর্ব্বাদ সততই থাকে,
মাতা বুঝি নাহি থাকে পুত্রের সহায়ে।

রাম। জননী ও জন্মভূমি বঞ্চিত যাহার,
এ সংসারে বৃথা জন্ম তার। মা—মা!

কৌশল্যা। বনবাসে ক্লেশ যদি হয়, বৎস!—

রাম। বনবাস ক্লেশ জ্ঞানে নয়;
মাতৃস্নেহ হ'তে র'ব দূরে,
না পাইব করিতে শুশ্রূষা,

না দেখিব চরণ যুগল
শতদল সম ফুল্ল, স্নিগ্ধ, জ্যোতির্ম্ময়
তা যদি মা! না পারি ধরিতে
লক্ষ্য পথে যেতে কি পাব পাথেয়?

কৌশল্যা। কিন্তু পুত্র! একমাত্র তুমি যে সম্বল—
চলিয়াছ ছেড়ে অভাগী মাতারে,
পারিবে কি তোমার অভাব,—মহাপাপ—
অপঘাত মৃত্যু হ'তে বাঁচায়ে রাখিতে?
তুমি নারায়ন,
সর্ব্বজয়ী নিখিল শরণ,
তুমি পার সবই করিতে;
কিন্তু যে জননী জঠরে ধরেছে,
স্তন্য দিয়ে বুকে ধ'রে মানুষ করেছে,
এনেছে পরের মেয়ে বধূ রূপে ঘরে,
কি দিয়ে বোঝাব তারে কি আছে আমার!

সীতা। মা! দাসী হ'য়ে সেবিব চরণ,
পুত্র তব যেথা করিবে গমন।

কৌশল্যা। আর আমি বৃদ্ধা, সংসারে আবদ্ধা হ'য়ে
শূন্যময় নিরালম্বে
স্বপ্ন দিয়ে গড়িব কি আশার পরিধি?
আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল্,
যতক্ষণ বেঁচে আছি—বঞ্চিত করিয়া
চাঁদমুখ দর্শনে তোদের,
বাড়াস্‌নে রে ইহলোক পিপাসা আমার।
তুইও মা! চলে যাবি?

সীতা। মা! যদিও উচিত মোর
গৃহে থেকে পদ সেবা করা, কিন্তু মাগো—

কৌশল্যা। না, তুই যা; আশ্রিতারে ছিনিয়া রাখিয়া

আর পারিব না পাপ সঞ্চয় করিতে।
তুই যা, কাছে থেকেও যেটুকু বা শান্তি পাস, যা।

সীতা। মা! মার্জ্জনা করুন কর্ত্তব্য চ্যুতারে
স্বামীরই সম্বন্ধে যে মা! সম্বন্ধ সকল।

কৌশল্যা। না, তুই যা, রাজভোগে তৃপ্তি নাই তোর,
সতীর সর্ব্বস্ব স্বামী, স্বামী পাশে থাক্!
পর্ণপত্র করিবি আহার, পেয় হবে
সকর্দ্দম জল, অবশেষে ধূলায়ও শয়ন।
অযোধ্যার ভাবী রাজা!
রঘুবংশ বংশধর!
সূর্য্যকুল গৌরবের মূর্ত্ত্য পরিগ্রহ!

রাম। পেয়েছিনু জননী এমন,
তাই হেন স্বাতন্ত্র্য অর্জ্জন।

কৌশল্যা। বৎস! কি আর কহিব?
সীতারে যতনে রেখো,
কাছ ছাড়া নাহি ক'রো,
দুর্গম বনানী—সদা হিংস্র প্রাণী,
তদুপরি অনভ্যস্তা সরলা বালিকা;
সাধ্যমত অভাব পুরণে তার
সর্ব্বদা সচেষ্ট থেকো,
জননীর অশ্রুসিক্ত এই আশীর্ব্বাদ।

(যুগলে অবনত শিরে প্রণত, জননীর
দুই তিন ফোঁটা অশ্রু আশীর্ব্বৃষ্টি স্বরূপ নিপতিত)

ষষ্ঠ দৃশ্য। বহিঃপ্রাঙ্গন।

সুমন্ত্র, রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

রাম। দাও, দাও সুমন্ত্র!

বস্ত্র দাও, বনবাস উপযোগী
নির্দ্ধারিত বস্ত্র দাও !

(রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বস্ত্র গ্রহণ ও
স্ব স্ব চেষ্টায় পরিধান)

তুমি পার্‌ছো না—না ?
বড় মোটা, বড় ভারী,—
এস, এস আমি পরিয়ে দিই ;
কিম্বা আমি একপ্রান্ত ধরি,
তুমি ভাল ক'রে পর।

স্বমন্ত্র। স্বমন্ত্র। দেখ্, দেখ্,
অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী,
দশরথ পুত্রবধু, জনক দুহিতা !

রাম। লক্ষ্মণ !
সর্ব্বাপেক্ষা জীবনের বড় ঋণ এই—
সাথে সাথে তোমার গমন।
কি দোষ করেছে উর্ম্মিলা !
গমনের পথ মোর নিরুদ্বিগ্নই হ'ত,
উর্ম্মিলার অশ্রু যদি বাধা না পড়িত।
প্রতিপদে তার স্মৃতি,
ম্রিয়মান, লক্ষ্যহীন জীবনের গতি
ঘটায় কর্ত্তব্যচ্যুতি অবহিত থেকেও।

লক্ষ্মণ। তার চেয়ে বড় ব্যথা, দারুণ কলঙ্ক
আর্য্যারে হয়েছে হ'তে পথের বাহির,
আর্য্যারে হইল নিতে হেন দীন বেশ।

সীতা। যেথা আর্য্যপুত্র, লক্ষ্মণ দেবর মোর,
সে কি পথ ? যেথা উভয়ের তীক্ষ্নদৃষ্টি
সতর্ক প্রহরী, সেথা ভয় ? যেথা ভ্রাতা
সদা ভ্রাতৃ-অনুগামী, সেথায় আতঙ্ক ?

যাহার অভীষ্ট সিদ্ধি, তৃপ্তি সম্পাদন
নিত্যকর্ম্ম উভয় বীরের, সে কি দীন ?

রাম। গুণময়ি, একটা বৈশিষ্ট্য দেখে
আশ্চর্য্য হইয়া যাই, রাজবেশে কিম্বা
হতশ্রদ্ধ দীনবেশে যেমন সাজাও
কোনদিকে সৌন্দর্য্যের নাহি হয় হানি।
বাহ্য-অভ্যন্তরে পৃথক দেখি না,
আলিঙ্গনে নিপীড়নে থাকে সমভাব,
সুখে দুঃখে নাহি হয় মুখের বিকৃতি;
এ প্রকৃতি বিধাতার সৃষ্টিরই বৈচিত্র্য।

পট পরিবর্ত্তন।   অপর বন।

(দশরথের প্রবেশ)

দশরথ। সুমন্ত্র! সুমন্ত্র! কি করেছিস্,
আর বেশ ছিল না কি কিছু!

রাম। পিতা, ইহা কাল-উপযোগী,
চিত্তবল সঞ্চয়ের যোগ্য উপাদান।

সুমন্ত্র। আমি নয়, কৈকয়ী মাতার দান।

দশরথ। না—না, রাজকোষ শূন্য ক'রে
যাহা আছে দে, সব দে।
রাম যায় দিগ্বিজয়ে মোর,
পথে কোন ক্লেশ নাহি পায়; সব দে, সব দে।

(বশিষ্ঠ প্রমুখ পুরবাসীগণের প্রবেশ)

১ম। আমরাও সব যাব, যেখানে রাম যাবে—আমরাও সেখানে গিয়ে বাস কর্‌বো, নূতন নগর তৈরী কর্ব্ব।

২য়। যেখানে ভায়ে ভায়ে বিচ্ছেদ না হবে, যেখানে হিংসা—

দ্বেষ এসে প্রতিবন্ধক হ'য়ে না দাঁড়াবে, যেখানে পল্লীর সৌন্দর্য্য অব্যাহত রেখে স্বাস্থ্য—শ্রীকে ফুটিয়ে তুল্‌তে প্রাণ নিতে প্রাণ দিতে কেউ ভয় পাবে না, আমরা সেইখানে গিয়ে বাস কর্‌বো, নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর্‌বো। এমন রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর্‌বো, যেখানে শুধু হাসি, শুধু তেজঃ, শুধু আত্মদান।

বশিষ্ঠ। মহারাজ! প্রজাতন্ত্রে আঘাত করিয়া,
বিক্ষুব্ধ করিয়া সব বিশ্বস্ত জনেরে,
এইভাবে বধূ জানকীরে—নিরাশ্রয়ে
ছেড়ে দিয়ে, যে অপ্রীতি করিলে সঞ্চয়,
রাজা নামে ইহা ধিক্কার চরম ;
এ কলঙ্ক জীবনে যাবে না। সাধ্য যদি
থাকে, বাধা দাও সবে সাধ্বীর গমনে,
অযোধ্যার রাজ্যলক্ষ্মী যায় সাধ্বী সনে।
সাধ্বী !

সীতা। গুরুদেব! আদেশ ক'রো না তুমি ;
নারীর স্বাতন্ত্র্য নেই,
পতি সনে পত্নী—যথা সাগরে প্রবাহ।

বশিষ্ঠ। বুঝিয়াছি চাহ তুমি চির অবিচ্ছেদ ;
স্বামী স্বর্গ, স্বামীই অনন্তধাম,
কৌশল্যা বৃদ্ধারে শান্ত তুমিই করিলে।
সুচতুরা !

দশরথ। রাজকোষে যাহা আছে দাও,
রথ দাও, হস্তী, অশ্ব, সৈন্য সব দাও,
রাজপুত্র বনে যায়—
শোভাযাত্রা হোক্ যথা মত।

(কৈকয়ীর প্রবেশ ও পশ্চাতে নিয়তি)

কৈকয়ী। আর আমি হেথা রহিব একাকী

নামমাত্র সিংহাসন ল'য়ে?　রাজা!
ফিরাইয়া লহ প্রতিশ্রুতি,
শিখিয়াছ ভাল রাজনীতি,
শিখায়োনা অন্যে যেন আর।

দশরথ। রাক্ষসী,—রাক্ষসী! রাম! রাম!

কৈকয়ী। এখনতো হবই রাক্ষসী;
আর কি সেদিন আছে,
আর বুঝি নাও বা ফিরিবে।

দশরথ। কুহকিনি!

কৈকয়ী। কুহকিনী আমি নই রাজা; বর আমি
চাহি নাই, বর দিয়েছিলে তুমি।

সকলে। আমরা বিদ্রোহ করবো।

দশরথ। আমি তোর পিতা নই,
পিতা নামে আমি রে জহ্লাদ।

রাম। পিতা, সন্তান কুণ্ঠিত নয়,
রাজ্য আশে করিবে না কখনো বিবাদ।
রাজকোষে নাহি প্রয়োজন,
সেথা বন—হবে মাত্র অপব্যবহার।
পৌরজন! যতক্ষণ বৃদ্ধের জীবন,
প্রজার কর্ত্তব্য সদা রাজানুবর্ত্তিতা।
বিদ্রোহীর শান্তি নাই,
বিদ্রোহী কখনো নাহি সুখী হয়,
অনুরাগে যাহা আজ করিবে আশ্রয়,
বিদ্বেষেই তাহা পুনঃ জ্বলে যায়,
জন্ম মৃত্যু রূপে যাহা নিত্য দেখা দেয়।

সকলে। আমরা বিদ্রোহ করবো, আমরা বিদ্রোহ করবো।

রাম। ভ্রাতৃগণ! প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ভেঙ্গে
নবরাজ্য গঠন অপেক্ষা

সংস্কৃত, সংযত করা কর্ত্তব্য প্রথম।
ভরত সর্ব্বতোভাবে হবে না অপটু,
কর তারই অভিষেক,
দশরথ রাজ্যকালে
যেমন সকলে ছিলে,
সেইমত র'বে সুখে—রাখ রশ্মি ধ'রে।

১ম। আমাদের রাজা
যাবে বনে আমাদের ছেড়ে,
ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার অন্যে তুলে দিয়ে,
আর মোরা রব' নিশ্চিন্তে বসিয়া ঘরে?
স্ব স্ব রশ্মি রাখ দৃঢ় করে, যে যেখানে
আছ—অধিকার ছেড়ো না নিজের,
নিজেরে না চিনিতে পারিলে
সব যাবে, আশা যাবে,—ভবিষ্যৎ যাবে,—
আত্মহারা হ'য়ে বিহ্বলে চাহিয়া র'বে।

লক্ষ্মণ। অযোধ্যার হিতৈষিমণ্ডলী,
বুঝেছ যে এ সকলি—ইহাই প্রভাত;
সারাদিন রয়েছে সম্মুখে,
যথেষ্ট সময়, করি অনুনয়—
হারায়োনা হেলায় রতন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য। বনভূমি।

রাম। সীতা, এখনও বল,
এখনো উপায় আছে,
যায় নাই অতিদূরে এখনো সুমন্ত্র।

সীতা। কেন নাথ, কেন হেন প্রশ্ন নিদারুণ ?
কেন হেন সন্দেহ অন্তরে ?
বিকৃতি কি ঘটেছে এমন,
যাতে এ বিক্ষোভ তব অহেতুক ?

রাম। তথাপি কর্ত্তব্য মোরে করে বিচলিত,
স্বামী নাম বৃথাই ধ'রেছি।
সুমন্ত্র চলিয়া গেলে
হও যদি এখনি পীড়িত,
নিরুপায়ে অসময়ে দিব ভাসাইয়া
আমার সযত্নে গড়া সোণার প্রতিমা।

সীতা। আমি জানি, কষ্ট হবে তখনি আমার,
যখনই বঞ্চিত হব চরণ ছায়ায়।

রাম। লক্ষ্মণ !
পৌরজনে কি ক'রে যে নিবৃত্ত করেছি,
কি ভাবে যে ফাঁকি দিয়ে
ত্যজিয়াছি তাদের সন্নিধি,
তুমি তো দেখেছ সব ;
পুনঃ যদি আসে তারা
তাদের সান্ত্বনা দেওয়া হবে অসম্ভব।
তার চেয়ে চল ত্যজি শীঘ্র এই স্থান,
বক্রপথে না পারিবে গতি নির্দ্ধারিতে।

[সকলের প্রস্থান]

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

১ম। প্রভাত হইতে মোরা করি অন্বেষণ
কোন্ পথে গেল রাজা।

২য়। রথচক্রচিহ্ন দেখে হয় অনুমান,
অনুমান কেন—হয় স্থির,
এই পথেই গেছে তাঁরা।

১ম। এ যে অযোধ্যারই দিক।

২য়। ভ্রান্ত পান্থে নাহি হয় দিক নিরূপণ।

১ম। এতদূর এসে—শেষে ফিরে যেতে হবে ?

২য়। এতদূরই ছিল গতি, লক্ষ্য কই আর ;
এস দেখি খুঁজে।

পটপরিবর্ত্তন। বনপ্রান্ত।

গুহক। আজি যেন মহামহোৎসব ;
বৃক্ষ, লতা সব আপন ভাষায়
কি যেন জানায়,
কি যেন কি কথা কয় পরস্পরে ;
পাখীরাও সাড়া দেয়,
পশুরাও ঘোরে ফেরে উৎকণ্ঠিত রয়।
একি আনন্দ তাদের ?
কিম্বা সকরুণ অনুভূতি ?
আমারও হৃদয় মধ্যে
কি যেন কি নাড়াচাড়া দেয়,
আনন্দ নিশ্চয়। ওই কারা আসে,
শুনিতেছি আসিতেছে অযোধ্যার রাজা।

('রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম। অযোধ্যার রাজা আমি নই,
অযোধ্যার একজন নগণ্য সেবক।
তুমি এ রাজ্যের অধীশ্বর, গুহক চণ্ডাল ?

গুহক। আমিও সেবক।

রাম। রাজা ?

গুহক। রাজা তুই। দেখ্‌বি চল্‌,
কাকে যে নগর বলে—দেখ্‌বি চল্‌.
কেমন সাজাতে হয় ঘর, দেখ্‌বি চল্‌।

রাম। ঘরে তো যাব না ভাই।

গুহক। ও ঘর আমার নয়, আমি যে কিঙ্কর তোর।
তোর রাজধানী, তুই না দেখেই যাবি?
বন দেখেই হয়েছে নগর ভ্রম?
অযোধ্যার সনে আয় মিলায়ে দেখিগে—
কাকে রাজ্য বলে।

রাম। গুহক, চণ্ডাল, ভাই!

গুহক। ও, নীচ ব'লে ঘরেও যাবি নে।

রাম। দাও ভাই! খেতে?

গুহক। আয়, সব আয়, একেও সঙ্গে এনেছিস্?

(সকলের প্রস্থান)

পটপরিবর্ত্তন।　　　　নদীতীর।

(রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও গুহক)

রাম। আর কেন ভাই, কতদূর যাবে আর?
রাজ্য ছেড়ে আসিতেছ সাথে।

গুহক। তুই রহিলি না,
এত ক'রে সাধিলাম ধরিয়া চরণ,
তবুও না রহিলি রে চণ্ডালের সাথে?

রাম। আতিথেয়ে হইয়াছি পরম সন্তুষ্ট,
ফিরিবার পথে পুনঃ হইবে সাক্ষাৎ;
এবে কর অনুমতি—

গুহক। পারে যাবি, দাঁড়া, আমি নৌকা নিয়ে আসি।
ভরদ্বাজ আশ্রম ওপারে।

(গুহকের প্রস্থান ও সকলের অনুগমন)

পটপরিবর্ত্তন। ভরদ্বাজ আশ্রম।

(উটজে বসিয়া জনৈক বটু, নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল)

রাম। গুহক, ভাই!
তুমি যে করিলে পার,
ইহা ইহলোক কিম্বা পরলোক নদী?

গুহক। ছেড়ে যাবি, একান্তই ছেড়ে যাবি?
(লক্ষ্মণের প্রতি) ভাই, দেখিস্ বধূরে তুই—
ফিরিবার কালে যেন শুকায়ে না যায়।

লক্ষ্মণ। এস ভাই, কতদূর যাবে আর?

গুহক। দেখিস্ বধূরে তুই, দেখিস্ বধূরে।

(নৌকায় আরোহণ ও প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। কি বিশ্বাস, সারল্যের মূর্ত্ত্য প্রতিচ্ছবি;
সঙ্গে বাসও পরম সৌভাগ্য।

রাম। হে কুমার, ঋষিরে সংবাদ দাও,
বল রাম দাশরথি সাক্ষাৎ প্রত্যাশী।

(ব্রাহ্মণ কুমারের অভ্যন্তরে গমন ও ভরদ্বাজ সহ পুনরাগমন)

করিলাম তপের ব্যাঘাত,
মার্জ্জনা করুন ঋষিবর!

ভরদ্বাজ। দর্শনেই তপঃসিদ্ধি,
অন্য তপঃ না হ'ল বা আর;
আসুন ভিতরে, যজ্ঞেশ্বরে অর্ঘ্য দিয়া
আরব্ধ সম্পূর্ণ করি।

(সকলের অভ্যন্তরে গমন)

পটপরিবর্ত্তন।　　　　　　　　বনপ্রান্ত।

বিরাধ ও মারীচ।

উভয়ে।　　　　(গীত)

এ আমার তেমনি অভিনয়,
　　এ আমার তেমনি অভিনয়!
খিঁচিয়ে উঠে বানর যেমন,
　　মনে করে হাস্‌ছি কেমন,
ঝুলিয়ে দোলা হাত পা ছুঁড়ে
　　কত দিচ্ছে পরিচয়!!
বস্‌ছি যেথা কাট্‌ছি সে ডাল
　　পায় না পাণি হাল!
　　ওযে, পায় না পাণি হাল!
নিশির ডাকে আঁৎকে উঠি
　　দিচ্ছি দশে গাল,
　　শুধু দিচ্ছি দশে গাল!!
মট্‌কা ভেঙ্গে পড়্‌বো যখন,
　　কর্‌বো শ্মশান এ তিন ভুবন,
সাধের যা তা কোঁচড় ভ'রে
　　কর্‌বো পলায়ন,
　　ওযে, কর্‌বো পলায়ন!
মুখ বাড়িয়ে থাক্‌বি চেয়ে
　　দেখ্‌বি বৃন্দাবন!
　　তোরা, দেখ্‌বি বৃন্দাবন!!

বিরাধ। একটা মানুষ এয়েছে, সে আবার আমাদের মার্‌বে, হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ।

মারীচ। আমি তো ভাই, দেখে শুনে তপস্যায়ই বসেছিলাম, রাজা এসে ছাড়্‌লে না, মানুষের সঙ্গে পরিচয় কর্‌বার তেমন ইচ্ছাই নেই।

বিরাধ। তুমি যাও—যাও, ঘুমোও গে যাও। দুটো পুরুষ আর একটা মেয়ে মানুষকে এক সঙ্গে গ্রাস কর্‌তে পার্‌বো না।

মারীচ। তবে আমি আসি ভাই। [উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান]

(শরভঙ্গের দ্রুত প্রবেশ)

শরভঙ্গ। আসিতেছে নারায়ন—এই পথে যাবে,
দর্শনের পরে আর বিলম্ব না ক'রে,
সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগে অনল প্রবেশে
দেহনাশে নির্ব্বাণত্বে আত্মদৃঢ় করি।

(উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন)

পটপরিবর্ত্তন। অপর বন।

(চিতা সম্মুখে দণ্ডায়মান শরভঙ্গ ;
রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম। লক্ষ্মণ, ভাই,
গুহকের সরলতা দেখেই
হইলে বিস্মিত এত ? বল দেখি—
ভরদ্বাজ গৃহে দেখিলে যাঁহারে,
কেবা সে কুমার ?

লক্ষ্মণ। শিষ্য, ছাত্র, সেবক, সহায়।

রাম। সত্য এ সকল, কিন্তু নহে সে পুরুষ।

লক্ষ্মণ। তবে কি সে ?

রাম। পরিণীতা।

লক্ষ্মণ। এ ভাবে যে ?

রাম। ঋষিদের সবই বিপরীত ;
তপস্যার পাছে বিঘ্ন হয়,
রেখেছে পুরুষ বেশে তাই।
সে যে নারী, সেও তা জানে না।

লক্ষ্মণ। তা যদি অদ্ভুত। দেখ—দেখ আর্য্য!
চিতানলে ঋষি এক আত্মবলি দেয়।
(শরভঙ্গের তথাকরণ)

রাম। এও এক অনন্য অদ্ভুত।

(বিরাধের প্রবেশ)

বিরাধ। তার চেয়ে আরও অদ্ভুত দেখ!

সীতা। রক্ষা কর, রক্ষা কর আর্য্য।

রাম। লক্ষ্মণ, অন্তরালে ল'য়ে যাও সীতা;
সম্মুখে রাক্ষস, করি শর সংযোজন। (তথাকরণ)

বিরাধ। সীতারে অর্পণ কর;
করি ত্যাগ ধনুর্ব্বাণ,
পলায়নে আত্মরক্ষা কর;
নতুবা করিব গ্রাস—
(বাহু প্রসারিয়া গ্রাসিতে উদ্যত হইলে
শরাঘাতে ছিন্ন বাহু হইয়া)
যাক্, যাক্ বাহু,
তবু না ছাড়িব, তথাপি গ্রাসিব।
(পদদ্বয় ছিন্ন হইয়া) গেছে পদদ্বয়, যাক্,
কিবা তাতে আসে যায়, তথাপি গ্রাসিব।
(বসিয়া বসিয়া আক্রমণোদ্যত হইলে শরাঘাতে ছিন্নশির হইল)

রাম। কবন্ধও আসে দেখি।

পটপরিবর্ত্তন। বনপ্রান্ত।

(সভয়ে বেগে মারীচের প্রবেশ)

মারীচ। আড়াল থেকে বিরাধ বধের দৃশ্যটা না দেখে রাক্ষস জন্মটাই যে নিরর্থক—তা' এইবার হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেবে। মানুষ যদি রাক্ষসকে দেখে ভয়ই পাবে,

তবে রাক্ষস কেন বনে এসে বাস করবে? এবার বনে থেকেও দেখি পালাই পালাই ডাক্ ছাড়তে হয়। পালাই, পালাই, তপস্যায়ই ভাল।

(বেগে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। দণ্ডকারণ্য

(পর্ণকুটীরে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ উপবিষ্ট, পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে নিপতিত ভরত, অদূরে কৈকয়ী ও বশিষ্ঠ দণ্ডায়মান)

ভরত। আমি কি অনুজ নই?
আমি কি পাবনা তব সেবিতে চরণ?
রাজ্য আমি চাহিনা লইতে,
ধরিলাম পদতলে এ রাজ মুকুট,
বার বার কেন কর প্রত্যাখ্যান?
ফিরে চল, ফিরে চল অযোধ্যায়।

রাম। ভরত! মৃত পিতা আমারি কারণ,
স্মৃতি তার হয়নি বিলোপ;
পুত্র হ'য়ে সত্য ভ্রষ্ট করিয়ে তাঁহারে,
নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে
কিছুতেই অযোধ্যায় ফিরিব না স্থির।
তুমি ফিরে যাও, রাখ অনুরোধ;
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা করে অনুনয়,
মর্ম্মাহত ক'রোনা তাহারে।

ভরত। তবে দাও, দাও পাদুকা তোমার,
সিংহাসন পরে রাখি—থাকি অপেক্ষায়।

রাম। ভরত, হ'য়ো না বিমর্ষ;
আঘাত দেবার তরে
ফিরে যেতে বলিনি তোমারে,

দূরে থেকেও আছ সদা স্নেহক্রোড়ে ভাই।
প্রত্যাখ্যান মনেও ক'রো না,
মনে ক'রো কর্ত্তব্য পালন।

কৈকয়ী। (অগ্রসর হইয়া) আর আমি ?

রাম। (নতশিরে নিকটস্থ হইয়া) জননী!

কৈকয়ী। (চীৎকারিয়া) আর আমি ?

রাম। কি উত্তর দিব মাতা ?

কৈকয়ী। ক্ষমা কি পাব না ?
বৈধব্য নিয়েও আজও হয় নাই অবসান ?
তুমি অন্তর্যামী, অন্তরেতে বিহার তোমার,
অন্তরে যে কি বেদনা—

রাম। মা, কঠোর নিয়তি,
বিরুদ্ধ প্রকৃতি তাহা করেছে সৃজন।

কৈকয়ী। চাহি নাই আমি সিংহাসন,
চাহি নাই নির্ব্বাসন তোর।
ক্ষণিকের উত্তেজনা,
ক্ষণিকের আশা মরীচিকা
মুগ্ধ ক'বে,—আমাকে উন্মাদ ক'রে
উচ্চারণ করাইল মুখ দিয়ে মোর
যেই বিসদৃশ বাণী—কলঙ্ক বাহিনী,
পরিণাম এত যে ভীষণ তার,
পুত্র স্নেহ এত যে প্রবল,
পারি নাই বুঝিতে যে রাম।

রাম। মা, সকলি কারণ আমি ;
পুত্র হ'য়ে না সাজালে তোমারে এমন,
নহি হয় বনভূমি শাসন আমার।

বশিষ্ঠ। কৈকয়ী কি সামান্যা রমণী!

কৈকয়ী যে কত ধৈর্য্য, কত শক্তি ধরে,
কি বুঝিবে লঘুজনে তার ?

লক্ষ্মণ। ক্ষমা কর জননী আমার !
রূঢ়কথা বলিয়াছি কত।
বনবাসে এত সুখ, এত তৃপ্তি,
প্রকৃতির এ আস্বাদ—স্বাভাবিক দান,
অনুভব—উপলব্ধি হ'ত না জীবনে।

বশিষ্ঠ। সত্য কথা বলেছ লক্ষ্মণ !
অনুভব ইন্দ্রিয়ে বিকাশ,
অতীন্দ্রিয় সাধ্য যাহা—তাহা উপলব্ধি ;—
তাই হাস্যময়—চির নির্ব্বিকার,
বাস্তবের সনে কভু হয় না তুলনা ;
প্রস্ফুটিত জ্যোৎস্না বা কমল
উপমানে উপহাস মাত্র করে ক্রয়।
রাম ব্রহ্ম, সীতা মায়া—লক্ষ্মী স্বরূপিণী,
লক্ষ্মণ অনন্ত নাগ সাথে সাথে ফেরে
ছত্র ধ'রে ধৈর্য্যরূপে উভয়ের শিরে।

রাম। গুরুদেব ! লয়ে যাও ভরতেরে,
অভিষেক কর যথাযথ ;
জনে জনে সমৃদ্ধ করিয়া
প্রজাপ্রীতি—রাজ্যভিত্তি রাখ সমুজ্জ্বল।

কৈকয়ী। রাম ! গুণনিধি !
দে, ছেড়ে দে, নিয়ে যাই বধূরে আমার,
আমার গৃহের লক্ষ্মী, আমারি সর্ব্বস্ব।

রাম। ভরত ! থেকো অবহিত।

ভরত। অবহিত আর কি থাকিব ;
রাম রূপ, রাম ধ্যান, রাম নাম জপ,
রাম স্মৃতি—এ পাদুকাই মুকুট আমার।

(পাদুকা শিরে লইয়া প্রস্থান, বশিষ্ঠ ও কৈকয়ীর অনুগমন)

রাম। লক্ষ্মণ! এস,
এখনি দণ্ডকারণ্য—এ পর্ণ কুটীর
ত্যজিয়া অন্যত্র যাই; হয়েছে আশঙ্কা—
হয়তো বা আসিবে ভরত
প্রতিকার্য্যে পরামর্শ নিতে,
উৎপীড়িত হবে তপোবন,
সৈন্যভারে একপ্রান্ত নত; এস সীতা!
(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।　　　　পঞ্চবটী পথ।

দর্পণ হস্তে সূর্পণখা।

সূর্পণখা। ওরে, নূতন মানুষ এয়েছে রে, দুটোর মধ্যে একটাকেও যদি পতি করে নিতে পারি, তাহ'লেও বুঝি একটা অগতির গতি হল। ওঃ, কি রূপ রে! হোক্‌গে মানুষ, না হয় লঙ্কা ছেড়েই যাব; কিন্তু ওদের সঙ্গে একটা বউ আছে, হোক্‌গে—একটাকেও তো পাব। বউটারই বা কি রূপ! আয়নাখানা নিয়ে যাচ্ছি, তার মুখের সামনে ধ'রে দেখ্‌বো—আমার মুখের সঙ্গে তার তুলনা হয় কি না। (দর্পণে স্বীয় মুখ দর্শনান্তে, এক গাল হাসিয়া) ভুল্‌বে নিশ্চয়ই; আমার নামই না হয় সূর্পণখা, নখটাও কিছু বাঁকা, তা হোক্‌গে—ভুল্‌বে নিশ্চয়ই।
(সুর করিয়া)
সেজে গুজে যাচ্ছি এমন.
পার্‌বো না কি ভোলাতে মন?
[নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে প্রস্থান]

(বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র করে অগস্ত্যের প্রবেশ)

অগস্ত্য। চতুর্দ্দিকে ঘনঘটা,
মুহুর্ম্মুহু গর্জ্জিছে অশনি,

ভয়ঙ্কর আসিতেছে দিন।
বিরাধ নিধনে—অসম্ভব সম্পাদনে
রাক্ষসের ক্ষিপ্তপ্রায় ক্ষুব্ধ আক্রমণ,
তপোবনও রণরঙ্গে মাতায়ে তুলেছে।
সীমাহীন সমষ্টির এই অভিযান,
পর্ণশালাস্থিত রাম,
কোথা পাবে অপর্য্যাপ্ত বাণ ?
ভবিষ্যের মহারণে সাহায্য কারণে
ঐন্দ্রধনুঃ তূণীরাদি বাণে পূর্ণ করি,
চলিয়াছি রাম করে অর্পিতে সকল !
বিলম্বেতে কার্য্য হানি— [সত্বরপদে প্রস্থান]

(মারীচের প্রবেশ)

মারীচ। উরি বাবারে, একেবারে রক্তগঙ্গারে, সূর্পনখার নাকেএতও রক্ত ছিলরে, একেবারে ঝলকে ঝলকে রাস্তায় ঝরণা বইয়ে দিয়েছে রে। ওরে খর, দূষণ, ত্রিশিরা যে যেখানে ছিল বনে, সকলেই গেছে রাম আক্রমণে, এখন প্রাণ নিয়ে এলে বাঁচি। ওরে, রক্ষঃ কুল ধ্বংশ হ'য়ে যায়। আমি দেখে শুনে তপস্যায় বসেছিলুম, রাজা না এসে আমায় মৃগবেশে সীতাকে ভুলিয়ে রামকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে মতলব না দিয়ে নিজেও মাথায় কত মতলব আঁটতে আঁটতে বেরিয়ে গেলেন। এখন আর কাছে যাওয়া নয়, দূরে থেকে যা হয়। সীতার মনটাকে না ভুলিয়ে, একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে, নাছাড়বান্দা বায়না না ধরিয়ে, রামকে সরিয়ে, রামের স্বরানুকরণে সীতার প্রাণকে কাঁদিয়ে, লক্ষ্মণকে তাড়িয়ে, ব্যস,—এখন যাই, চেষ্টা কর্‌ছি তো আর আজ থেকে নয়, দেখা যাক্—কবে সুযোগ হয়।

(প্রস্থান

পটপরিবর্ত্তন।		পঞ্চবটী।

(রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও অদূরে লম্ফমান মৃগ)

লক্ষ্মণ। যেও না, যেও না আর্য্য! করি নিবারণ,
মতিভ্রম হয়েছে আর্য্যার।
অজস্র রাক্ষস পাতে
পঞ্চবটী হ'য়েছে বিক্ষুব্ধ,
নহে উহা প্রকৃত সঞ্চার, উহা মায়া;
উহা মৃগ নয়, রাক্ষসীয় প্রলোভন।

সীতা। স্বামী!

রাম। সীতা!

সীতা। দাও, এনে দাও,
অতি মনোরম, নয়ন রঞ্জন,
তাই আকিঞ্চন, দাও।

রাম। শুনিলে তো লক্ষ্মণ নিদেশ।

সীতা। না, দাও,
যত নাচে, তত মন কেড়ে নেয়, দাও।

রাম। একি তব দুরন্ত আবেগ?
বালিকা হ'তেও দেখি অত্যন্ত চঞ্চলা।

সীতা। স্বামী!

রাম। অভিমান? সীতা! এ সময়েও অভিমান?
প্রত্যেক বিক্ষেপে হয় ভয়ের উদ্ভব,
প্রতিপলে রোমাঞ্চ সৃজন,
তোমারে যে কি ক'রে রাখিব নিরাপদে
নাহি পাই দিক্ ভেবে।

সীতা। স্বামী!

রাম। বেশ, চলিলাম আমি; লক্ষ্মণ!

তোমার উপরে ভার তোমারি আর্য্যার।

(প্রস্থান করিয়া দূরে মৃগ সমীপে উপস্থিত হইলেন)

যত কাছে যাই, তত দূরে দূরে যায়,
যত ধরি ধরি করি, তত পলাইয়া যায়।
একি মায়া, সত্যইতো মৃগ নয় ;
লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ !
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে মোরে ?
তথাপি ধরিব মৃগ, প্রিয়ার আদেশ,
জীবিত কি মৃত—তথাপি ধরিব।

[বাণারোপণে প্রস্থান]

(দূরে রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। হেরি কথঞ্চিৎ কার্য্য সিদ্ধির আভাষ ;
জ্যেষ্ঠ রামে মৃগবেশে ভুলাইয়ে ছলে
ল'য়ে গেছে দূরে বিশ্বস্ত মারীচ ?
কিন্তু কি ধিক্কার, দুর্দ্দান্ত রাবণ আজ
সমাগত ভিক্ষুকের বেশে,
ছিদ্রান্বেষী তস্করের মত
জঘন্য, লোলুপবৃত্তি পরশ্রীহরণে।

নেপথ্যে। লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ ! বিপন্ন জীবন মোর ;
তৃষ্ণার্ত্ত, আক্রান্ত, ভ্রান্ত রক্ষঃ মায়া বলে,
রক্ষ মোরে।

সীতা। লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ,
ছুটে যাও—অগ্রজ তোমার
আর্ত্তকণ্ঠে করিছে চীৎকার।

লক্ষ্মণ। আর্য্যে ! নহে ইহা উপবন,
অযোধ্যার চিরশান্ত নিভৃত পালঙ্ক !
রাক্ষসীয় উপদ্রব, সদা অনুকৃতি,
মায়ারূপ—নিরন্তর ঘটায় বিকৃতি।
দেখিয়াছ—আর্য্য মোরে গচ্ছিত অর্পিয়া

রক্ষণের ভার দিয়া, তোমারি কুহকে
গেছে সে ধরিতে মায়া মৃগ—অসম্ভব।

সীতা। লক্ষ্মণ, শ্রদ্ধা ছিল দেবর বলিয়া,
কিন্তু তা অলীক, তুমি শত্রু অনুচর।
এই দণ্ডে যাও আর্য্যে করিতে উদ্ধার,
নতুবা করিব বিষ পান,
অথবা ডুবিব জলে,
অথবা ত্যজিব প্রাণ বেণীর সাহায্যে।

লক্ষ্মণ। নারী, এতই অবলা তুমি ?
তুচ্ছ ঘাত প্রতিঘাতে
না পার রহিতে স্থির ?
কোথা আর্য্য, কি আদেশ করিয়া গিয়াছ ?
এত বড় অপমানও লক্ষ্মণের শিরে !
কিন্তু আর্য্যা ! ভাল করিলে না,
যাইতেছি আর্য্য অন্বেষণে,
থেকো সাবধানে, নাহি ক'রো সীমা অতিক্রম।
রক্ষা ক'রো বনদেবী,
রক্ষা ক'রো আর্য্য ঋষিগণ,
রক্ষা ক'রো পিতৃসখা বান্ধব জটায়ু। (প্রস্থান)

সীতা। (উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে)
একি অমঙ্গল, একি বিভীষিকা ছায়া,
একি ঘন নিঃশ্বাস পতন !
ওহো ! কি করিলাম, কি করিলাম !

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। কিছু কর নাই সুন্দরী ললাম'!
পর্ণগৃহ হ'তে হবে অট্টালিকা বাস,
রাবণ দাসানুদাস সম্মুখে আগত।

সীতা। মুক্তিভিক্ষা তরে ঋষি,

একি দীন আনুগত্য, হীন ব্যবহার ?
পাতকী ক'রোনা আর অভাগী সীতারে।

রাবণ। শোন নাই রাবণের নাম ?

সীতা। স্বামী নাম ভিন্ন অন্য কোন নাম
নাহি পশে নারীর শ্রবণে।

রাবণ। অন্তঃপুর বিহার তোমার,
কেমনে বা জানিবে প্রতাপ,
রাবণ কি,—কেই বা সে ? (সাক্রমণে প্রস্থান)

(দূরে রথারূঢ় সীতা ও চক্র ধূর্য্যোপরি রাবণ)

নেপথ্যে। রে রাবণ !
সীতাত্যাগে কর পলায়ন,
রক্ষঃকুলনাশে হ'সনে উদ্যত,
এখনও পক্ষিরাজ জটায়ু জীবিত।

(পক্ষবিস্তারে জটায়ুর রথ আক্রমণ ও চূর্ণ, বিচূর্ণ করণ)

রাবণ। কে জটায়ু, পক্ষিরাজ !
রাবণের হাতে তব ইহ লীলা শেষ।

[শস্ত্রাঘাতে জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ, ভিন্নরথে সীতাকে লইয়া প্রস্থান]

(দূরে রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম। লক্ষ্মণ, কি করেছ, ছাড়িয়া এসেছ
একাকিনী সীতারে আমার !
আর নাহি যেতে চায় মন,
নাহি চায় চলিতে চরণ,
না পারে রাখিতে ধৈর্য্য—

লক্ষ্মণ। আর্য্য ! পারি নাই সে তীব্র বচন
সহিতে অশনি সম দুঃসাধ্য বিষম।

রাম। তথাপি পুরুষ তুমি, সে অবলা নারী।
লক্ষ্মণ, কি করেছ, কোথা যাব,

গিয়ে সেথা কি দেখিব ?
শূন্য পর্ণশালা—গৃহ লক্ষ্মী হারা
কাঁদিছে সকলি প্রিয়া সীতার বিহনে।

(অন্তরালে নিয়তির আবির্ভাব)

নিয়তি। (গীত)

থেমে গেছে বাণী থেমে গেছে বীণা
তরু লতা শ্রেণী বিষাদে বিলীনা,
পশু পক্ষী সব সমাধি মগনা
নিথর প্রকৃতি, নীরব সব।
পুলক পরশে ফোটেনা মুকুল
ঝরে নাকো মধু—অনুভব ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁখিতারা ক্ষয়ে নব এক জ্যোতিঃ উঠি,
প্রখর প্রতাপে অলিকুল যাবে বিরোধে প্রলয় গঠি,
কঠোরে কোমলে মিলায়ে কোনটা
কোনটা বা যাবে, কোনটা বা র'বে,
তরঙ্গ আঘাতে তরঙ্গ যেমন
তরঙ্গেই হয় তিরোভব।

রাম। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! দেখ,
ধর্ষিতা সীতার চ্যুত চরণ নূপুর
নীরবে ধরণী বক্ষে লুটায়ে কাঁদিছে,
বলিছে না কোন কথা ললিত শিঞ্জনে।
একি, পিতৃসখা জটায়ু পড়িয়া ?
কি বলিছ,—অপহৃতা সীতা মোর ?—
রক্ষঃ হস্তে নিধন তোমার ?—
বাধা দিতে গিয়া ?—কি বলিছ, বল—বল ?
লক্ষ্মণ! আর কে বলিবে, সব শেষ,
করহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পুত্র সাধ্য যাহা; ওহো। !
নূতন করিয়া আজ পিতার অভাব।

চতুর্থ দৃশ্য । উপবন ।

রাবণ। কতদিন হ'য়ে গেল.
অহোরহ দূতী করিয়া প্রেরণ,
ক্রমাগত উত্তেজিত করি, সীতাচিত্তে
বিন্দুমাত্র রেখাপাত নারিনু স্থাপিতে।
এদিকে বধিতে মোরে সলক্ষ্মণ রাম
বধি বলি প্রাণ,
রাজ্যদান করিয়া সুগ্রীবে,
লঙ্কাপুরী আক্রমণ আশে
করিয়াছে সেতুবন্ধ মহা আয়োজন।
সে কার্য্যও অবসান প্রায়,
বানর সহায়ে—সামান্য মানব সেও
অসম্ভব সাধনে উদ্যত, আর আমি
তুচ্ছ কায—নারিলাম সীতারে তুষিতে ;
তুচ্ছ নারীও এত শক্তি ধরে !
মন্দোদরীও আসি বার বার
এ কার্য্যে নিবৃত্ত করে।
সে যে কি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ !
চেয়ে থাকি মুখপ্রতি
সে শক্তিও আমার নাই।
মূর্ত্তিমতী বিরহিনী,
কপোল নিহিত করা,
নিম্নদৃষ্টি. নিশ্চল শরীরা,
পাদোপরি পাদন্যস্তা সে এক অদ্ভুত।
বসিয়া প্রস্তরোপরি রাত্রি কেটে যায়,
মুখকান্তি নাহি হয় ম্লান,
পলকও পড়ে না ;
সাক্ষাৎ সে অগ্নির সম্মুখে
পদ মাত্র অগ্রসরে না হয় সাহস,

প্রত্যাখ্যানেও বিদ্বেষ আসে না,
বিদ্বেষেরও প্রাপ্য বুঝিবা সে নয়।

(সন্ত্রস্ত প্রতিহারীর প্রবেশ)

আরও দুইমাস দিলাম সময়,
কার্য্য সিদ্ধি নাহি যদি হয়—

প্রতিহারী। আমাদের উপর রাগ ক'রে কি হবে ? আমরা আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে তার চিন্তার গতি ফিরিয়ে দেবার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা কর্‌লুম, তার চিন্তা চিন্তার অতীত, সে ফের্‌বার নয়।

রাবণ। আজি হ'তে নিষেধ সকলে,
এস না সম্মুখে মোর।
(উভয়ের ভিন্নদিকে প্রস্থানোদ্যম, পুনঃ ফিরিয়া)
যদি পার, না যাও।　　　　(উভয়ের প্রস্থান)

পটপরিবর্ত্তন।　　　　অশোকবন।

(তথাকথিতা সীতা উপবিষ্টা, ত্রিজটা পার্শ্বে
দণ্ডায়মানা, হনুমান দূরে অবস্থিত)

ত্রিজটা। শুনিতেও পায় না বচন,
জ্বালাতনও জ্বালাতন নয়,
যেন কোন্ লোকে করিছে বিহার,
অরণ্যে রোদন সার,
তিরস্কারেও হাসি, বিচিত্র জীবন !
শুন্‌ছো, ওগো ভালমানুষের মেয়ে !
শুন্‌ছো ?—না, আর ডাক্‌বো না,
ডাক্‌লেও সাড়া দেয় না যখন,
ডাক্‌বো না। থাক্, আপনটা নিয়েই থাক্,
ধ্যান তোর ভাঙ্‌বো না।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। শুনেছ ত্রিজটা!
দুইমাস মধ্যে সীতা হাত নাহি হ'লে,

ত্রিজটা। ও হাত হবে না।

প্রতিহারী। তাহ'লে ভাতও উঠ্‌লো।

ত্রিজটা। তোমরাও এস না কো আর,
বৃথা কেন পাষাণে আঘাত?
কি যেন কি কাহার প্রভাব
আমারে শুনায় কাণে ডেকে ডেকে বলে—
আসিতেছে রাম, রাবণে করিয়া বধ
নিয়ে যাবে সীতা, লঙ্কাপুরী ধ্বংস করি
অঙ্কোপরি তাঁরি লক্ষ্মী রক্ষঃ নির্য্যাতিতা।
এখনো আমার কথা শোন্‌,
তোরা করিস্‌নে পীড়ন সীতারে আর;
সীতাই যে লক্ষ্মী সবাকার।

প্রতিহারী। উভয় সঙ্কট দেখি,
রাম বা রাবণ হাতে মৃত্যু তো নিশ্চয়।

ত্রিজটা। কর্‌ রাম নাম জপ,
মৃত্যুভয় থাকিবে না আর,
রক্ষঃ জন্ম হইবে উদ্ধার।

প্রতিহারী। ত্রিজটা, ত্রিজটা!
(খপ্‌ করিয়া উপবেশন ও জপ করণ)

সীতা। স্বামী! স্বামী! স্বামী কি জগৎ স্বামী?
সর্ব্বত্রই দেখি যে তোমারে,
এক হ'তে বহুরূপে তুমি বিদ্যমান।
তবে কি এ মতিভ্রম? কিম্বা
চক্ষুর সম্মুখে মোর
দেছ স্বামী স্বামীরূপ জবনিকা এঁকে।

পথিক চলিতে পথে
মনে করে চন্দ্র তারই সাথী ;
যতই সে অগ্রসর হয়,
দেখে সে চন্দ্রও তার সাথে সাথে যায় ;
এক চন্দ্র কতজন সাথী !
সখা ! সখা ! বিচ্ছেদেরও সখা তুমি !

ত্রিজটা। কি দেখ্‌ছিস্‌ ত্রিজটা !
এই নত দৃষ্টি, এই ঊর্দ্ধ দৃষ্টি !

সীতা। স্বামী, সখা !
তোমার আবাস কোথা ? হৃদয়, না মেধা ?
কোন্‌ সূত্রে বাঁধা দাম্পত্য জীবন ?
স্বামীর অভাব যেথা, যেখানেই ত্রুটি,
সেই খানেই স্ত্রীর গতি, সেইখানেই ব্যথা !
স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ বুঝি বা
নাম মাত্র ভেদ।—স্বামী !—স্বামী !

ত্রিজটা। আপন মনে কি যে ব'কে,
বোধ হয় রাম নামই জপ করে ;
তা না হ'লে আর এ প্রহার সহ্য করে ?
আমিও জপ করি, আমিও জপ করি।

(উপবেশন ও তথাকরণ)

সীতা। আসিবার কালে লক্ষ্মণ দেবরে,
কহিয়াছি কত কটু কথা,
তারি তরে এত ব্যথা,
হ'ল না মার্জ্জনা ভিক্ষা।
অভিমানী দেবর আমার !
ঊর্ম্মিলার জীবন সর্ব্বস্ব !
তোমার এ ত্যাগ জগতে অতুলনীয়।
পিতা, মৃত্যুযাত্রী তনয়া তোমার,
পেয়েছিলে যজ্ঞভূমি করিয়া কর্ষণ—

অযোনিজা সীতা, এই পরিণাম তার ?
পিতা, উদ্দেশ্যে প্রণাম। (তথাকরণ)

পঞ্চম দৃশ্য। উপকণ্ঠ।

যোদ্ধৃবেশে রাম।

রাম। পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধকার্য্য করি সমাপন
রক্ষঃ সেনাপতি অকম্পন সনে রণ,
দুর্দ্ধর্ষ ধূম্রাক্ষ সেনা করিয়া নিপাত,
পুনরায় নিশাকালে রাবণ মাতুল
অতুল বিক্রম—প্রহস্তের সনে করি
তুমুল সংগ্রাম, বিনাশি সে রক্ষঃদর্প—
(সহসা নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া)
কে—কে, মেঘনাদ ?
রাক্ষসীয় মায়ার প্রভাবে নাগপাশে
শক্তি হ্রাসে—পশিতে দিবে না তুমি
লঙ্কাপুরে মোরে ? লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ !
(লক্ষ্মণের প্রবেশ ও নাগপাশে আবদ্ধ)
এ কি, তুমিও আবদ্ধ।

লক্ষ্মণ। নহে আমি শুধু, মদীয় পক্ষের
ঋক্ষ, প্লক্ষ সকলে আবদ্ধ।

রাম। তবেই তো নিরুপায় ; দুর্গতি নাশিনি !
অগতির গতি ! মৃত্যুঞ্জয় গৃহস্থিতা
হে আদ্যা প্রকৃতি ! তব পুণ্য স্মৃতি বিনা
অকাল বোধনে নাহি করি আরাধনা,
হ'লনা—হ'লনা রক্ষা স্থিতি ও শৃঙ্খলা।
"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ" ॥
"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্থিতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ" ॥
একি, একি, স্মৃতিমাত্র মুক্ত নাগপাশ!
কিম্বা মোহাচ্ছন্ন ব'লে
না আসিল অনুভবে! লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। আনন্দের আতিশয্যে
দৈববাণী পাওনি শুনিতে,
গরুড় আসিয়া দিল করিয়া মোচন
নিমেষে বন্ধন সর্ব্ব অগোচরে।

রাম। এস, এস হে লক্ষ্মণ,
সুপ্রসন্ন দিক্, অনুকূল বায়ু,
আক্রমণ করি রক্ষঃপুরী।
[বেগে প্রস্থান ও লক্ষ্মণের অনুগমন

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদ জীবিত সর্ব্বস্ব,
পুত্র, প্রিয়তমও হইল নিহত—
তাপস নিক্ষিপ্ত শরে? রক্ষা নাই,
আমিও হানি এ শক্তি মহেশ প্রদত্ত।
কে—কে, বিভীষণ, হোক ভ্রাতা,
তথাপি নিস্তার নাই, বিশ্বাস ঘাতক!
[শক্তিশেল ত্যাগ ও প্রস্থান]

(রামের প্রবেশ)

রাম। লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ, কি করিলে, বিভীষণে
রক্ষাতরে—শক্তিশেলে বক্ষঃ পেতে নিলে?
(ধনুকোপরি মস্তক রক্ষা)
না—না, সাজেনা বিষাদ,
সম্মুখে শত্রুর শির স্কন্ধেতে এখনো। (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য। অমরাবতী।

সিংহাসনারূঢ় ইন্দ্র, সোপানোপরি
হাল দাঁড় হস্তে উপবিষ্ট নাবিক।

ইন্দ্র। নাবিক! নাবিক!

নাবিক। কি, কও না?

ইন্দ্র। এতো নয় সিংহাসন,
এ যে রে আতঙ্ক মহা।

নাবিক। উঁ, মুই হাল দাঁড় ছাড়্ছি না।

ইন্দ্র। নাবিক, স্বর্গরাজ্য শূন্য করি,
গিয়াছে অমরগণ বানরের রূপে
মর্ত্ত্যলোকে—বিষ্ণু আকর্ষণে।

নাবিক। মুইও এখানে থাক্‌তে চাই না; এখানে লোক মরে না, নিজেকে নিজে চিন্‌তে পারে না। মুই হাল দাঁড় ছাড়্ছি না।

ইন্দ্র। নাবিক, আমি রাজা,
রাজাদেশ করহ পালন।

নাবিক। সে কি কথা, কি হুকুম? (সত্বর দণ্ডায়মান)

ইন্দ্র। হাল দাঁড় ত্যাগ কর।

নাবিক। রাজা, মুই প্রাণ দিতি পারি, কিন্তু জাত দিতি পারবো না।

ইন্দ্র। আমি হাল দাঁড় চাই।

নাবিক। কি?—বলাৎকার?

ইন্দ্র। জানি তুমি সব পাব;
চাহি না অমর হ'তে আর,
কর দেহধারী,
সুখ দুঃখ অনুভব করিবারে দাও।
নতুবা—

(সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া হাল দাঁড় আকর্ষণ)

নাবিক। নেমে এলি ? এত ক'রে বসালাম
করিয়া যতন, তবুও রে নেমে এলি ?

ইন্দ্র। রাখিয়াছ সূত্র ধ'রে,
সূত্র দাও—সূত্র দাও।

নাবিক। সূত্র নিলে রাখিতে পারিবি ?
এই তো সেদিন তুই
নিজ মুখে বলিলি এ কথা,
ভৃত্য হ'তে চাই, আমি ভৃত্য হ'তে চাই।

ইন্দ্র। জন্ম মৃত্যু দিয়ে আমি পথ চাই।

নাবিক। অমর হ'য়েও যে—না পারিল
আত্মারে চিনিতে, ধরিয়া নশ্বর দেহ
কেমনে সে চিনিবে স্বরূপ ?
মানবেতে নহে আত্মা শুধুই নিবদ্ধ,
প্রতি জীবে তার অবস্থান।
কতটুকু পায় সে সময়, ভাল মন্দ
করিতে বিচার ? কতটুকু বুদ্ধি ধরে
তুলনায় আত্ম পথ, গতি নির্দ্ধারিতে ? (প্রস্থানোদ্যম)

ইন্দ্র। কোথা যাও, কোথা যাও,
সর্ব্ব বল করিয়া হরণ,—

[নাবিকের প্রস্থান ও ইন্দ্রের অনুগমন]

(বিমানাভ্যন্তরে রাম ও সীতা)

রাম। প্রিয়ে! বিচ্ছেদেই পুষ্ট করে প্রেম ;
যেই জনস্থান করিলে দর্শন
আঁখিবেগ না হ'ত ধারণ,
সেই স্থান আজি তোমারে ধরিয়া বক্ষে
হইতেছে আনন্দের প্রিয়োপকরণ।
এস প্রিয়ে! দেখি নয়ন ভরিয়া,

যুগলে বেষ্টিত করে সেই সব স্মৃতি
দুঃখময়—আজি সুখের সন্ধানে।
অশ্রু যদি উপলব্ধি হয় হাসি দিয়ে,
হয় না তেমন প্রীতি বুঝি এ সংসারে।
যে নূপুর একদিন নীরব দেখিয়া
ধৈর্য্য ধরা হয়েছিল দায়, আজি সেই
প্রিয়ার চরণস্থিত নূপুরের ধ্বনি,
উৎসাহিত করে মোরে পূর্ণতা আস্বাদে।
প্রিয়ে, ওই দেখ পম্পা সরোবর,
পুরন্দর ভীত হ'য়ে শাতকর্ণি তপে
প্রেরণ করিয়াছিল পাঁচটী অপ্সরা,
দর্ভাঙ্কুর স্বাদে তুষ্ট যেই মহাতপা।
ওই সেই অগস্ত্য আশ্রম,
তপো ভঙ্গ তরে আসি রণে ভঙ্গ দিয়া
স্বীয় ধনুঃ খড়্গ আদি সতূণীর বাণ
হারাইয়ে—পলায়নে আত্মরক্ষা করি,
দিলে গেল শতক্রতু তপস্বী চরণে,
অসময়ে যাহা মোর ঋষি অনুগ্রহে
হয়েছিল রক্ষঃনাশে সাহায্য স্বরূপ।

সীতা। আর্য্য, আরও এক মহাত্মার স্মৃতি
জীবনের সুখ দুঃখে রহিবে জড়িত,
যেবা দিল রক্ষোহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন;
প্রণমি সে গুরু সম গুরু।

রাম। মহাত্মা জটায়ু, এ ঋণ অপরিশোধ্য।

সীতা। এই সেই অনার্য্যার ভূমি,
যেথা অকারণে লক্ষ্মণে নির্ঘাত।

লক্ষ্মণ। (উপস্থিত হইয়া) আর্য্য, নামিবার হয়েছে সময়,
কথা ছিল, ফিরিবার পথে—বন্ধুবর
গুহকের সাথে করিতে সাক্ষাৎ।

রাম। অম্‌নি ভরদ্বাজপদ করিয়া বন্দনা
সংগ্রহ করিয়া লই অমৃত পাথেয়।

সীতা। বায়ু সম বেগগামী রথে
এতদূর আসিয়া পড়িছি।

[সকলের অবতরণ ও প্রস্থান]

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। বুঝিলাম আত্মাই অমর,
কিন্তু আত্মজয়ী কেবা এ নাবিক?
কোথা দিয়ে গেল, কোন্ পথে গেল,
নারিলাম কিছুই বুঝিতে।—ধীরে ধীরে
গেল, অথচ ছুটেও আমি উর্দ্ধশ্বাসে
গিয়েও নারিলাম ধরিতে তাহারে।
তবে কি আমিই বন্দী?

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য। রাজসভা।

সিংহাসনে দক্ষিণ হস্তার্পণে দণ্ডায়মান অযোধ্যাপতি রাম,
ছত্রধারী লক্ষ্মণ, সভাসদগণ স্ব স্ব অধিকারে উপবিষ্ট,
বশিষ্ঠ ও পুরবাসীগণ দণ্ডায়মান।

রাম। পুরবাসীগণ! তোমাদের বার্ত্তা শুনে
হয় নাই বিক্ষুব্ধ অন্তর; সত্য ইহা—
রক্ষোগৃহে বাস হেতু নিষ্কলঙ্কা সীতা,
অগ্নিশুদ্ধি বিনা তারে গৃহে স্থান দিয়া
করিযাছি ঘোরতর অন্যায়াচরণ।
অবিশ্বাস আসে নাই মনে,
অবাধে সঙ্গিনী জ্ঞানে লইয়া এসেছি;

প্রত্যয় কারণ যদি হয় প্রয়োজন,
করহ আদেশ—এখনি সম্মত আমি।

১ম পুরবাসী। ও ভাই, কায নেই, সবে মাত্র বনে থেকে এসেছে, রাজ্যখানিকে মনের মত ক'রে গড়ে তুলেছে। আমাদেরও কোন অভাব ব'লে জিনিষ নেই, প্রকৃতিদেবীও প্রাণ খুলে শস্যের পশরা মাথায় নিয়ে বেড়াচ্ছেন। দৈব বিঘ্নও নেই, হাহাকার নেই, অকালমৃত্যু নেই।

রাম। কিছুমাত্র সঙ্কোচ ক'রো না;
আমিও প্রস্তুত হ'য়ে সাধ্বী জানকীরে
রাখিয়াছি সম্মত করায়ে।
রাজা যদি নাহি রাখে শাস্ত্রের মর্য্যাদা,
শাস্ত্র মিথ্যা, রাজ্য অরাজক হবে,
অরাজক রাজ্য হ'লে রাজারই কলঙ্ক।

২য় পুরবাসী। সত্যইতো, বিধান কি শুধু প্রজাই বহন করবে?

রাম। সুমন্ত্র! ল'য়ে এস সীতারে—এখনি।

[সুমন্ত্রের প্রস্থান; এ সংবাদে বৃদ্ধ অমাত্যগণের নয়ন হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িল]

(সুমন্ত্র সহ সীতার প্রবেশ)

প্রাণাধিকে! কর্ত্তব্যের অনুরোধে
করিতেছি কঠোর আদেশ,
রক্ষোগৃহে বাস হেতু—সবার সমক্ষে
প্রবেশিয়া জলন্ত অগ্নিতে,
অক্ষত চরিত্র তব করহ প্রমাণ।
এ নহে পরীক্ষা তব,
আমারি চিত্তের শুদ্ধি, প্রশস্তি, প্রসার।

সীতা। পুত্রগণ! বৎসগণ!
যদিও বালিকা আমি—
তথাপি এ সম্বোধন, আশা করি—

সম্বন্ধ গর্হিত নয় ; মনেও ক'রোনা—
তোমাদের সন্দেহের বশবর্ত্তী হ'য়ে,
পশিতেছি পরীক্ষার্থে জলন্ত অনলে।
আমিও উচিত বোধে
লভিতে আত্মার শুদ্ধি,
সুদুর্ল্লভ স্বামী প্রীতি,
প্রণতি করিয়া তাঁর পায়,
লইলাম হাসিমুখে শ্রেষ্ঠ এই পথ।
স্বামী, স্বামী !—　　(অনলে প্রবেশ)

রাম। সাধ্বী ! সাধ্বী ! আমিও যদ্যপি তব
যোগ্য স্বামী হই, অগ্নি সাক্ষী ক'রে যদি
ক'রে থাকি তোমারে গ্রহণ,
দগ্ধ খাদ সুবর্ণের মত
প্রোজ্জল মূর্ত্তিতে তুমি হবে প্রকাশিত।

পুরবাসীগণ। জননী, জননী !

রাম। সীতা, সীতা, প্রাণাধিকা ! জীবনতোষিণী !

সীতা। (অনল হইতে নির্গত হইয়া) স্বামী ! স্বামী !

পুরবাসীগণ। জয়, রাজা রামচন্দ্রের জয়।

অমাত্যগণ। জয়, সীতাপতি অযোধ্যানাথের জয়।

রাম। সন্তুষ্ট সকলে ?

সকলে। পরম সন্তুষ্ট।

রাম। সন্তোষই যথেষ্ট মোর,
এর চেয়ে প্রিয়া বড় নয় ;
সুমন্ত্র ! রেখে এস অন্তঃপুরে।
(সুমন্ত্র ও সীতার প্রস্থান)

পুরবাসীগণ। জয় রাজা রামচন্দ্রের জয়।
(পুরবাসীগণের প্রস্থান)

বশিষ্ঠ। জয় শব্দে মুখরিত রাজসভা গৃহ ;
কিন্তু যেই জনশ্রুতি—
রূপান্তরে এতদূর হয়েছে বিকৃত,
স্তূপাকারে বহ্নিকুণ্ড করেছে নির্ম্মাণ,
কে বলিবে কোথা তার কিবা পরিণতি !
সভাগৃহে—কতিপয় জনমধ্যে
সম্পাদিত অগ্নিশুদ্ধি ক্রিয়া,
মুহুর্ত্তে হইয়া রাষ্ট্র এ কাল বৈশাখী
নিবিড় কুন্তল সম ঘন কৃষ্ণাকারে
আক্রমিবে অযোধ্যারে নির্দ্দয় বেষ্টনে ;
কে করিবে বিশ্বাস স্থাপন,
দেখেনি প্রত্যক্ষ যারা সতীত্ব কি তেজঃ ?
কিন্তু রামচন্দ্র মুখে
এই মাত্র যেই ধ্বনি হইল নির্গত—
প্রজা প্রীতি সর্ব্বস্ব তাঁহার,
তার কাছে প্রিয়া বড় নয়,
এ যে বড় মর্ম্মন্তুদ—বুঝি বা বাস্তব ।

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। রামভদ্র !—

বশিষ্ঠ। (চমকিত হইয়া) কি বিজয় ?

রাম। অতি বৃদ্ধ হয়েছে বলিয়া
মুখ হ'তে কথা নাহি সরে ; (প্রকাশ্যে)
যদিও উচিত নয়—
পৌরবার্ত্তা করিতে বহন,হেন বৃদ্ধ
তোমার নিয়োগ ; কিন্তু এ বিশ্বাস
তোমা বিনা কার কাছে করিব প্রত্যাশা ?
অনুচর ভৃত্য নয়, অনুচর
রাজ্যরক্ষী, রাজ্যভিত্তি, রাজার গৌরব

বিজয়। বিশ্বাস? রামভদ্র। (সভয়ে) মহারাজ!
চাহ তুমি এখনো বিশ্বাস?

রাম। কি হেতু কম্পিত, তাত?
রামভদ্র এখনও
আদরের সেই ছোট, স্নেহার্থী, শরণ্য।

বিজয়। সীতার চরিত্রে লোক এখনো সন্ধিগ্ধ।

রাম। এখনও সন্দিগ্ধ!

বিজয়। এহে হে! মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল!
রে দুর্ম্মুখ! কি করিলি?—কি করিলি?

রাম। কিছু তুমি কর নাই বৃদ্ধ মতিমান্,
সীতারই অযোগ্য আমি হইল প্রমাণ।
লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! সুমন্ত্রেরে ডাক।

লক্ষ্মণ। এখনই?

রাম। এখনই। বসুন্ধরা! দৃঢ় ক'রে রাখ,
পদদ্বয় হতেছে কম্পিত;
সর্ব্ব অঙ্গ হতেছে অবশ,
পক্ষাঘাত—প্রতি শোণিত সঞ্চারে।
খবর্দ্দার; তুমি রাজা,
রাজ ধর্ম্ম—প্রজানুরঞ্জন,
স্নেহ, দয়া, পরিতৃপ্তি—
এ সকল তোমার বাহিরে।

বশিষ্ঠ। কি প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা,
ধরণীরও দীর্ঘশ্বাস পশিছে আসিয়া;
বশিষ্ঠ! বশিষ্ঠ! হারাবে সংযম।

(সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম। সুমন্ত্র! সুমন্ত্র! সজ্জা কর রথ;
শোভাযাত্রা হবে,
লক্ষ্মণ, তুমি তার প্রার্থিত নায়ক।

লক্ষ্মণ। কোথা যেতে হবে ?

রাম। তার পূর্ব্বে শুনে রাখ—আজ্ঞা মাত্র
না হ'লে পালন, আমি রাজা,
শাস্তি দেব, ভয়ঙ্কর শাস্তি দেব ;
দেখিতেছ এই খড়্গ অতি তীক্ষ্ণধার—

লক্ষ্মণ। প্রাণ ভয়ে ভীত নয় অনুজ লক্ষ্মণ,
ভয় তার—যদি আজ্ঞা না হয় পালন।

রাম। ভাই, কত পুণ্যে পেয়েছি যে তোমা,
বিনিময়—খড়্গ হ'তে এই আলিঙ্গন। (কণ্ঠবেষ্টন)

লক্ষ্মণ। কি আদেশ ?

রাম। (কর্ণে কথন)

লক্ষ্মণ। আমি পারিব না, কিছুতেই পারিব না।

রাম। লক্ষ্মণ! অপদার্থ ;
ইক্ষ্বাকুবংশের পুত্র এত অপদার্থ ?
যে বংশের বংশধর পৃথিবী খননে
দিয়েছিল আত্মবিসর্জ্জন,
সে বংশের তুমি গ্লানি—
ভাই, ভাই, ক্ষমা কর,
ক্রোধ এসে আক্রমিছে ;
আমি যাই, এ কায আমারই। (প্রস্থানোদ্যম)

লক্ষ্মণ। (পদতলে পড়িয়া) কোথা যাও রঘুবর।
বিনা বধে অগ্রসর হইতে দিব না।

রাম। ধরিবি কি ধনুর্ব্বাণ ?
অস্ত্র সনে দিবি পরিচয় ?

লক্ষ্মণ। তাও যদি প্রয়োজন হয়,
অনুজ কুণ্ঠিত নয় আর্য্যার রক্ষণে।
দিয়েছিলে একদিন এই অধিকার,
পারিনি তখন সেই আদেশ পালিতে,

হয়েছে সুযোগ যদি,
কিছুতেই ছাড়িব না আর।

রাম। বধ কর্, তাই তুই কর্,
রাজ্যভার তুইই হাতে নে। (অস্ত্রত্যাগ)

লক্ষ্মণ। জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে
এ খড়্গের অধিকার তোমারই কেবল। (অস্ত্রদান)
আমি যে অনুজ, সেই সে অনুজ—আর্য্য।
সুমন্ত্র, এস।
(প্রস্থান ও সুমন্ত্রের মন্ত্রমুগ্ধবৎ অনুগমন)

বিজয়। আমিই কাল—আমিই কাল। (রুদ্ধস্বরে ক্রন্দন)

রাম। এ এক নূতন পাপ—করিব সঞ্চয় দেখি
এই বৃদ্ধে বধি। তাত! চল যাই
উভয়ে নিভৃতে; তুমিও কর্ত্তব্য কর,
আমিও কর্ত্তব্য ক'রে যাই।
(সবেষ্টনে রাম ও বিজয়ের প্রস্থান)

বশিষ্ঠ। কি দেখিছ সভাসদ্‌গণ।
কি বুঝিছ অমাত্যমণ্ডলী।

সুবুদ্ধি। গুরুদেব! বিস্ময়ে স্তম্ভিত মোরা,
মন্ত্রণায় কিবা প্রয়োজন?

বশিষ্ঠ। ইহাই বিধির সৃষ্টি, ধাতার বৈচিত্র্য?
মুনি, ঋষি পূজে রাজা,
রাজা করে মুনি, ঋষি পূজা,
পূজ্য ও পূজক কেবা—কে করে নির্ণয়!

সুবুদ্ধি। রাজ প্রতিবিম্ব পড়ে প্রকৃতি দর্পণে।

বশিষ্ঠ। কিন্তু রাজা যদি থাকে দৃঢ়,—

সুবুদ্ধি। বশিষ্ঠেরই গুণ।

বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠের গুণ নয় হে অমাত্যবর!
অযোধ্যার সিংহাসনই

আমারে রেখেছে বেঁধে অত্যাজ্য বন্ধনে।

(নতজানু হইয়া প্রণামান্তে সিংহাসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া)

হে অদৃশ্য রাজশক্তি, এই লোকোত্তর
সজ্ঘর্ষণে—সত্ত্ব, রজঃ সংমন্থনে
হইতেছে রাষ্ট্রে্য তমোগুণের প্রকাশ।

দ্বিতীয় দৃশ্য। বনপথ।

রথারূঢ় সীতা, লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র।

সুমন্ত্র। কতদূর যেতে হবে ?

লক্ষ্মণ। আরও দূরে, আর্য্যার হয়েছে সাধ—
বনভূমি করিতে দর্শন।

সুমন্ত্র। তোমারও কি হইয়াছে মস্তিষ্ক বিকার ?
বনে বনে বেড়াইয়া
বন-তৃষ্ণা হয়েছে আর্য্যার।

সীতা। না সুমন্ত্র! আমিই তাঁহারে
বলেছিনু গত রাত্রে,
ইচ্ছা মোর—বন ভূমি করিতে দর্শন।

সুমন্ত্র। আমি তো সারথি—আজ্ঞাবাহী দাস,
হাঁকাইয়াই চলি। (সকলের প্রস্থান)

পটপরিবর্ত্তন। নিবিড় অরণ্য।

(রথারূঢ় সীতা, লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্রের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। সুমন্ত্র! বিকৃতির সমাপ্তি এখানে ;
আদেশ পালন কর বিকৃতের,
আসিয়াছি যথা বর্ণিত প্রদেশে ;—
নিবিড় অরণ্য, নির্জ্জন, নিস্তব্ধ,

সন্ধ্যা ছায়া ঘনীভূত,
তস্করের যোগ্যকালই বটে ;
এর চেয়ে পথে আর সুযোগ হয় না।
আর্য্যা, করহ অবতরণ। (সীতার অবতরণ)
হয়েছিল বন-ভূমি করিতে দর্শন —
বড় সাধ, লভ চির বনবাস।
সুমন্ত্র! হাঁকাও,
কর আদেশ পালন বিকৃতের।

সুমন্ত্র। নির্জ্জনে একাকী ত্যাগ,—

লক্ষ্মণ। পুরুষত্ব এইখানে ; সুমন্ত্র!

সীতা। লক্ষ্মণ! স্নেহের দেবর!
এই কি আশ্রয় মোর ?

লক্ষ্মণ। ক'রো না দ্বিতীয় প্রশ্ন, রাজাদেশ।

সীতা। লক্ষ্মণ, আমি কি এতই হেয় ?
একটাও কি স্নেহ-সম্বোধনও নাই!

লক্ষ্মণ। ত্যজ্যা তুমি, বর্জ্জিত স্নেহের ;
সুমন্ত্র! হাঁকাও।

সীতা। ঠিকই হয়েছে, করেছিলে একদিন
অবিশ্বাস দেবর লক্ষ্মণে, প্রতিদান
ঠিকই হয়েছে।

লক্ষ্মণ। সুমন্ত্র! হাঁকাও,
বিকৃতেরে ক'রো না বিকৃত আরও।

সীতা। রাজা, রাজা, রাজধর্ম্ম করেছ পালন!
করিব কি উদ্বন্ধন ?

লক্ষ্মণ। সুমন্ত্র! হাঁকাও। (কর্ণদ্বয় নিরোধ)

সুমন্ত্র। পুরুষত্ব কোথায় ?

লক্ষ্মণ। সুমন্ত্র। তুমি কি পাষাণ ?

সুমন্ত্র। পাষাণেও থাকে নৈস্রিক নির্ঝর,

স্নমন্ত্রে তাহাও নাই।
স্নমন্ত্র কি আজিকার লোক,
কত ঝড় ব'য়ে গেছে শিরে।

সীতা। নারী, তদপেক্ষা ধৈর্য্য তোমাদের,
উদ্বন্ধন সাজে না তোমার ; তদুপরি
রাজ অংশ গচ্ছিত তোমাতে।

স্নমন্ত্র। নারী পারে স্বীয় ধর্ম্ম করিতে পালন,
আর স্নমন্ত্র! তুই পারিবি না?

লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণও যে তাই স্নমন্ত্র। (স্নমন্ত্রের রথ চালন)

সীতা। যেয়োনা, যেয়ো না, শুনে যাও ;—
ত্যাগেতে কুণ্ঠিত নই, কিন্তু
নাহি যদি পারি—চলে গেল।
[বৃক্ষাশ্রয়ে ভূমিতে উপবেশন করিলেন]

(বনদেবীর প্রবেশ)

বনদেবী। কে এসেছে বনে?
আশ্রয়ার্থে,—কিম্বা আশ্রয় অর্পিতে?
কে কার আশ্রিত? এইজন্য এসেছিল
গুণনিধি রাম—বশীভূত করিতে বনানী,
এইজন্য বধেছিল রাক্ষস মণ্ডলী
নিরাপদে নিরীহেরে লভিতে বিশ্রাম।
আমি কি আশ্রয় দান করিব আশ্রয়ে?
নিশ্চিন্তে রয়েছে যেবা আত্ম-সমাহিতে,
কাছে গিয়ে ব্যাঘাত করিলে
যদি বা বিরক্ত হন? কায নেই।
সর্ব্ব ঋতু হও সমাগম,
সর্ব্ববিধ ফুলরাশি কর প্রস্ফুটিত,
অলিপুঞ্জ গান ধর,
হর ব্যথা ব্যথাহারী আজি ব্যথিতার।

(প্রস্থান মাত্র বৃক্ষে বৃক্ষে ফুলরাশি প্রস্ফুটিত হইল)

সীতা। স্বামী! একি, আমি কোথায় এসেছি?
স্বামী, স্বামী,তবে কি সত্যই আমি
পরিত্যক্তা তব? না—না, তুমি রাজা,
করিয়াছ যথার্থ বিচার,
রাজা কি লঙ্ঘিতে পারে শাস্ত্রের মর্য্যাদা?
রাজা! রাজা! কাঁদিস্‌নে, তুই রাণী,
রাণী যদি কাঁদে, ভিখারিণী কি করিবে
তবে? যাই; কোথা যাব? শুনিয়াছি—
গঙ্গাজলে দিলে দেহ বিসর্জ্জন,
নাহি হয় আত্মহত্যা পাপ;—
দিই ঝাঁপ্‌। স্বামী! স্বামী! [ঝম্প প্রদান]

(সীতা সাথে গঙ্গাদেবীর প্রবেশ)

গঙ্গা। এখনও স্বামী!
যেই জন বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক,—

সীতা। কারে তুমি বলিছ এ কথা?
তিনি রাজা, রাজধর্ম্ম করেছে পালন।

গঙ্গা। পত্নী ত্যাগে?

সীতা। অযথা এ নিন্দাবাদ,
পতি ধর্ম্ম হ'তে রাজধর্ম্ম বড়।

গঙ্গা। সহস্র রমণীগণে বেষ্টিত হইয়া?

সীতা। রঘুকুল দেবতা জাহ্নবী! স্বীয় পুত্রে
চেন'নি এখনো? সীতাগত প্রাণ,
রক্ষোবাসে সন্দিহান না হ'য়েও যিনি
পত্নী ব'লে পরম গৌরবে, উচ্চকণ্ঠে
সভাগৃহে করিলেন সাদর আহ্বান,
সাধ্বীরূপে জানকীরে দিয়া পরিচয়
অনলে উদ্ধার করি রাখিলেন মান,
তাঁরে তুমি রাজা নামে লম্পট সাজাও?

নারী পারে সহিতে সকলি,
স্বামী নিন্দা পারে না কেবল।

গঙ্গা। অযোনিজা। রঘুবংশ প্রদীপ গর্ভেতে,
কিছুদিন থাক ধৈর্য্যে বাল্মীকি আশ্রমে,
তারপরে নিয়ে যাব সাথে ; চল। [উভয়ের প্রস্থান]

(মৃত শিশু ক্রোড়ে জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। রাজা অত্যাচারী, অতি পাপী ; আমি
রাজদ্বারে যাব, অভিযোগ আনিব সেখানে,
বিনা পাপ তাঁর—হয় নি অকাল মৃত্যু।

দৈববাণী। সত্য কথা, রাজ্য অরাজক ;
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ধর্ম্ম ক্ষত,
শূদ্র জয়ী—কালরণে। দণ্ডক অরণ্যে
ধূম পায়ী তপস্বী শূদ্রক,
না বধিলে—ব্রহ্ম শিশু নাহি পাবে প্রাণ,
রামচন্দ্র না করিলে তারে মুক্তিদান—

ব্রাহ্মণ। কে বলিলে—কি বলিলে তুমি ?
ব্রহ্ম শিশু পাবে প্রাণ ?
মৃত হবে পুনর্জ্জীবিত ধরায় ?

দৈববাণী। নহে দ্বিজ, অসম্ভব ; রামচন্দ্র
পূর্ণব্রহ্ম, নরাকারে তিনি নারায়ন।

ব্রাহ্মণ। লভিগে শরণ তাঁর,
পায় যদি বালক জীবন। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। রাজসভা।

(অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রাম)

সুবুদ্ধি। হে রাজন্! দিবানিশি রাষ্ট্রচিন্তা
করিছে আতঙ্ক সৃষ্টি সবার অন্তরে

হব মোরা পিতৃহীন রাজার বিয়োগে।

রাম। অমাত্য মণ্ডলী,
তথাপিও নারিলাম সন্তুষ্ট করিতে
সন্তান সদৃশ প্রিয় প্রজাগণে মোর।

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। রাম ভদ্র!
প্রজাগণ একবাক্যে কহিতেছে সবে,
হয় না এমন রাজা—হয়নি কখনো।

রাম। প্রজাগণ হইয়াছে সুখী? সত্য কথা?

বিজয়। অতি সত্য, রামভদ্র, অতি সত্য;
হাসি পেয়ে অশ্রু ভুলে গেছে,
মধু পেয়ে ত্যজিয়াছে গরল আস্বাদ।

রাম। এত ক'রে করিলাম নিষেধ তোমারে,
তথাপি প্রজার তত্ত্বে
এখনও করিতেছ দিবস যাপন?
বৃদ্ধ তুমি, কতক্ষণ আছে এ জীবন?
শেষ জীবনের -শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত
শুধুই প্রজার হিতে করিবে কি ব্যয়?

বিজয়। তাই যেন হয়, রামভদ্র!
তাই যেন হয়; মনে থাকে সদা যেন
আমি রাজ-অনুচর।

(মৃত শিশু ক্রোড়ে ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। কোথা রাজা? রাজা পাপী, অতিপাপী,
তা না হ'লে রাজ্যে তাঁর শিশু হত্যা হয়।

বিজয়। কি ব্রাহ্মণ,—কি হয়েছে?

ব্রাহ্মণ। দেখদেখি—কি হ'য়েছে।

বিজয়। ব্রহ্ম শিশু বধ ?

ব্রাহ্মণ। রাজা পাপী, অতি পাপী।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। রাজা পাপী নয়, হে ব্রাহ্মণ! তুমি পাপী।
ত্যজিয়াছ স্বীয় ধর্ম্ম, ভুলিয়াছ
শাস্ত্রীয় আচার, হারায়েছ
ব্রাহ্মণের গুণ। এখনো বিশ্বাস আন,
এখনও রক্ষা কর স্বগৃহ সম্পদ,
এখনো ঈশ্বর অংশে রাজার জনম
ভুলো না এ শাস্ত্রবাক্য, সত্য যা অভ্রান্ত।

ব্রাহ্মণ। ঠিক এই কথা, আসিবার পথে
শুনিয়াছি ঠিক এই কথা ;—
রাজ অনুগ্রহ হ'লে
মৃত শিশু লভিবে জীবন।

দৈববাণী। রাজ্য অরাজক, রাজা পাপী,
দণ্ডক অরণ্যে তপস্বী শূদ্রক
কেন না করিবে দাবী মুক্তির সন্ধান ?
কেন না থাকিবে রত—

রাম। শূদ্র তপে রত ? (খড়্গ লইয়া অবতরণ)

বশিষ্ঠ। মহারাজ! ক্ষান্ত হও,
কেবা শূদ্র কে করে বিচার ?
"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে"
কোথায় সংস্কার সেই ? দ্বিজ কেন
স্বাধিকার ছাড়ে ? শূদ্র কেন সেবা বৃত্তি
ভোলে ? শূদ্র কেন থাকে তপে রত ?
প্রয়োজন সংশোধন,
প্রয়োজন নব শাস্ত্রের গঠন,
প্রয়োজন—উদ্বোধন শৈশব উদ্ধারে।

রাম। গুরুদেব ! শূদ্র বধে নাহি হবে পাপ ?

বশিষ্ঠ। মহারাজ !
নহে উহা শূদ্র বধ—শূদ্রত্ব মোচন,
নহে মৃত্যু তার—মুক্তির সোপান।
তপশ্চর্য্যা ক'রে যেই দেহ বলিদানে
ব্রহ্মশক্তি রেখেছে আয়ত্তে,
বালকে করিয়া দান
তব পুণ্য পদরজে মুক্ত হবে সেই।
দেহনাশে নাহি হয় আত্মনাশ,
আত্মা তার—তব চরণে লুণ্ঠিত।

রাম। তবে কি করিব—মৃতে খড়্গাঘাত ?

বশিষ্ঠ। মৃতও সে নহে মহারাজ !
মায়াবশে অপহরি বালকের প্রাণ
রেখেছে সে স্বদেহে ধরিয়া ; চিরমুক্ত
আত্মা তার—চাহে ন্যায় রাজার বিচার।

রাম। দেহ তার প্রতিবন্ধ ?

বশিষ্ঠ। আত্মজয় করিয়াছে যেবা,
দেহে তার কিবা প্রয়োজন ?

রাম। এস হে ব্রাহ্মণ ! রাজা আমি,
রাজধর্ম্ম রাখিব অক্ষত। (সকলের প্রস্থান)

পটপরিবর্ত্তন। বনপথ।

(সুমন্ত্র, রাম ও মৃত শিশু ক্রোড়ে অনুগামী ব্রাহ্মণের প্রবেশ ও প্রস্থান)

পটপরিবর্ত্তন। দণ্ডকবন।

(বৃক্ষ সংলগ্ন পাদ ধূমপায়ী তপস্বী শূদ্রক)

রাম। ব্রাহ্মণ ! ভাবিতে না পারিতেছি আমি,

কত বড় এই তপস্বী শূদ্রক,
তপস্থার সীমা পরিসীমা নাই ;—
ব্রাহ্মণ যাহার পাশে করুণা ভিখারী,
রাজাও করিছে যার অন্বেষণ।
কত বড় ভাগ্যবান্, তথাপি সে
বধ্য মোর ; রজঃ তম করিয়া মন্থন
পূর্ণসত্ত্ব অধিকারী জন ; তথাপি সে
বধ্য মোর ; লোকালয় ত্যজি—পশি
তপোবনে, তপঃ শুদ্ধ মনে—শ্রিত
শান্তি নিমগনে, তথাপি সে বধ্য মোর ;
রাজা আমি—রাজধর্ম্ম অবশ্য পালিব।

সুমন্ত্র। মনে পড়ে অতীতের কথা—আজিকার
এইদৃশ্যে রাজা দশরথে ; সেই এক
ব্রহ্মণ্য নিধন, আর এই ব্রহ্মণ্য প্রতিষ্ঠা ;
সেই এক শব্দভেদি লক্ষ্যহীন যাত্রা,
আর এই এক প্রত্যক্ষের প্রণিধান ?
সেই এক অজ্ঞানতা, অনবধানতা,
আর এই এক বিধিময় সুবিচার।

রাম। ওই শূদ্র তপস্যা নিরত ;
বৃক্ষলগ্নপাদ, অধোমুখে ধূমপানে রত।
রামভদ্র—রামচন্দ্র নহ তুমি আর, তুমি রাজা—
দণ্ডধারী, তুমি আর সীতাপতি নও,
তাই সীতা বিসর্জ্জিত কোমলতা সাথে।
তুমি কঠোরতা, মূর্ত্তিমান্ নৃশংসতা,
তপস্বীরও দণ্ডদাতা, শিরশ্ছেত্তা, কাল।
ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ ! কৃতান্তের দেখ ব্যবহার,
একজনে রক্ষা তরে অন্যে খড়্গাঘাত।

(শূদ্রকের শিরচ্ছেদ)

ব্রাহ্মণ। রাজা ! রাজা ! বশিষ্ঠেরই কথা ঠিক ;
সত্য উহা বধ নয়, উহা তমোনাশ।

জ্যোতির্ম্ময় দিব্য দেহ করিয়া ধারণ,
আত্মা তার দিব্যলোকে করিল প্রয়াণ।

রাম। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! ক্রোড়ে দাও সন্তান তোমার,
আমি আর রাজা নই, নহি দণ্ডধারী,
আমি শুদ্ধ পিতা, স্নেহের ভিখারী.;
করিলাম খড়্গত্যাগ, দাও। (বালককে ক্রোড়ে গ্রহণ)

বালক। বাবা!

ব্রাহ্মণ। দিনরাত্রি যথা দুর্নিবার,
সুখ দুঃখ তেমনই সংলগ্ন।

সুমন্ত্র। দিন্, দিন্, আমার কাছে দিন্,—
আমি একটু দেখি।　　　(ক্রোড়ে করণ)

ব্রাহ্মণ। রাজা, রাজা! না—না!
তুমি আর রাজা নও, তুমি নারায়ন!
"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি কেশব!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং হি সৃজসি॥"

চতুর্থ দৃশ্য।　　　কক্ষ।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! নিদারুণ দুঃসম্বাদ।

রাম। কি লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। অশ্বমেধ অশ্ব ধৃত
বাল্মীকির তপোবনে।

রাম। অশ্বমেধ অশ্ব ধৃত?—বাল্মীকির
তপোবনে? এ দুইই বিরুদ্ধ বার্ত্তা
কোথা হ'তে শুনিলে লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ। প্রত্যাবৃত্ত দূত।

রাম। দূত ফিরিয়া এসেছে?
সুমন্ত্র ও চন্দ্রকেতু সাথে সাথে আছে?

লক্ষ্মণ। হতেছে ভীষণ যুদ্ধ।

রাম। আরও আশ্চর্য্য করিলে লক্ষ্মণ!
রাজ সৈন্য কত?

লক্ষ্মণ। অপর্য্যাপ্ত।

রাম। বিরুদ্ধে?

লক্ষ্মণ। দুই শিশু।

রাম। অস্ত্রে অস্ত্রে পরিচয়?

লক্ষ্মণ। (সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন)

রাম। লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। কি আর্য্য?

রাম। কপিলের কথা হতেছে স্মরণ; কপিল তো
নহে অপহারী, ইন্দ্র ছিল অপহারী।
বাল্মীকি। কেবা এ বাল্মীকি? কারা বা এ
শিশুদ্বয়? অশ্বমেধ অশ্ব ধরে—হেন
শক্তি কার? ইন্দ্র? সে তো অপহারী।
অশ্বিনী কুমার দ্বয়?
প্রত্যক্ষ করিছে যুদ্ধ, বড়ই বিস্ময়।
লক্ষ্মণ! উদ্‌ভ্রান্ত করিছে মোরে;
চন্দ্রকেতু সম যোদ্ধা, রঘুবংশের
যা কিছু নিজস্ব—সম্মোহন আদি অস্ত্র,
সকলি যে অধিকৃত তার। ধরে অস্ত্র
বিপক্ষে তাহার, হেন শক্তি কার?
হ'লইবা অশ্বিনী কুমার দ্বয়।
লক্ষ্মণ! কৌতূহল হতেছে বর্দ্ধিত,
যাব আমি যুদ্ধ সন্দর্শনে।

লক্ষ্মণ। বিনা অস্ত্রে?

(চ্যবন মুনির প্রবেশ)

চ্যবন। মহারাজ! উৎপীড়িত দৈত্য উপদ্রবে,
কর প্রতীকার।

রাম। রাজ শক্তির বিরুদ্ধে দুই শিশু,
তদুপরি চন্দ্রকেতু নায়ক তাহার—

চ্যবন। মহারাজ! উৎপীড়িত দৈত্য উপদ্রবে,
কর প্রতীকার।

রাম। লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ! লক্ষ্য মোর বাল্মীকির
তপোবন, এখনি করিব যাত্রা।

চ্যবন। মহারাজ! বার বার তিনবার
চাহিতেছি দীননেত্রে করুণা তোমার,

রাম। ঋষিবর! ক্ষমা কর
শুনি নাই নিদেশ তোমার।

চ্যবন। ক্ষন্তব্য যে মোরাই তোমার,
লবণ সংহার বিনা ঋষিত্ব থাকে না।

রাম। এখনও দৈত্য উপদ্রব?

লক্ষ্মণ। আমি যাই দৈত্যের সংহারে।

(ভরতের প্রবেশ)

ভরত। দীর্ঘকাল বনবাসে মধ্যম অগ্রজ
শ্রান্ত, ক্লিষ্ট, আমি যাই লবণ নিধনে।

(শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

শত্রুঘ্ন। তৃতীয়ও নন্দীগ্রামে ব্রহ্মচর্য্যবেশে
রাজাদেশ করিয়া বহন—করিয়াছে
সুকৃতি অর্জ্জন, আমি যাব নাশিতে লবণ।

রাম। বিনা আজ্ঞা দণ্ড ভার করিতে বহন
অগ্রসর ভ্রাতৃত্রয় সহাস্য আননে,
দাশরথি! ভাগ্যবান্ কেবা তব সম?
শত্রুঘ্ন! তব যুক্তি নহে লঙ্ঘনীয়,
তুমি যাও লবণ দমনে।

শত্রুঘ্ন। যথাদেশ রঘুপতি ; এস ঋষিবর ! (সমুনি প্রস্থান)

রাম। ভরত ! সর্ব্বাপেক্ষা সুখ্যাতি তোমার,
তব সম বীর—খুব কম দৃষ্ট হয় ;
সিংহাসন পেয়ে পরিহার, গৃহে থেকে
সদা বনাচারী, কৈকয়ী মাতার তুমি
সার্থক নন্দন। কৈকয়ী যে নিষ্কলঙ্কা,
তুমি পুত্র—তব ত্যাগই নিদর্শন তার।
সার্থক গর্ভেতে তাঁর লভেছ জনম,
মাতার গৌরব তুমি বংশোজ্জ্বলকারী।

ভরত। (নত মস্তকে দণ্ডায়মান)

রাম। লক্ষ্মণ তো অনুগামী সদা, নানা ঋণে
আবদ্ধ রেখেছে। তোমরা দুজনে থাক,
অশ্বমেধ আয়োজন সম্পূর্ণ সকলি ;
কিন্তু অশ্ব ধৃত, বিনা অশ্ব প্রাপ্তি
নাহি হবে যজ্ঞের আরম্ভ। রাজ শক্তি
প্রতিদ্বন্দ্বী—দেখি গিয়ে শিশুদ্বয়ে ;
রক্ষা ক'রো প্রতিকৃতি স্বর্ণময়ী সীতা।
কেন এত সাবধান জ্ঞান ? কেনই বা
কৌতূহল কিছু কি বুঝেছ ? সগরের
অশ্বমেধে অশ্ব ছিল হৃত, এখানেতে
ধৃত,—রাজশক্তি তুচ্ছ জ্ঞানে। আরও বৈচিত্র্য,
তপোবনে এই অনুষ্ঠান, শস্ত্রে শস্ত্রে
পরিচয়—হিংসার তরঙ্গ ! বড় লজ্জা—শিশু, তপোবন ;
তোমরা নীরব ? ভেবেছিলে প্রতিবন্ধ শুধু—
স্ত্রী বিহনে নাহি হবে পূর্ণ অশ্বমেধ,
শক্তিঘাতী প্রতিদ্বন্দ্বী আসেনি স্মরণে ?
লক্ষ্মণ ! ভরত ! প্রতিবন্ধ এসেছিল
মনে, প্রতিদ্বন্দ্বী আসেনি স্মরণে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! চন্দ্রকেতু সংজ্ঞা শূন্য।

রাম। চন্দ্রকেতু সংজ্ঞা শূন্য!
লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!—না থাক্।
(বেগে প্রস্থান ও দূতের অনুগমন)

ভরত। সৌমিত্রি!

লক্ষ্মণ। কি অগ্রজ?

ভরত। ব্যথা লাগিল কি?

লক্ষ্মণ। কিছু নয়; বীর চাহে রণাঙ্গন,
কাম্য তার প্রতিদ্বন্দ্বী—প্রতিরূপ। দুঃখ এই—
পাদচারী দুই শিশু, পক্ষান্তরে চন্দ্রকেতু
অযুত বাহিনী, রথারূঢ়, সুমন্ত্র সারথি।
যজ্ঞাঙ্গনে চল, রাঘব আদেশ—
রক্ষণীয়া সহযত্নে স্বর্ণ প্রতিকৃতি। (উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।　　রণস্থল।

অর্দ্ধধৃত লব, কুশ ও চন্দ্রকেতু বাণযুদ্ধান্তে অস্ত্র যুদ্ধে ব্যাপৃত, রামচন্দ্র অন্তরালে অবস্থিত হইয়া নানাভঙ্গী সহকারে উভয়ের যুদ্ধদর্শনে পরম পুলকিত।

রাম। দেখিবার যুদ্ধ বটে! সত্যই অপূর্ব্ব,
মনোরম; ক্ষিপ্রহস্ত উভয়ে সমান,
সুনিপুণও অস্ত্রের চালনে।
পাদচারী সনে পাদচারে প্রত্যভিনন্দন,
রঘুবংশ প্রকৃষ্ট গৌরব;
হয় নাই তাহা ম্লান চন্দ্রকেতু করে।

চন্দ্রকেতু। এখনও অশ্ব কর প্রত্যর্পণ।

লব। কিছুতেই করিব না।

চন্দ্রকেতু। জান অশ্ব কার ?

লব। জানিবারে নাহি আকিঞ্চন।

রাম। অদ্ভুত বালক, কি নির্ভীক উত্তর !
গর্ব্বোদ্ধত, অথচ প্রশান্ত। অনুরূপ
প্রতিকৃতি! অনুমান—উভয়ে যমজ!

কুশ। চন্দ্রকেতু! রাজপুত্র! সাবধান,
হানিতেছি জৃম্ভকাস্ত্র—

রাম। জৃম্ভকাস্ত্র কোথা পেলে এ বালক ?
এ যে সহজ আগত, না জানে সংহার যদি ?

(উভয়ে অস্ত্রযুদ্ধে নিরস্ত হইয়া পুনরায় ধনুর্যুদ্ধে ব্যাপৃত হইল)

রাম। এ যে অসমাপ্ত বিদ্যা মোর!
(উভয়ের মধ্যস্থ হইয়া) ক্ষান্ত হও,
যুদ্ধ রাখহ স্থগিত। (লবের সন্নিকটে গিয়া)
বালক! তোমরা কার ?

লব। বাল্মীকির।

রাম। পিতা ?

লব। দাদাকে জিজ্ঞাসা কর।

রাম। তুমি জান না ?

লব। হয়নি দর্শন তাঁর।

রাম। হয় নি দর্শন। (সহাস্যে) মাতা ?

লব। দেখি নাই জ্ঞানে।

রাম। কে করে পালন ?

লব। শেখান ? ঋষিই শেখান।

রাম। ঋষিই শেখান! (স্বগতঃ) সীতা,
অন্তঃসত্বা ছিলে সে সময়।
মন, স্থির হও, কেন হেন নিশ্চয়তা ?
অনুরূপ থাকে বহু, কিন্তু এই

জৃম্ভকাস্ত্রের প্রয়োগ। (চমকিয়া)
না জানে সংহার যদি—
(কুশের নিকটস্থ হইয়া) তুমি জ্যেষ্ঠ ?

কুশ। হ্যাঁ, আমরা যমজ।

রাম। নাম ?

কুশ। কুশ!

রাম। কনিষ্ঠের।

কুশ। লব।

রাম। অশ্ব ধরিয়াছ কেন ?

কুশ। শুনিলাম অযোধ্যাধিপতি রাম—পত্নীহীন,
অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁর—প্রতিকৃতিই
ধর্ম্মার্থ সঙ্গিনী; দেখিবার তরে—

রাম। দেখিবার তরে, নহে স্পর্দ্ধা সহকারে ?

কুশ। স্পর্দ্ধা ক'বে ছেড়েছেন তিনি,
আর স্পর্দ্ধা ক'রে ধরে যদি কেহ—
এতই কি অপরাধ তার ?

রাম। আমি যদি হই সেই রাজা ?

কুশ। (আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) তুমি রাজা!

রাম। আমি যদি হই সেই রাজা,

কুশ। তুমি পত্নীহীন,
অশ্বমেধে প্রিয়া প্রতিকৃতি তব।

রাম। কি দেখিছ বালক ?

কুশ। দেখিতেছি অযোধ্যাধিপতি রাম—

রাম। বিশ্বাস্য এ কথা ?

কুশ। এই যে বলিলে তুমি।

রাম। আমি বলিলাম, তাই;
চল যাই, তোমাদের ঋষির আশ্রমে ?

কুশ। তুমি যাবে ঋষির আশ্রমে ?

রাম। কেন, আমার কি যেতে নেই ?

কুশ। না, তা নয়।

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বাল্মীকি। মহারাজ ! সমাগত ঋষি, কি আদেশ ?

রাম। আপনি শিক্ষক ? পুত্রদ্বয় কার ?

বাল্মীকি। এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক।

রাম। বলিতে নিষেধ ! (নিরুত্তর)

রাম। মাতা ?

বাল্মীকি। নিস্প্রয়োজনে অনুত্তরই ভাল ; মহারাজ !

রাম। মৃতোপরি খড়্গাঘাত,
ইহাও কি ঋষিধর্ম্ম ঋষি ?

বাল্মীকি। নীতি থাকে রাজারই নিকটে ;

কুশ ! রাজা অতিথি দুয়ারে,
প্রত্যুদ্‌গমনে তাঁর কিবা দিবে উপহার ?

কুশ। প্রজা মোরা, রাজার সেবক,
আজ্ঞা তাঁর করিব বহন।

লব। অশ্বরক্ষী হ'য়ে মোরা
অশ্বমেধ করিব দর্শন।

বাল্মীকি। মহারাজ ! আজ্ঞাবাহী এ দুটী নন্দন,
এখনও তব আজ্ঞা করে শ্রেয়ঃ জ্ঞান।
সীতা বার্ত্তা চাও শুনিবারে,
করেছে সে পাতাল প্রবেশ।

রাম। সীতা !

বাল্মীকি। করেছে সে পাতাল প্রবেশ।

রাম। সীতা !

বাল্মীকি। মহারাজ !

রাম। বৎস !

কুশ। পিতা !

লব। তুমি পিতা !
পিতা রাজা, রাজা পিতা আমাদের।

বাল্মীকি। মহারাজ ?

রাম। কি আদেশ ?

বাল্মীকি। রাজা ও বাহিনী তাঁর,
বিশ্রামের স্থান হোক্ বাল্মীকি আশ্রম।

রাম। চন্দ্রকেতু, হও আগুয়ান। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য। কৈলাস।

মহাদেব ও ব্রহ্মা

ব্রহ্মা। এখনও নির্ব্বিকার ?
এখনও হয় নি প্রতিষ্ঠা ?

মহাদেব। আমি যে সংহারী রুদ্র।

ব্রহ্মা। সংহারী যদ্যপি তুমি শঙ্কর কে তবে ?

মহাদেব। ব্রহ্মণ, প্রতিষ্ঠারই ভিতরে সংহার।

ব্রহ্মা। তবে আর দেরী কেন,
সূত্র ধ'রে কর আকর্ষণ,
সৃষ্টি, লয়ে—স্থিতিরে সংহৃত কর।

মহাদেব। ব্রহ্মণ ! আমি যদি করিব তাহাই,
তুমি কেন এসেছ এখানে ? তুমি আমি
ইঙ্গিতের দাস, এ ইঙ্গিত কার !

ব্রহ্মা। স্বর্গ রাজ্য শূন্য, রুদ্ধ উত্থান পতন,—

মহাদেব। ইন্দ্রিয়ের পরে যেই ধন, থাকে যদি

নিরাধার, অবিকৃত, পূতঃ, বুদ্ধি যার
করতলগত, সংহৃত যে—সেই তো সংহারী।

ব্রহ্মা। সে সংহারীই তো শঙ্কর—শঙ্কর।

মহাদেব। ব্রহ্মণ, আসিয়াছ করিবারে স্তুতি।

ব্রহ্মা। স্তুতির অতীত তুমি, নিন্দার অতীত,
সতত পরমানন্দ, কূটস্থ, তন্ময়,
সেই তৎই তো "তত্ত্বমসি"।

মহাদেব। সে তৎ কেহই নয়,
প্রতি জীব একেতে বিলয়,
সেই একই অব্যক্ত, অচিন্ত্য, সৎ, মুক্ত।
মুক্তিক্ষেত্র অযোধ্যায় সপ্তর্ষি গিয়াছে,
বিছিন্ন করিতে শেষে—পণে বদ্ধ
করিয়া শ্রীরামে। লক্ষ্মণ বিহনে রাম
অযোধ্যার মায়া ভুলে অনন্ত শয়নে
বৈকুণ্ঠের কথা তাঁর পড়িবে স্মরণে।
অকাল বোধনে দেবী করি আবাহন,
মধু ও কৈটভ বধে সঙ্কল্প করিয়া,
সিদ্ধ করি কার্য্য তাঁর ভূভার হরণ
ঐক্য জ্ঞানে অশ্বমেধে তৎপর এখন।

ব্রহ্মা। অশ্বমেধ সম্পূর্ণ হবার আগে
শক্তি কেন অন্তর্হিত তাঁর?
সীতা কেন প্রবিষ্ট পাতালে?

মহাদেব। নবতন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত যে জীব জগৎ,
তাহারে করিতে রক্ষা স্থিতিরূপা সীতা
রেখেছে মাথায় ক'রে,
যতক্ষণ না যায় লক্ষ্মণ।

ব্রহ্মা। যখন লক্ষ্মণ যাবে, স্বাধিকার নেবে,
তখন রহিবে সীতা কোথা?

মহাদেব। প্রতি নারী-জীবনের সততার মাঝে ;
কুমারী হ'তেই যারা শপে. গঙ্গাজলে
ধরাপরে অর্ঘ্য দেয় কামনা বিহীনে
লক্ষ্য নিয়ে সীতা সম সতী হব ব'লে।
এ কারণ অযোনিজা তিনি,
শ্রেষ্ঠা, পূজ্যা সর্ব্ব দেব দেবী হ'তে।

ব্রহ্মা। তুমি অজ, তুমি যত জান,
এত আর কে জানিবে।

মহাদেব। আরও শোন; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি
নহে ইহা ক্রম, যখন প্রভাব যার
তখনি সে একে করি পরাভূত,
আপন ঐশ্বর্য্য করে সদর্পে বিস্তার ;
সূত্র তার কর্ম্মফল জীবৈক নিবদ্ধ।
এস ব্রহ্মা, এ বিষয়ে থাকি অবহিত। (উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য। রাজসভা।

সপ্তর্ষি বেষ্টিত রাম ও লক্ষ্মণ।

মরীচি। গুহ্য যাহা বলিলাম সব,
প্রকৃত ছাড়িয়া যদি বিকৃত ধরিয়া
থাক ভুলে জগতের কোলে লীলাময়!
কে করিবে জগতের অতিরিক্ত স্থান
চালিত, সংযত, সত্য পথের প্রেমিক ?

রাম। লক্ষ্মণ! শুনিলে বৃত্তান্ত সব, কল্পান্ত আভাষ ;
এখন বিশ্বস্ত এক দ্বারি প্রয়োজন,
যে করিবে দ্বার রক্ষা সহস্র ঝঞ্ঝায়
নিজেকে অটল রেখে কর্ত্তব্য পালনে।

লক্ষ্মণ। তার জন্য এত কি সঙ্কোচ,
করুন আদেশ—আমি থাকি দ্বারে।

রাম। লক্ষ্মণ! রাজ আজ্ঞা পালনই কি
সর্ব্বস্ব তোমার? এই কি জীবন তব।

লক্ষ্মণ। বুঝিয়াছি উদ্দেশ্য রাঘব!

রাম। তুমিও কি পশিবে না আর,
পশ' যদি ত্যজ্য হবে জান?

লক্ষ্মণ। রাজ আজ্ঞা করিব বহন।

রাম। উত্তম, থাক দ্বারে।

(লক্ষ্মণের প্রস্থান ও দ্বার সমীপে দণ্ডায়মান)

মরীচি। নরনারায়ন। সীতাত্যাগে হওনি কাতর,
লক্ষ্মণ অভাবে যত আজি এ বিমর্ষ।

রাম। লক্ষ্মণ কি ছিল ভাই, লক্ষ্মণই যে
জীবন আমার; সীতাময় ছিল এ জগত,
হইল লক্ষ্মণময় স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগে।

(ভরতের প্রবেশ)

এই যে ভরত! রাজ্যভার করহ গ্রহণ।

ভরত। অযোধ্যার সিংহাসনে
না বসিবে কখনো ভরত,
যেথায় পাদুকা রাখি সাজিয়া সেবক
করেছি দাসত্ব বসি পাদমূলে যার;
তার স্মৃতি উপভোগও মহাপাপ জ্ঞানে
এই দণ্ডে ভ্রাতা তব ত্যজিল অযোধ্যা।

(ভরতের প্রস্থান ও লক্ষ্মণ সমীপে দুর্ব্বাসার আগমন)

দুর্ব্বাসা। পথ ছাড়, পথ ছাড়, দাও শীঘ্র
সংবাদ রাজারে—অতিথি আগত দ্বারে।

লক্ষ্মণ। নিয়োজিত রাজা দুরূহ ব্যাপারে,
ক্ষণকাল অপেক্ষায় হইবে সাক্ষাৎ।

দুর্ব্বাসা। জান না কি—যদি অতিথি বিফলে ফেরে

নিয়ে যায় ঐশ্বর্য্য সকল,
জীবনের কর্ম্মফল সুকৃতি সমষ্টি ?

লক্ষ্মণ। আমি তো বলিনি তাহা,
বলিতেছি ক্ষণকাল করিতে অপেক্ষা।

দুর্ব্বাসা। শুনিতে কি চাও ক্ষতি পরিমাণ।

লক্ষ্মণ। কেন ক্রোধ কর ঋষিবর!
জান না আদেশ তাঁর ; যাই যদি
সন্নিধানে ত্যাজ্য হব তাঁর, রাম স্মৃতি
ভুলিতে হইবে। অদর্শনও সহ্য হয়,
কিন্তু স্মৃতি কেমনে ভুলিব।

দুর্ব্বাসা। নাহি যদি যাও,
কুশ, লব হইবে নিহত।

লক্ষ্মণ। ঋষি, ঋষি! (কিয়ৎক্ষণ শুম্ভিত হইয়া অবস্থানান্তে)
যাক্ রাম স্মৃতি, দিব দেহ বিসর্জ্জন,
দাঁড়াও— (প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। (রাম সমীপে উপস্থিত হইয়া)
মহারাজ! দুর্ব্বাসা সাক্ষাৎ প্রার্থী।

রাম। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! তুই এলি!
তোরেই করিনু আমি ত্যাগ। (বাহুপাশাবদ্ধ)
ছিলরে প্রবোধ তবু,
আমি তোরে করিনি বর্জ্জন।
(বাহুপাশ হইতে ছিন্ন হইয়া লক্ষ্মণের প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। (দুর্ব্বাসা সমীপে উপস্থিত হইয়া) যাও ঋষি। [প্রস্থান]
(দুর্ব্বাসার প্রবেশ)

দুর্ব্বাসা। মহারাজ!

রাম। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! (প্রকৃতিস্থ হইয়া)
তুমি রাজা, এতটা অধীর!
এস ঋষিবর। (সপ্তর্ষি মণ্ডলে উপবেশন)

অৰ্দ্ধ পটপরিবর্ত্তন। যমুনাতীর।

(দণ্ডায়মান লক্ষ্মণ)

লক্ষ্মণ। জীবনের একমাত্র অন্তিম সম্বল
ছিল তোর আর্য্য অনুগ্রহ, তাও গেল ;
আর্য্যস্মৃতি ভুলিতে হইবে—
কঠোর আদেশ ; কিন্তু স্মৃতি কেমনে ভুলিব !
শিশুকাল হ'তে—একস্রোতে ভাসিয়া এসেছি,
ছায়া সম সাথে সাথে গেছি,
সেই আর্য্য, আজি তাঁর পরিত্যজ্য আমি।
দাঁড়াইয়ে যমুনার এই উপকূলে
পড়িছে স্মরণে যত বাল্য ইতিহাস,
তথাপি তাঁহার স্মৃতি ত্যজিতে হইবে।
প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে সংহৃত করিয়া
কার্য্য অন্তে যথাস্থানে করিগে প্রয়াণ। [সমাধিস্থ]

(সপ্তর্ষি মণ্ডলমধ্যে শায়িত রাম)

রাম। দুর্ব্বাসা, দুর্ব্বাসা ! লক্ষ্মণেতো
করনি হরণ, আমার বৈকুণ্ঠস্মৃতি
দিয়েছ জাগায়ে। কর্ম্ম মোর অবসান,
সূত্রধর ! কর সূত্র আকর্ষণ,
মরণেরি মধ্যে পুনঃ প্রত্যগ্র জীবন।

(নাভি মণ্ডল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি)

সপ্তর্ষিমণ্ডল। (করযোড়ে)
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিদানং।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপঃ ॥

যবনিকা পতন